তারকেশ্বর-মাহাত্ম্য

বা

তারকনাথ-লীলা গীতাভিনয়।

১ম সংস্করণ।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত
রামনগর, ব্রাহ্মণপাড়া—হুগলী

৺ অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ও তৎপুত্র
শ্রীমান্ শশধর মুখোপাধ্যায়ের
যাত্রাদলে অভিনীত

প্রকাশক :—
শ্রীননীলাল অধিকারী
সাং রামনগর

প্রাপ্তিস্থান—
গ্রন্থকারের নিকট,
বরেন্দ্র লাইব্রেরী ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ১।৷০ দেড় টাকা

Printed by Bhut Nath Sircar.
at the New Arya Mission Press.
9, Shib Narayan Das Lane. Calcutta.

সন ১৩৩০ সাল।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	৫	পাপিষ্ঠগণ	পাপিষ্ঠাগণ
২২	১৪	(শবপ্রতি)	(শিবপ্রতি)
৩৩	১৯	করছিলে	ক'রছিনে
৩৪	১৯	স্বর্ব্বমঙ্গলা	সর্ব্বমঙ্গলা
৪৪	১৮	চূর্ণ চূর্ণ	খণ্ড খণ্ড
৫৯	১৬	ভবেত	ভবে
৭০	১৫	আমাব	আমার
৭২	২১	ন যাতে	না, যাতে
৭৫	৭	স্বরূপ	সরূপ
৮৭	১৩	আছে	আছ
৯০	১৫	প্লাবন	পাবন
৯২	১৪	তাঁহাদের	তাঁদের
৯৩	৩	ব্রাহ্মণ্য-দেবের	ব্রহ্মণ্য-দেবের
১১৩	১৬	স্বরূপ	সরূপ
১১৬	১১	কিঙ্করের ?	কিঙ্করের
১১৭	২০	স্বরূপ মূর্ত্তিতে	সরূপ মূর্ত্তিতে
১২৪	২২	নার	আপনার
১২৬	৭	মত ?	মত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৯	১৩	আমর	আমার
১৩০	১৪	বর্দ্ধমানেরশ্বর	বর্দ্ধমানেশ্বর
১৩১	৮	ও	ও
১৩৬	১১	যুব্বরাজ	যুবরাজ
১৩৭	২০	উল্লসিত	উল্লাসিত
১৪৪	৩	ব্রতালম্বন	ব্রতাবলম্বন
১৪৭	২০	উপাজ্জিতে	উপার্জ্জিতে
১৪৯	৬	রাজার	রাজার
১৫১	১৫	ভগবান ?	ভগবন্ !
১৫২	১৬	যত ?	যত,
১৫২	১৮	স্বরূপ	সরূপ
১৫৯	৫	ছেদী	ছেদি
১৬০	১৫	বঙ্গমানেশ্বর	বর্দ্ধমানেশ্বর
১৬৯	৮	প'ড়লেন	প'ড়লেম
১৭০	১২	বর্বমঙ্গলা	সর্ব্বমঙ্গলা
১৭৫	১২	বাচ্ছা	বাছা
১৭৬	৭	ভাব	ভাবনা
১৭৯	৩	বিবধ	বিবিধ
১৮৫	৬	ক্রোধে	ক্রোধ

—:০:—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মুকুন্দ … … … …	জনৈক শিবভক্ত
বসন্ত … … … …	ঐ পুত্র
কীর্ত্তিচন্দ্র … … … …	বর্দ্ধমানরাজ
মন্ত্রী … … … …	ঐ মন্ত্রী
মিত্রসেন … … … …	ঐ সেনাপতি
সৌদাস … … … …	জনৈক সৈনিক
ভারামল্ল … … … …	রামনগররাজ
মন্ত্রী … … … …	ঐ মন্ত্রী
বিষ্ণুদাস … … … …	ঐ ভ্রাতা
উদয়সিংহ … … …	ঐ সেনাপতি

মহাদেব (তারকনাথ, সর্ব্বেশ্বর পুরোহিতবেশী, বালকবেশী সদানন্দ) জ্ঞান, শিবদূতগণ, নন্দি, ভূতগণ, কলি, বিষ্ণু (বালকবেশী, ব্রাহ্মণবেশী) বিষ্ণুভক্তগণ, বৈষ্ণবগণ, রাখালগণ, দূতগণ, কুলিগণ, অনুচরদ্বয়, মুসলমান, নগরপাল, রাজকর্ম্মচারী, গোকুল (জনৈক ব্রাহ্মণ), সনাতন (জনৈক সন্ন্যাসী)

স্ত্রী।

জয়াবতী … … … …	মুকুন্দ-পত্নী
হৈমবতী … … … …	ভারামল্ল-পত্নী
কমলা … … … …	বিষ্ণুদাস-পত্নী

দুর্গা, সর্ব্বমঙ্গলা, ভৈরবীগণ, মায়ানারীগণ, মোহিনীগণ, গোপিনীগণ, জয়া, বিজয়া, কীর্ত্তি, পৃথিবী, মিথ্যা, হিংসা, মায়া, সরলা (জনৈক ব্রাহ্মণ-পত্নী), বৃদ্ধা (সরলার মাতা) দাসী।

তারকেশ্বর-মাহাত্ম্য গীতাভিনয়।

ভূমিকা-গীত।

মন ? পাপ-সিন্ধুনীরে সদা হ'তেছ কেন মগন।
জ্বালাধার, এ সংসার পারাবার ;—
তাতে প্রাণঘাতী জলচর করে বিচরণ।
ভাই বন্ধু দারাসুত, নক্রসম শত্রু যত,
সাধনতরী ধর দ্রুত, নতুবা ক'রবে নিধন।
ভবার্ণব-নাবিক ভব, তারকনাথ নামে উদ্ভব,
পূজ সে পদ পল্লব, হবে সে পারে গমন॥

প্রথম অঙ্ক।

তপোবন।

(সভয়ে পৃথিবীর প্রবেশ)

পৃথিবী। (স্বগতঃ)

ঘোর অত্যাচার! পাপিষ্ঠ কলির ঘোর অত্যাচার! মিথ্যার প্রচার! দুরাচার, সকলকেই মিথ্যাবাদী হ'তে উপদেশ দিয়ে পাপের স্রোতে ভাসাচ্ছে, কেউ

উচ্ছেদ, কারো শিরশ্ছেদ, কারো মর্ম্মভেদ, আবার কেউ বা সর্ব্বস্বান্ত! নিয়তই গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা, ভ্রূণহত্যা! মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, দ্বেষ, হিংসা, শঠতাই এখন মানবের নিত্য কার্য্য; উঃ পাপিষ্ঠের কি প্রবল প্রতাপ? ধর্ম্মরাজ ভয়ে গোরূপ ধারণ ক'র-লেন, তথাপি নিস্তার নাই, পিশাচ তাঁর তিনটি চরণ ভেঙ্গে দিলে! তিনি সঙ্কুচিত ভাবে গোপনে কাল-যাপন ক'রছেন, সত্যও দূরে অবস্থিত, ভুলেও কেউ সত্য কথা কয় না! কলিপ্রভাবে সকলেই অধর্ম্ম-পরায়ণ; কোথায় ধর্ম্মের আধার পাণ্ডু বংশধর মহারাজ পরীক্ষিত! একবার এস, তুমি ধরা ও ধর্ম্মকে কলি হাতে রক্ষা ক'রে অভয় দিয়েছিলে, ধর্ম্ম-পালন জন্য জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক শান্তি-ধামে পরমসুখে বাস ক'রছো, আজ তোমা অভাবে পাপ কলির ভীষণ শাসনে তাদের কি দুর্গতি, একবার এসে দেখে যাও, হায়, হায়! কি উপায়ে পরিত্রাণ পাই—কার শরণাপন্ন হই, এ সঙ্কটে কে রক্ষা ক'রবে?

(জনৈক সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। ভগবান্ রক্ষাকর্ত্তা আছেন ভয় কি মা, যিনি যুগ-যুগান্তকাল পর্য্যন্ত কূর্ম্মরূপে তোমার ভার বহন

ক'রছেন—তুমি শত যোজন নিম্নগামিনী হ'লে, যে ভূভারহারী হরি তোমায় শত যোজন ঊর্দ্ধে উত্তোলন ক'রেছিলেন, সেই অনাথশরণের শরণাপন্ন হও, ছার কলির ভয় তো তুচ্ছ, সকল বিপদে পরিত্রাণ পাবে।

পৃথিবী। কে তুমি বাবা, তোমার নাম কি?

সনাতন। ও মা বিশ্বম্ভরে! আমি একজন সন্ন্যাসী, নাম আমার সনাতন; সত্যসনাতন নারায়ণের কৃপালাভ আশে বনবাসে উপবাসে সেই পীতবাসে ডাকছি, ডাকার মত ডাক্‌তে পারি নাই ব'লে,—না, কোন অপরাধে তিনি দয়া ক'রছেন না, তাতো জান্‌তে পারচিনে; শুনেছি এই কলিযুগে এক অহোরাত্র একাগ্রচিত্তে তাঁর সাধনা ক'রলে বাসনা ফলপ্রদ সকল বাসনা পূর্ণ করেন, বেদব্যাসের বাক্যে বিশ্বাস ক'রে এ যাবৎ তপস্যা ক'রছি, আমার দুরদৃষ্ট দোষে বোধ হয় ভগবানের দয়ার সাগরটি শুকিয়ে গেছে মা, কৈ, আমার প্রতি তাঁরতো দয়া হ'লনা।

পৃথিবী। পাপ অবতার কলির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভগবানও যে অন্তর্হিত বাবা।

সনাতন। তাইতো মা, যেদিকে যাই, সেই খানেই মিথ্যা, প্রতারণা, শঠতা, হিংসানল ধূ-ধূ ক'রে জ্বল্‌ছে,—অনেকে মদ্যপানে উন্মত্ত হ'য়ে ঘোর পাশবাচারে প্রবৃত্ত হ'চ্ছে,—

কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন ক'রে, কত নিরীহের সর্ব্বনাশ সাধন ক'রছে,—কেউ বা সতী নারীর সতীত্ব রত্ন কেড়ে নিচ্ছে। আর কত ব'লব জননি? উচ্চারণেও রসনা কলুষিতহয়, দুরাত্মা কলির অভাবনীয় ঘটনায় হৃদয় অনুক্ষণ কম্পান্বিত! কলিদমন মধুসূদন কতদিনে যে কল্কিরূপে কলিসংহার ক'রবেন, ধার্ম্মিকের তাই এখন জপমালা হ'য়েছে মা।

(কলির প্রবেশ)

কলি। জপমালা এখন মিছে সনাতন ঠাকুর! ভগবানের কল্কি অবতার হ'তে অনেক বিলম্ব; ততদিন কলি শর্ম্মা সব ঠিক ক'রে ফেল্‌বে, হিন্দু-যবনে একাকার প্রায় হ'য়ে এলো, মানবেব বর্ণভ্রষ্ট, কর্ম্মভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট ও আচারভ্রষ্ট হবার দেরীও বেশী নাই, দেবতা ও গুরুমর্য্যাদা ক্রমশঃ লোপ করাব, আমারি উত্তেজনায় নারীগণ ধনহীন পতি ত্যাগ ক'রে ধনবান্‌কে যৌবন দান ক'রবে, অর্থলোভে নৃশংস কার্য্যসাধনে কেউ কুণ্ঠিত হবে না, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ব'লে জ্ঞান ক'রবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্য হবে' দেব পূজা—অতিথি-সৎকার ও পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে কারো প্রবৃত্তি রাখব না, দ্বেষ, হিংসা, মিথ্যা, কপটতা সকল হৃদয়েই পূর্ণ-ভাবে বিরাজ ক'রবে; মধুসূদনের সাধ নায় আর কোন ফল নাই চাঁদ? আর উপবাস ক'রে অমন সোণার দেহকে

কষ্ট দিয়ে কঙ্কালসার ক'রচো কেন? দিব্বি মাছ,—মাংস, আণ্ডার-কোপ্তা, কালিয়া, কাবাব সেবা লাগাও, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় টানা পাখার হাওয়া খাও, দু'চার জন কোকিলকণ্ঠী রসবতী রমণী সংগ্রহ ক'রে সুমধুর তানে নাচ গান চলুক, সঙ্গে সঙ্গে তা'রা প্রাণতরকরা বোতল-ভরা সুধাময়ী সুরা ঢালুক, দেখ কত মজা হয়, তৎক্ষণাৎ প্রাণ ঠাণ্ডা—স্বশরীরে স্বর্গবাস!

সনাতন। তুমি কে বাপু?

কলি। আঃ বাপু বল কেন? ভাই—দাদা ব'লে ডাক—আনন্দ কর, কলিরাজ্যে, ভাই—ভগ্নী—সখি সখা ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ কি আছে? আমায় চিন্‌তে পার নাই দাদা, আমি কলিরাজ, আমার এখন একচেটে অধিকার।

সনাতন। তুমিই কলি? তাই ওরূপ ঘৃণাকর অকথ্য কথা-গুলো ব'ল্‌চো বটে?

কলি। ঘৃণাকর—অকথ্য নয়রে দাদা, উপস্থিত ও সব সুকথ্য অথচ তৃপ্তিজনক হবার সূত্রপাত হ'য়েছে, যাকে মন্দ ব'লে নাসা কুঞ্চিত ক'রে গোবিন্দ—রাম নাম উচ্চারণ কর, তাকে নিয়েই এখন পরমানন্দ পাবে, এমন কি স্বর্গেও সে আনন্দ নাইরে দাদামনি! একবার পরীক্ষা ক'রেই দেখনা, কোথা সতী পতিব্রতাগণ! মরুভূমিতে মৃগকুল-তৃষ্ণায় আকুল, একটু ঠাণ্ডা জল।

(সুরাপাত্র হস্তে মিথ্যাহিংসা মায়ার)
(গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথা তুমি অবলার প্রাণ।
তোমার তরে ভেবে ভেবে হ'ল অঙ্গ অবসান।
আর তোমায় না ছাড়িব, প্রেম-শিকলে বাঁধিব,
সদা হৃদয়ে রাখিব, দাও আলিঙ্গন দান।
এসহে পরাণ বঁধু, সুধাসম পিও মধু,
আজ খসিল ভূতলে বিধু, সুধাসিন্ধু বিদ্যমান॥

সনাতন। এদের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ কলিরাজ!

কলি। ভালবাসা—কেবল ভালবাসা সম্বন্ধ।

সনাতন। ভগবানের প্রতি এরূপ ভালবাসা রাখ্‌লে এতদিন যে তাঁর প্রিয়পাত্র হ'তে পারতে।

কলি। আর সে আশা নাইরে দাদা, ভগবান্ এখন অন্তর্হিত, তিনিই কলিরূপ ধারণ ক'রে আমাতে বিরাজ ক'রছেন, সম্প্রতি কলি-উপাসনাই মানবের কার্য্য, ওরূপ বনবাসে উপবাসে, গৈরিকচীরবাসে সাধনা হবে না, দিব্বি জামা জোড়া পোষাক প'রে বাবু সাজ—আতর গোলাপ আদি সুগন্ধি দ্রব্য গায়ে মাখ—চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য,

পেয়ালে দেহের পুষ্টিসাধন হ'ক—সর্ব্বদা মিথ্যাকথা বল, লোকের সর্ব্বনাশ কর, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যায় লিপ্ত হও—সতীর সতীত্ব হরণে চেষ্টা পাও, তাহ'লেই ভগবানের কৃপালাভ ক'রবে; যদি ভগবানের প্রিয়পাত্র হ'তে চাও, তবে আমার পরামর্শে চল, একটু সুধা খাও ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণানন্দ! একাগ্রচিত্ত হবার অমন ঔষধ আর নাই।

সনাতন। কি পাপিষ্ঠ! তোমার পরামর্শে নিজ ইষ্ট সাধনা ত্যাগ ক'রে—ধর্ম্ম-ধনে বিসর্জ্জন দিয়ে নূতন নরকের আবিষ্কার ক'রবো? যে প্রেমিক পাগল হরিনাম সুধারসের আস্বাদ পেয়েছে, সেকি তোমার ঘৃণিত উপদেশে সন্তুষ্ট হয়? আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়, স্থানান্তরে চ'ল-লেম্। (যাইতে উদ্যত।)

কলি। (বাধা দিয়া) কোথা যাবে দাদামণি! এখনো অভ্যর্থনা করা হয় নাই, তোমার জন্য পতিব্রতাগণ সুরধুণীতুল্য পবিত্র পানীয় এনেছে, আর তুমি সকলকে অবজ্ঞা ক'রে চ'লে যাবে? তা হবে না, (রমণীগণের প্রতি) ওগো সাধ্বি সরলাগণ! আমার বন্ধুর প্রতি ভালবাসা দেখিয়ে একটু আপ্যায়িত কর, আমার অধিকারে অভ্যাগত, সুতরাং অতিথি-সৎকার করাও কর্ত্তব্য।

(রমণীদের গীত।)

গীত। সাধিয়ে পরাণ গেল, তবু কি লাগে না ভাল,
পদে ধরি অন্তরাল, হ'য়োনা কৃপা নিধান।

সনাতন। দেখ্ পাপিষ্ঠগণ! আমার পদস্পর্শ করিস্‌নে।

(রমণীদের গীত)

গীত। কোনমতে ছাড়বনাক, কৃপানেত্রে চেয়ে দেখ,
ভালবাস কথা রাখ' কর কর সুধাপান।

(সুরাদানে উদ্যত)

সনাতন। হে দুর্ব্বলের বল, অনাথবন্ধু হরি! পদাশ্রিত দাসকে পাপিষ্ঠ কলি হাতে পরিত্রাণ কর, সঙ্কটহারি মধুসূদন! এসঙ্কটে তুমি ভিন্ন রক্ষাকর্ত্তা আর কেউ নাই।

কলি। দেখ সনাতন ঠাকুর! আমায় দুষ্ট বল আর পাপিষ্ঠই বল, যখন শিষ্টসম ঘনিষ্ঠ হ'য়েছ, তখন কনিষ্ঠ বাক্য একটীবার রক্ষাকর, সুন্দরীগণ এতক'রে পায়ে ধ'রে সাধ্য, সাধনা ক'রলে—তাদের অপমান করা কি ভাল?

সনাতন। পিশাচের অবতার পাপ কলিতুই?

গোরূপ-ধর্ম্মের তিন চরণ ভাঙ্গিয়া—
খঞ্জ করি রাখ দুষ্ট পাষণ্ডের শেষ,

একচ্ছত্রি রাজা ব'লে এতই গরিমা ?
সঙ্কুচিত ধর্ম্মরাজ আছেন লুকায়ে ;
জাননাকি অতিবুদ্ধি পতনের মূল।

পৃথিবী। আরে পাপ দুরাচার পশ্বধম কলি ?
আপন মঙ্গল যদি করিস্ বাসনা,
এখনি এ স্থান হ'তে কর্ পলায়ন ;
তপোবনে অবস্থান নাহি সাজে তোর।

কলি। সাবধান বসুন্ধরে ! ত্যজি বাচালতা
স্থিরভাবে এক পাশে রহ দাঁড়াইয়া ;
নতুবা শরীর তোর খণ্ড খণ্ড করি,
অতল জলধি-গর্ভে করিব নিক্ষেপ।

পৃথিবী। কি বলিলি কলিরাজ ! এত স্পর্দ্ধা তোর ?
ধরারে জলধিগর্ভে করিবি নিক্ষেপ ?
জান নাকি ধরাধর রক্ষিত ধরণী ?
কিম্বা সেই গদাধর কুর্ম্মরূপ ধরি—
যার ভার অবহেলে করেন ধারণ,
ধরানাথ সে শ্রীনাথ সহায় থাকিতে
গর্ব্বভরে খণ্ড খণ্ড করিবি তাহারে ?
হাসি পায় উন্মাদের প্রলাপ বচনে।

কলি। শোন্ পৃথি ! প্রগল্ভতা কর পরিহার,
গাভীরূপে পলাইয়া বেঁচেছিস ব'লে—

আর তোর কোন মতে নাহি পরিত্রাণ ;
পদাঘাতে এইবার যাও যমালয়। (পদাঘাত)

পৃথিবী। (ভূপতিত হইয়া) ওহো হো প্রাণ যায়, কলির কঠোর শাসনে—প্রচণ্ড পদাঘাতে—পৃথিবীর প্রাণ যায়, কে আছ রক্ষা কর।

সনাতন। হায়, হায়, এ কি হ'লো, পাপিষ্ঠ কলি! ক'রলি কি? জগৎপালিনী জননীর অঙ্গে পদাঘাত ক'রলি? যাঁর কৃপায় তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা নানাবিধ ফল শস্য ধান্যৌষধি উৎপন্ন হ'য়ে জীব জীবন ধারণ ক'রে আছে, সেই ধরার এই দুর্গতি? ওহো হো কলিপীড়নে ধরা বুঝি রসাতলে যায়।

(ত্রিশূল হস্তে নন্দির প্রবেশ)

নন্দি। কিঃ—রুদ্রচর বর্ত্তমানে কলিপীড়নে ধরা রসাতলে যাবে? আজ কলির অহঙ্কার চূর্ণ ক'রবো, যে কলির কঠোর শাসনে নিরীহ মানবগণ ধর্ম্ম-ধনে বঞ্চিত হ'য়ে অধর্ম্মাচরণে পাপার্জ্জন ক'রছে, সেই কলির এত বড় স্পর্দ্ধা? জগৎ একার্ণব হ'লে মধুসূদনের কর্ণ-মলে মধুকৈটভ দানবদ্বয় উদ্ভূত হ'য়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লো; পাঁচ হাজার বৎসর বাহুযুদ্ধের পর ভগবান্ নিজ জঘনে রক্ষা ক'রে চক্রদ্বারা তা'দের শিরশ্ছেদন ক'রেছিলেন, সেই মধুকৈটভের মেদমজ্জায় মেদিনী সংগঠিত; যে ধরা-

জননীর গর্ভে নানাবিধ ফল মূল উপকরণ ও প্রচুর শস্যাদি লাভ হয়, যিনি আহার্য্যদানে জগৎ পালন ক'রছেন, সেই পৃথিবীকে পদাঘাতে পীড়ন? একে পাপ-ভারে কাতরা? তার উপর পদাঘাত? হাঁরে মূর্খ? মা যে এখনি নিম্নগামিনী হবেন? শোন্ দর্পান্ধ কলি! আর তোর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই, এই সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূলে তোরে শত খণ্ড ক'রে ধরা হ'তে কলিনাম লোপ ক'রবো, পুনর্ব্বার ধর্ম্মরাজের একাধিপত্য বিস্তার হবে;

জ্বলন্ত পাপের চিত্র কলি দুরাচার!
ত্রিশূল আঘাতে এবে যাও যমাগার।

(ত্রিশূল ক্ষেপণে উদ্‌যোগ)।

(বেগে মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, কলিহত্যা ক'রো না, দ্বাপরের অবসানে কলির পূর্ণাধিকার জেনেও ভ্রমান্ধ হ'য়ে কলি-নাশে উদ্যত? ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, কলিসংহারে তোমার অধিকার নাই, কলির কালপূর্ণ হ'লে ভূভারহারী হরি সম্ভলপুরে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণ-গৃহে কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে কলিধ্বংসপূর্ব্বক আবার সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা ক'রবেন, কিন্তু তার অনেক বিলম্ব; এখন কলিনাশে নিবৃত্ত হ'য়ে কৈলাসে গমন কর, আজ শিবাণীর শিবব্রত; তুমি ব্রতের অনুষ্ঠান ক'রে দাওগে, যাও শীঘ্র যাও।

নন্দি। যে আজ্ঞা প্রভো, তবে চ'ললেম। (প্রস্থান)

মহাদেব। ওমা বিশ্বম্ভরে! তুমি কাতরা হ'য়োনা, কলি হ'তে আর তোমার কোন ভয় নাই, অভয়দাতা হরিহর তোমার রক্ষার জন্য সততই ব্যগ্র; তুমি নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন কর; শোন কলি! যাঁরা হরিভক্ত, অহিংসক, সত্যবাদী ও সরল প্রাণ এবং যাঁদের ধর্ম্মবল সম্বল, তাঁদের প্রতি তোমার কোন অধিকার নাই; তুমি সুরা, সূনা, সুবর্ণবণিক্ ও স্বর্ণকারের নিকট অবস্থান ক'রবে, অর্থাৎ যেখানে দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, জীবহিংসা, প্রাণিবধ, মিথ্যা, প্রতারণা, কুটিলতা প্রভৃতি অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হবে সেইখানে থাক্‌বে; সাবধান কলি! ধার্ম্মিকের প্রতি যেন অত্যাচার ক'রো না, তাহলে তোমার গুরুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় চিরকালই আছে, এবং থাক্‌বেও; এটি যেন স্মরণ থাকে, উপস্থিত ক্ষমা ক'রলেম, সঙ্গিনা-সনে প্রস্থান কর।

কলি। (করযোড়ে) যে আজ্ঞা প্রভো, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, স্বগুণে সদয় হ'য়ে কিঙ্করের প্রাণরক্ষা ক'রলেন, নতুবা নন্দি-করে কলির জীবন-নাটকের অভিনয় শেষ হ'তো, শ্রীচরণে প্রণাম ক'রে বিদায় হই। (প্রণাম-পূর্ব্বক স্বগত) হুঁ, কি প্রকারে লোকে ধর্ম্মসঞ্চয় করে, এবার দেখ্‌বো; সকলের অন্তরে প্রবেশ ক'রে ধর্ম্ম-পথ

হ'তে বিচলিত ক'রবো, তবে আমার নাম কলি; একে মানবের মন পদ্মপত্রের জলের মত নিয়ত চঞ্চল, তাতে কলির চক্রান্ত, কিছুতেই স্থির হ'তে দিব না, মন স্থির হ'লে তো, সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রবে, তা হচ্ছেনা বাবা, মুখে হরি হরি, মনে কিন্তু "কার কি হরি" হাতে মালা ঠক্ ঠক্, অন্তরে যুবতীর ঠমক্ চমক্ লাগিয়ে মজা দেখ্‌বো, এ কলির চক্রব্যূহ ভেদ করা বড় কঠিন এখন পলায়নই মঙ্গল। এসগো রাজমহিষীগণ? শীগ্‌গির পালিয়ে এস।

(রমণীগণও কলির প্রস্থান)

পৃথিবী। বাবা বিষাশন! দুর্জ্জয় কলির ভীষণ শাসন যেবড় যন্ত্রণাদায়ক প্রভো! একে মহাপাপীর দুঃসহ পাপভার, তার উপর পদাঘাত,—যন্ত্রণা, আর বুঝি সহ্য ক"রতে পার্‌লেম না।

মহাদেব। সে কি মা, তুমি যে সর্ব্বংসহা, জগৎ-জীবের জননী। সন্তান যদি মাতৃকক্ষে মল মূত্র ত্যাগ করে, তবে মায়ের কি রাগ করা উচিত? কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়, সন্তানের পাপভারে কাতর হওয়া কি মায়ের কর্ত্তব্য? স্থির হও ধরিত্রি! যন্ত্রণাহারী হরিকে ডাক, এখনি সকল যাতনা দূর হবে।

সনাতন। দয়াসিন্ধো বিশ্বনাথ! আর কত দিন এই বিশ্বমাঝে

নিম্বভাবে ঘুয়ে খুরে দুঃসহ যাতনা ভোগ ক'রবো, কিঙ্করের সাধনায় কি সিদ্ধিলাভ হবেনা দয়াময়? মহাত্মা ব্যাসদেব ব'লেছেন যে, কলিতে অহোরাত্র মাত্র একমনে নির্জ্জনে ইষ্ট-সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী; তাঁর বাক্য কি মিথ্যা প্রভো?

মহাদেব। বেদব্যাস স্বয়ং ভগবানের অংশাবতার, তাঁর বাক্য কি মিথ্যা হয় সনাতন?

সনাতন। তবে ডাকার মত ডাক্‌তে পারি নাই ব'লে কি সাধনার বিঘ্ন হ'লো?

মহাদেব। না, না, তা হবে কেন? নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চরণ শেষ হ'য়েছে, নতুবা এ পাগলের চিত্ত আকৃষ্ট হবে কেন? কঠোর তপোব্রত ফলে শীঘ্রই বিষ্ণুস্বারূপ্য লাভ ক'রবে, তবে কি জান বৎস, সকলি সময়সাপেক্ষ, সে সময়ও সমাগত; প্রথম ধরার পাপভার যাতনা, দ্বিতীয় সনাতনের সাধনা, তৃতীয় এই পাগল ভোলার তারকব্রহ্ম নাম জল্পনা, বাঞ্ছাকল্পতরু সকলেরি বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বেন। গোলোকের ধন এই ত্রিলোকের মনস্কাম সিদ্ধি ক'র্‌তে পুলকে এখনি ভূলোকে আস্‌বেন, ঐ দেখ সনাতন! ভক্ত-সখা ভক্তসনে ফুল্লমনে আগমন ক'রছেন।

(বিষ্ণুর প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ ভক্তগণের)

(গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত। হে পীত বসন, গরুড় আসন, কনকভূষণ শ্রীধরং।
নীরদ গঞ্জন, নয়নরঞ্জন, মন্মোহন কলেবরং॥
ক্ষীরোদে অনন্ত ভুজগশায়ী, কমলাহৃদয়-পীযূষপায়ী,
ভকতমুখে শুনিতে পাই, ত্বংহি করুণাসাগরং।
নিখিলভুবনপালনকারী, শঙ্খচক্রগদাকমলধারী,
যোগী-ঋষি-মুনি অন্তরবিহারী, অনঙ্গমোহন সুন্দরং

মহাদেব। (করযোড়ে)

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গং॥
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথং॥ (প্রণাম)

বিষ্ণু। (করযোড়ে)

ভূতাধিপং ভুজগভূষণং গঙ্গাধরং ত্র্যম্বকং।
বিশ্বানন্দং বৃষভবাহনং সংহারকং জ্ঞানদং।
গৌরীকান্তং বিভূতিভূষণং বিশ্ববীজং বিশ্বাদ্যং।
বন্দে শিবং যোগীন্দ্রবাঞ্ছিতং কৃত্তিবাসং মহেশং॥ (প্রণাম)

সনাতন। জয় জয় হরিহর, মুক্তিদ পরমেশ্বর,
কৃপা-নেত্রে চাও ভগবান্।
চরণে শরণাগত, নাশ ভবে যাতায়াত,
তপস্যায় দেহি সিদ্ধিদান॥ (প্রণাম)

বিষ্ণু। প্রিয়ভক্ত সনাতন! তোমার বাসনা পূর্ণ ক'র্‌তেই

আমি এসেছি, তপোব্রত-ফলে শীঘ্রই তুমি বিষ্ণুসারূপ্য লাভ ক'রবে, তপস্যার ফল কি বিফল হয় বৎস!

পৃথিবী। পৃথিবীর ভারহারী তুমি ধরাপতি!
হর ভার কিঙ্করীর করুণা বিতরি,
একে পাপী পাপভারে বড়ই কাতরা,
তাহে কলি পদাঘাত দারুণ যাতনা!
সহিতে না পারি আর এ বিষম ভার;
হই বুঝি নারায়ণ! পাতালগামিনী।
কলিযুগে কলিতেজ বড়ই ভীষণ?
ধর্ম্মের আদর আর কেহ নাহি করে,
কুক্রিয়ায় রত যত মানবসমাজ
হিংসা, দ্বেষ, কপটতা, মিথ্যাই ভূষণ
পাপভারে পূর্ণ ধরা তাই ধরানাথ!
যাতনা সহিতে নারি রক্ষ দয়াময়!
হরি ভার ভারহারি! বাঁচাও কিঙ্করী।

(গীত)

পাপের ভার হরিতে লও ভার ভারহারী তুমি হরি।
যাতনা সহিতে নারি রক্ষহে রক্ষকিঙ্করী।

তুমি ভূভার হরণ কারণ, মৎস্যাদি রূপ কর ধারণ,
কেন তবে কৃপায় এখন, কৃপণ হেরি মুরারি!

কলির অত্যাচার ভীষণ, দ্বেষ, হিংসাদি মানবভূষণ,
ধর্ম্ম খঞ্জ একি শাসন, ভয়ে লুকায় মরি মরি ॥

বিষ্ণু। কলির উত্তেজনায় সকলেই ঘোর অধর্ম্মাচারী হ'য়েছে সত্য, কিন্তু মঙ্গল জননি! কোন্ কোন্ দুষ্কর্ম্মসূচক পাপের ভার তুমি সহ্য ক'রতে অক্ষম আমায় বল।

পৃথিবী। তোমার অগোচর কি আছে হরি! তবে যদি দাসীর মুখে শুন্‌তে ইচ্ছা হ'য়ে থাকে শোন,—যারা বিষ্ণুভক্তি-হীন, বৈষ্ণবনিন্দক, বেদে শ্রদ্ধাহীন, স্বধর্ম্মত্যাগী, সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্মবর্জ্জিত, পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র, গুর্ব্বাদি পোষ্যগণকে পালন না করে, তাদের ভার নিতান্ত অসহ্য; দয়াধর্ম্মবিহীন, মিথ্যাবাদী, দেবতা ও গুরু-নিন্দক, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যা-সাক্ষ্যদাতা, স্থাপ্যধনাপহারী, গুরুদ্রোহী, জীবহিংসক, গ্রামযাজক, লুব্ধক, শবদাহী, শূদ্রান্নভোজী, মন্ত্র ও হরিনাম-বিক্রয়কারিগণের ভারে আমি বড় কাতরা; বিশেষতঃ যারা ব্রত, উপবাস, পূজা, নিয়ম, যজ্ঞাদি কিছুই করে না, এবং যাদের গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৈষ্ণব, হরি, হরিভক্তি ও হরিকথার প্রতি বিদ্বেষ, তাদের ভার আদৌ সহ্য ক'রতে পারি না।

বিষ্ণু। তাইতো ধরিত্রি! ধর্ম্মপরায়ণ ব্রহ্মপূজ্য ব্রাহ্মণগণ থাক্-

তেও তুমি ভার সহ্য ক'রতে অক্ষম হ'লে? তবে কি ব্রাহ্মণগণও অধর্ম্মাচারী?

সনাতন। অন্তর্য্যামীর অন্তরের বহির্ভূত কি আছে দয়াময়! ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও যাবতীয় বর্ণের প্রতি আধিপত্য থাক্‌লে কি ধরণীর এ দুর্গতি হয়? অধিকাংশ ব্রাহ্মণই অধর্ম্মাচারী; সুতরাং ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ধর্ম্মপথ অনুসরণের শিক্ষাদানে ধরা-ভার মোচনে সক্ষম হবেন কেন? ব্রাহ্মণের চারিটি আশ্রম; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রথম—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে চতুর্ব্বিংশ বর্ষাবধি অবিবাহিত অবস্থায় গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন; দ্বিতীয়—স্ত্রী-পুত্রাদি বেষ্টিত হ'য়ে পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত সাংসারিক কার্য্য—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম পালন। তারপর সংসারত্যাগী হ'য়ে অরণ্যে বাস পূর্ব্বক যজ্ঞ ও যোগসাধনে আত্মজ্ঞানলাভ; অবশেষে ক্রিয়াকাণ্ড ত্যাগ ক'রে পরমাত্মার ধ্যানে মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক সমাধি সাধন। এখনকার ব্রাহ্মণের এসব কিছুই নাই, ঘোর পাপকার্য্যে রত হ'য়ে ধরাভার বৃদ্ধি ক'রছে, সেই পাপে অকাল মৃত্যুর সৃষ্টি। ফলতঃ প্রকৃত ব্রাহ্মণ এই পাপভারাক্রান্তা পৃথিবীতে নাই ব'ল্‌লেই হয়, তবে যদি থাকেন—পর্ব্বতাশ্রিত গহন বনে কিম্বা দুর্গম গিরি-কন্দরে কঠোর তপস্যায় রত আছেন। হিন্দুশাস্ত্রে

ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে যত অন্তর, প্রাচীন আর্য্যব্রাহ্মণও আধুনিক পাপময় শূদ্রভাবাক্রান্ত ব্রাহ্মণে তত অন্তর। প্রাচীন আর্য্যব্রাহ্মণগণ পারত্রিক মঙ্গল কামনায় ঐহিক সুখবিলাস ও ঐশ্বর্য্যকে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান ক'রতেন, সেই জন্যই তখন মণিময় কিরীটশোভিত রাজমস্তক ব্রাহ্মণের পদতলে বিলুন্ঠিত হ'তো,—সেই জন্য ব্রাহ্মণের পদরেণু কুবের ভাণ্ডার হ'তেও অধিক মূল্যবান্ ব'লে সমাদৃত হ'তো। আধুনিক শূদ্রাচারী ব্রাহ্মণের ধর্ম্মানুষ্ঠান দূরে থাক্, দগ্ধোদর পূরণের জন্য ম্লেচ্ছ যবনের দাসত্ব ক'রতেও কাতর নয়; অধিক কি ব'লবো হরি! ব্রাহ্মণের নিত্যকার্য্য সন্ধ্যাবন্দনা, গায়ত্রীজপ ও ইষ্ট আরাধনা সমস্তই লুপ্তপ্রায়, তবে শ্যামকায়! সদাচারী ব্রাহ্মণ আর কোথায় যে, সুশিক্ষাদানে মানবগণকে অধর্ম্মাচরণে বাধা দান ক'রবে।

গীত।

সে ব্রাহ্মণ আর কোথায়, শ্যামকায়!
ধর্ম্ম আচরণের শিক্ষাদানে ধরাভার ঘুচায়।
প্রাচীন ব্রাহ্মণ হায়, ব্রহ্মজ্যোতি দীপ্তপ্রায়,
ব্রহ্মচর্য্যব্রতে কাল কাটায়, সুর নর আদি সে
পদে বিকায়,—রাজ্‌শির লুঠিত পায়, ত্রাসে—
কম্পান্বিতকায়, সিংহাসন দিয়ে কৃপা চায়।

এবে সব দ্বিজগণ, ধর্ম্মে দিয়ে বিসর্জ্জন,
পাপকার্য্যে রত অনুক্ষণ, ম্লেচ্ছের দাসত্বে করে
প্রাণ ধারণ,—গায়ত্রী সন্ধ্যা বন্দনা, ইষ্টদেব
আরা ধনা, সকলি যে হেরি লুপ্তপ্রায়।

বিষ্ণু। আর ব'ল্‌তে হবেনা সনাতন! সব বুঝেছি। পাপিষ্ঠ কলির অধিকারে সকলেই যে অধর্ম্ম-পরায়ণ, তাতে আর সন্দেহ নাই, তবে কি জান বৎস! কলির একটি মহৎ গুণ আছে; সত্যযুগে দশবর্ষ ধ্যান—ত্রেতায় এক বর্ষ যজ্ঞ—দ্বাপরে একমাস অর্চ্চনা ক'রলে যে ফল লাভ হ'তো, এই কলিযুগে একাগ্রচিত্তে অহোরাত্র মাত্র ইষ্ট-সাধনে নিশ্চয়ই সেই ফল লাভ হয়; মহাপাপের অবতার হ'লেও কলি—এই জন্য সাধকের প্রশংসনীয়। হর হরি বা শক্তি-সাধনা ও নাম-সংকীর্ত্তন ভিন্ন জীবের নিস্তারের উপায় আর নাই, জ্ঞানলাভ না হ'লে মুক্তির আশাও অসম্ভব; সেইজন্য জ্ঞানদাতা শিবের অর্চ্চনাই মানবের কর্ত্তব্য, শিবপূজা-ফলে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হ'লে সহজেই মুক্তিলাভ হবে, অতএব শঙ্করের ধরায় আবির্ভাব বাঞ্ছনীয়; (মহাদেবের প্রতি) আশুতোষ! কিঙ্করের এক নিবেদন;—

মহাদেব। কহ দাসে নারায়ণ! করিয়া বিস্তার।

বিষ্ণু। ধরিয়া অনাদি লিঙ্গ তারেশ্বর নাম,
অবিলম্বে আবির্ভাব হও অবনীতে ;
ভক্তিভাবে সর্ব্বজনে পূজিবে তোমায়,
সকলে কঠিন রোগে পাইবে নিস্তার,
পাপিগণ পাপে মুক্ত হবে পূজাফলে,
ধরণীর ভার তবে হইবে লাঘব ;
এই ভক্ত সনাতন সেবিবে সতত,
সন্ন্যাসী মুকুন্দ নাম করিয়া ধারণ।
(সনাতন প্রতি) যাও বৎস সনাতন সাহপুর গ্রামে,
হরিহর গোপ তথা পরম ধার্ম্মিক,
পুত্ররূপে তার গৃহে হইয়া উদয়,
পূজিবে অনাদিলিঙ্গ তারক-ঈশ্বরে ;
মহিমা প্রচার করি পূজি নিরন্তর,
কার্য্য-অন্তে মম দেহে মিশিবে বাছনি।

পৃথিবী। বড়ই কাতরা পিতঃ তনয়া তোমার,
অবিলম্বে অবনীতে হও আবির্ভাব ;
দাসীর দারুণ ভার করহ মোচন,
"রাঢ়ে চ তারকেশ্বর" ঘোষুক সকলে।

মহাদেব। আক্ষেপ ক'রোনা আর মাতঃ বসুন্ধরে !
বিষ্ণুর আদেশে রাঢ়ে হব আবির্ভাব ;
হ'লেও দারুণ ক্লেশ হইবে সহিতে,

রাখালের হাতে যথা শালগ্রাম শিলা।

বিষ্ণু। অন্তরে যদিও ব্যথা পাইবে প্রথমে,
পরিণামে রাজপূজা করিয়া গ্রহণ—
সদানন্দে সদানন্দ কাটাইবে কাল
হর হরি অভেদাত্মা সকলেই জানে,
আমিও খেলিব ভবে ভবের সহিত,
তারকনাথের লীলা ঘোষিব ভূতলে।

সনাতন। সার্থক জীবন মম হ'লো এতদিনে,
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি যাব সাহপুর,
পূজিব তারকেশ্বরে সন্ন্যাসীর সাজে;
বনবাসে উপবাসে স্মরি কৃত্তিবাসে
অনুক্ষণ ধ্যান-জপে যাপিব জীবন;
(শবপ্রতি) এস তবে আশুতোষ! উপাস্য দেবতা!

(সনাতনের প্রস্থান)

বিষ্ণু। চল বৎস সনাতন! আমরাও যাব;
উদ্দেশ্য তারকেশ্বর-মাহাত্ম্য প্রকাশ,—
এস দেব শুভঙ্কর! রাঢ়দেশে যাই।
যাও পৃথ্বি! তব ভার হবে বিমোচন।

পৃথিবী। যে আজ্ঞা ঠাকুর।

মহাদেব। মঙ্গলময় হরির বাক্য পালনীয়;

সকলে একবার প্রাণভ'রে হরি হরি বল।

তবে এস ঠাকুর।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কৈলাস ধাম।

(সিংহাসনে দুর্গার বিমর্ষ ভাবে অবস্থিতি)

(পার্শ্বদ্বয়ে জয়া বিজয়া দণ্ডায়মানা)।

জয়া। মা, আজ তোমার বদনকমল মলিন কেন? ও মুখশশী তো কখনো মেঘাবৃত হয় নাই? সুরঞ্জিত অধরে যে হাসি নাই! ত্রিনয়নার ত্রিনয়ন হ'তে জলধারা নির্গত হবার উপক্রম হয়েছে? এমন কেন হ'লে মা? কোন ভক্ত কি যাতনা পেয়ে মা মা ব'লে ডাক্‌ছে? না ঠাকুর, রাগান্বিত হ'য়ে কঠিন কথা ব'লেছেন? ওরূপ বিমর্ষভাব দেখে প্রাণ যে আমার ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো মা! বিষাদের কারণ কি শীঘ্র বল।

বিজয়া। জয়া, সত্যই মা'র মুখশশী রাহুতে গ্রাস ক'রেছে, তুই বেশ ঠাউরেছিস্; ওরূপ বিমর্ষভাবতো কখনো দেখি নাই,

কোন ভক্তের বিপদ্ হ'লে মার ওরূপ ভাব হবে কেন? তখনি অভয়দায়িনী অভয়ার কৃপায় ভক্ত নিরাপদ্ হ'তো, কৈ এতো সেরূপ ভাব দেখছিনে, তবে বোধ হয় ঠাকুরই রাগভরে কঠিন কথা ব'লেছেন। (দুর্গার প্রতি) ওমা কাত্যায়নি! আজ তোমার বিষণ্ণ ভাব কেন? গণ্ডে হাত দিয়ে কি চিন্তা ক'রছো মা, অন্য দিন আমাদের কাছে সবইতো ব'লতে, কত আনন্দ ক'রতে, আজ প্রসন্নময়ীর বিষণ্ণভাব দেখে প্রাণ যে কেমন ক'রছে যে বদন অনুক্ষণ হাসিপূর্ণ থাক্‌তো, সেই বদন কালিমা আবৃত! কি হ'য়েছে মা শীঘ্র বল।

দুর্গা। বিজয়ে! আজ হ'তে তোর শিব-পরিচর্য্যা ফুরুলো; (স্বগতঃ) আহা, বাছা আমার প্রতিদিনই সিদ্ধি বেটে সিদ্ধেশ্বরকে প্রদান করে, পাগল আবার ওর প্রতি বড় সন্তুষ্ট, সিদ্ধির প্রসাদটুকু আগে বিজয়াকে না দিলে তাঁর মনঃপূত হয় না, সেই সিদ্ধেশ্বর আজ সাধের কৈলাস ত্যাগ ক'রে রাঢ়ে আবির্ভাব হবেন, কৈলাসেশ্বর কৈলাসে না থাক্‌লে কৈলাস শূন্যময় হবে, তাহ'লে শিবশূন্য কৈলাসে বাস করবার প্রয়োজন কি?

বিজয়া। মা—শঙ্করি, বাবার কি হ'য়েছে, যে তাঁর পরিচর্য্যা ক'রতে পাব না, হাঁ মা! নীলকণ্ঠ কি বিষ পান ক'রে আবার অচৈতন্য হ'য়েছেন? আমরা জানি তিনি মৃত্যুঞ্জয়,

মৃত্যুকে জয় ক'রে মৃত্যুঞ্জয় নাম ধারণ ক'রেছেন, তিনি অজর, অমর, স্বয়ং কৃতান্তেরও দণ্ডদাতা; আমরাও তো তাঁর চিরসেবিকা, তবে আমাদের শিব-পরিচর্য্যা ফুরুবে কেন মা?

জয়া। কি বল্‌লি দিদি, আমরা শিব-পরিচর্য্যা কর্‌তে পাব না? বলিস্ কি! জয়া বিজয়া চিরদিনই হরপার্ব্বতীর যুগল চরণের সেবিকা, তুই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু আশঙ্কা ক'রে মিছে গোল ক'রছিস্, বোধ হয় মায়ের কথা বুঝতে পারিস্‌নি; (দুর্গার প্রতি) হ্যাঁ মা হৈমবতি! বাবার কি হ'য়েছে গা? তাঁর জন্যই কি তুমি বিমর্ষ? তিনি আমাদের ছেড়ে কি কোথাও যাবেন? সত্য ব'লে আমাদের মনোসন্ধ দূর কর।

দুর্গা। অমৃতভাষিণি জয়ে, তুই যা অনুমান করেছিস্ তাই সত্য, আশুতোষ আমাদের ত্যাগ ক'রে ধরাতলে গমন ক'রবেন। শীঘ্রই আমরা হর-হারা হব, হর-শূন্য কৈলাসে কেমন ক'রে কাল হরণ ক'রবো, তাই ভাবছি বাছা! ধরার পাপভার নাশ ক'র্‌বার জন্য ধরাপতির আদেশে পশুপতি সম্প্রতি বসুমতীতে অবতীর্ণ হ'য়ে লীলাবতী-সনে একাসনে ফুল্লমনে কালযাপন করবেন, স্বপ্নবৎ এই ঘটনা হৃদয়ে উদয়হওয়ায় বড় যাতনা পাচ্ছি, তাই আমার বিষণ্ণ ভাব দেখ্‌ছিস।

(গীত)

আমার তাই বিষণ্ণ।
জানিলাম অন্তরে বাছা কৈলাস হবে শিবশূন্য।
ধরণী ভার হরিতে, রাঢ়দেশে বিহরিতে
তারকেশ্বর নামে ত্বরিতে হবেন ভব অবতীর্ণ।
ধরা কাতরা পাপ-ভারে, তাহে পদাঘাত করে
কলি দুরাচার,—
আদেশিল হরে হরি, নিজধাম পরিহরি,
চল সবে ধরায় বিহরি, উদ্ধার করি বিপন্ন।

বিজয়া। সে কি মা, এই সামান্য কারণের জন্য চিন্তা ক'রছো? চিন্তা ত্যাগ কর, ভোলানাথ কি তোমায় চক্ষের অন্তরাল কর্‌তে পারেন? বল্‌ছো লীলাবতীর সঙ্গে পরম সুখে কালযাপন কর্‌বেন, হ্যাঁমা হৈমবতি, সে লীলাবতী যে তোমারি রূপান্তর, তবে সপত্নী-হিংসা কেন?
মাগো হর-পার্ব্বতীর যুগল-মূর্ত্তি কবে কৈলাস ছাড়া? শিবশূন্য কৈলাস কি কখনো সম্ভব? তাই যদি ঘটে, আমরা সবাই বাবার সঙ্গে যাব, তাতে কি তিনি অসম্মত হবেন? বুঝেছি তুমি আমাদের সঙ্গে চাতুরী ক'রছো।

দুর্গা। চাতুরী আবার কিসে দেখ্‌লি বাছা?

(নন্দির প্রবেশ)

নন্দি। চাতুর্য্যময়ী স্বভাব যাঁর,

হয় কি সে ভাব পরিহার ?
হ'য়ে নিত্য সহচরী—
তোরাও রৈলি ধাঁধাঁয় পড়ি ?
নাহি তবে সাধ্য কার,
ছল চাতুরী বুঝতে মা'র;
ভেবে ভেবে সারা হ'লেম,
সার তত্ত্ব কৈ পেলেম ?
নন্দির পক্ষে বুঝা ভার,
সদাই হেরি অন্ধকার।

দুর্গা। কেও নন্দি ? এস বাপ এস কি ব'ল্‌ছিলে বৎস !

নন্দি। বাক্যনের অগোচর শ্যামা,
বল্‌বার কথা কি আছে মা,
দাসের সম্বল নাহি আর,
একমাত্র ঐ চরণ সার,
সংশয় তবু বদ্ধমূল,
আলো আঁধারে প্রাণাকুল,
শক্ত হয় আল্‌গা বাঁধন,
বুঝ্‌তে নারি প্রভাব কেমন;
তাই মা কাঁদি অনিবার,
ভ্রম ঘুচ্‌বে কবে গো আর।

দুর্গা। কেন বৎস, তোমার ওরূপ আক্ষেপের কারণ কি।

নন্দি। কার্য্য কারণ নাই মা জ্ঞান,
ঐ যুগল পদ সদাই ধ্যান।
এম্নি মা তোর মায়ার জোর,
কিছুতে কাটেনা ঘোর।

জয়া। নন্দি দাদা, তুমি বেশ ব'লেছ, বিশ্ববাসী সকলেই ঐ মহামায়ার মায়ায় মুগ্ধ; এপর্য্যন্ত আমরাও ওঁর ছল খেলা বুঝতে পারলেম না, স্বয়ং পশুপতিও মধ্যে মধ্যে ঐ মহামায়ার মায়ায় আকৃষ্ট হ'ন, আমরা তো কোন্ ছার।

নন্দি। মহামায়ার হ'লে দয়া,
মায়ার ফাঁস কি থাকে জয়া?
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে।
সেই মহামায়া প্রসন্না হ'লে বরদায়নী ও মুক্তির হেতু ভূতা হ'ন।

দুর্গা। বাছা আমার আশুতোষের কাছে থেকে বেশ জ্ঞান লাভ ক'রেছে।

নন্দি। জ্ঞান লাভ তো কৃপা তোমার,
ঘট্‌বে কি মা ভাগ্যে আর।
কৃপা করি দাও জ্ঞান,
হৃদয়-পদ্মে করি ধ্যান।

দুর্গা। তোমাকে অদেয় কি আছে বৎস! কার্ত্তিক গণেশ

হ'তেও তোমায় ভাল বাসি, তোমার বাসনা কি বল,
এখনি পূর্ণ করি।

নন্দি। বাসনা মা অন্য নাই,
ঐ পদে যেন পাই ঠাঞি।
আর কিছু চাই না তারা,
ক'রোনাক চরণ ছাড়া।

দুর্গা। পুত্রাধিক স্নেহনেত্রে নেহারি বাছনি!
অদেয়তো প্রাণাধিক নাহি কিছু আর।
সালোক্য সামীপ্য সাষ্টি সাযুজ্য মুকতি
যাহা ইচ্ছা যথাকালে পুরিবে নিশ্চয়।

নন্দি। মুক্তিদাত্রী মাতা যার,
কি অভাব আছে তার;
নন্দি তুই ধন্য হলি,
নেনা মার পদধূলি। (দুর্গাপদে পতিত)

দুর্গা। ধরা হ'তে প্রাণাধিক উঠ নন্দিকেশ!
মনোবাঞ্ছা বাছাধন পূর্ণ হবে তোর।

নন্দি। ব্রহ্মময়ী সদয়া যায়,
ত্রিলোকে সে ডরে কায়?
পিতা মাতা দয়ার সাগর,
পদ দিতে নহেন কাতর।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। শঙ্করি! বিদায় দাও শঙ্করে তোমার!
বিষ্ণুর আদেশে আমি যাব ধরাধাম,
পাপী-পাপে পূর্ণ ধরা বড়ই কাতরা,
পাপ হরি সেই ভার করিব লাঘব;
তারক-ঈশ্বর নাম হইবে প্রচার,
তেকারণ ত্বরান্বিতে যাব অবনীতে।

গীত।

যাব আমি অবনীতে। শুন হে শিববনিতে!
দহে প্রাণ দুঃখ-অগ্নিতে, ধরা কাতর ধ্বনিতে।
পৃথিবী চক্র-পাণিতে, কহেন স্তুতি-বাণীতে,
যাও হে ভব ত্বরান্বিতে, তারকনাথ নাম কিনিতে।
পাপী যত ধরণীতে, ভজে যদি পাই জানিতে,
নাশি পাপ কৃপাশনিতে, লব চরণ-তরণীতে।

দুর্গা। কোন্ দুঃখে আশুতোষ! কিবা অভিমানে—
দারাসুত পরিবার কৈলাসের প্রজা,
সকল ত্যজিয়া ভবে হইবে উদয়?
ভিক্ষায় যাইতে যদি অসমর্থ হও,
বল গুহ, গজাননে কিম্বা নন্দিকেশে—
ভিক্ষা করি সংকুলিবে সংসার তোমার;
অথবা ভিক্ষায় নিজে যাব তব হেতু,

বৃদ্ধ তুমি খাও বসি কৈলাস আবাশে।
অভাগিণী একে আমি জনক অচল,
ভাগ্যগুণে বৃদ্ধ পতি বিধির লিখন!
অতি দুঃখে অতি ক্লেশে কাটিল জনম।
বিরূপাক্ষ তুমি হায় এতেও বিরূপ?
তবে আর কিবা ফল জীবন ধারণে?
পাষাণ হৃদয় পিতা না দেখি না শুনি,
দরিদ্র বৃদ্ধের করে সঁপিল আমায়!
মুষ্টিমেয় অন্ন নাই নিরন্ন সংসার,
ক্ষুধার সময় কিন্তু কত তোষামোদ।

মহাদেব। এখন আক্ষেপ বৃথা করিছ শঙ্করি?
শঙ্করের একমাত্র তুমিই ভরসা;
নেশাখোর বৃদ্ধ ক্ষেপা জানিয়া শুনিয়া,
স্ব-ইচ্ছায় বরিয়াছ সতি পতিব্রতে?
তবে দেবি অকারণে কেন হা হুতাশ?
বারাণসীধামে তুমি অন্নপূর্ণারূপে—
অন্ন দিয়ে ভিক্ষুকের রেখেছ জীবন।
উপবাসী কেবা রয় তোমার কৃপায়?
আশ্চর্য্য অন্নদে এবে অন্নাভাব তব।

দুর্গা। জীবন ধারণ যার পত্নীর অন্নেতে,
হয় না কি লজ্জা তার পরিচয় দিতে?

মহাদেব। লজ্জা, মান, অপমান সমান আমার।

দুর্গা। মরণ মঙ্গল তার স্বামী দীন যার।

মহাদেব। সতীস্কন্ধে বেড়াইবে পাগল আবার?

তোমা বিনে শ্রী সম্পদ্ কি আছে আমার!

পুরাণে বর্ণিত আর সর্ব্বত্র প্রচার—

শিবোপরি পদ রাখি নৃত্য কালিকার।

দুর্গা। এখনো বুঝি পাগল ভোলার সিদ্ধি ভাঙ্গের ঘোর কাটেনি, "শিবোপরি পদ রাখি নৃত্য কালিকার" এ কথার তাৎপর্য্য অন্তর্য্যামীর কি এখনো অন্তরের বহির্ভূত? শিব শব্দের অর্থ মঙ্গল, সেই মঙ্গল আমার পদে সর্ব্বদাই বিরাজিত; ভক্তগণ সেই শান্তিপ্রদ-পদ আরাধনা ক'রলেই সর্ব্বমঙ্গল লাভ করে; সাধকগণ মঙ্গল লাভে পূর্ণকাম হবে ব'লেই মঙ্গল আমার পদে আশ্রয় নিয়েছে। অন্যপক্ষে, দেবাসুর-সংগ্রামে নির্জ্জিত অমরগণের পরিত্রাণ জন্য আমি অষ্টশক্তি-সম্পন্না ও অষ্টনায়িকা-পরিবৃতা হ'য়ে ভয়ঙ্করীবেশে এলোকেশে, করাল-বদন বিস্তার ক'রে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ করে অসুরবংশ ধ্বংস ক'রেছিলাম, পদভরে বসুন্ধরা কম্পান্বিতা; রণোন্মাদিনী সেই কালিকা-মূর্ত্তির রণ-পিপাসার শান্তি না হওয়ায় ভয়-বিহ্বল দেবগণ শান্তিস্থাপনার্থে মহাকাল ভৈরবকে শিবরূপে আমার পদতলে অবস্থান ক'রতে

অনুরোধ করেন, সেই কুসংস্কার-বশে সকলেরি ধারণা ;—
"শিবোপরি পদ রাখি নৃত্য কালিকার" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
তা নয়—

পতিধ্যান পতিজ্ঞান পতিপদ সার,
পতিবক্ষে পদ দিতে কি সাধ্য আমার।

মহাদেব। পদ দিতে শক্তি আছে ব'লেই দাও।

নন্দি। আবার কলহ ক'রে, ডুবাও কেন অন্ধকারে?
সবে রাঢ়ে চল যাই, ঝগড়াতে ফল নাই।

জয়া। নন্দি দাদা বেশ বলেছে, হ্যাঁমা নিস্তারিণি!
চল আমরা সবাই ধরাতলে যাই।

দুর্গা। অরে পাগলি মেয়ে জয়ি! তোদের সিদ্ধেশ্বর কি সঙ্গে
নেবেন?

জয়া। কেন নেবেন না।

দুর্গা। জিজ্ঞাসা কর দেখি।

জয়া। বাবা বৃষধ্বজ! তোমার সঙ্গে মা আমাদের যেতে
চাচ্ছেন, কোন বাধা আছে কি?

মহাদেব। বাধা না থাক্‌লেও পার্ব্বতীর গমন সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত
ব'লে বোধ করছিলে।

দুর্গা। শুন্‌লি বাছা? লীলাবতীর সঙ্গে নূতন মিলন? হৈমবতী
গেলে তাতো হবে না, তাই অসম্মত।

জয়া। তবে উপায় কি মা?

দুর্গা। চিন্তা কি জয়া। আমরাও ধরায় যাব, মহাত্মা পাণ্ডুকুমার অর্জ্জুন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র নাম ধারণ ক'রেছে, বাছা আমার সর্ব্বদা সর্ব্বমঙ্গলার আরাধনায় প্রবৃত্ত; আমিও অঙ্গীকার করেছি; তোমার মন্দিরে সর্ব্বমঙ্গলা নাম ধারণ ক'রে, অচলা হ'য়ে থাকবো, এখন সেই কাল সমাগত, ভব-যাত্রা কালে ভবানীরও শুভযাত্রা হবে।

জয়া। } তবে মা, জয়া বিজয়ার উপায়?
বিজয়া }

দুর্গা। তোরা চিরদিনই শঙ্করী-সঙ্গিনী, এ দুর্গা জয়া বিজয়া ছাড়া কোথাও যায় না, তোদের সঙ্গে নিয়েই বর্দ্ধমান যাত্রা ক'রবো।

মহাদেব। পার্ব্বতি! প্রসন্নমনে বিদায় দাও, মর্ত্তে গিয়ে ক্রীড়া ক'রে আসি, ভবের খেলা শেষ হ'লে ভব আবার ভবানীর সঙ্গে মিলিত হবে।

দুর্গা। কৈলাশনাথ যখন কৈলাস শূন্যময় ক'রে চ'ললেন, তখন তাঁর দাসীও বর্দ্ধমান রাজভবনে যাবার জন্য বিদায় প্রার্থনা ক'রছে, প্রসন্নমনে বিদায় দাও।

মহাদেব। (স্বগতঃ) তবেতো মহাবিপদ্! সর্ব্বমঙ্গলা যদি বর্দ্ধমানেশ্বর কীর্ত্তিচন্দ্র ভবনে অবস্থিতি করেন, তাহ'লে

প্রাণাধিক ভারামল্লরাজের তো মহাবিপদ্ দেখ্ছি! যাই হ'ক বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, যা হবার তাই হবে, আমার চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। রাঢ়ে অনাদিলিঙ্গ তারকেশ্বর পূজার জন্য ভক্ত সনাতন সাহপুরে হরিহর গোপের গৃহে মুকুন্দ নামে জন্মগ্রহণ ক'রেছে, দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি ক'রে অগ্রে তার ভক্তি পরীক্ষা পূর্ব্বক বাধা বিঘ্ন অপনয়ন—কপিলার দুগ্ধপান—উলুবনে রাখালসনে বিনোদ খেলা;—তারপর রামনগরেশ্বর ভারামল্ল কর্ত্তৃক প্রত্যহ যোড়শোপচার পূজা গ্রহণ ক'রবো, এখন এস নন্দি! তুমিই শঙ্করের একমাত্র সম্বল, চল ধরাতলে যাই।

নন্দি। যে আজ্ঞা চলুন;—

যাওয়া আসা পণ্ডশ্রম,
ঘুচ্লোনাতো মতিভ্রম।

(দুর্গার প্রতি) তবে, আসি মা!

(নন্দি ও শিবের প্রস্থান)।

দুর্গা। চল বৎস! আমরাও যাব ঐ পথে,
আয় বাছা জয়া, বিজয়া সঙ্গিনী,
শুভযাত্রা করি, শিবপদ স্মরি,
বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।

(সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় অঙ্ক।

মুকুন্দ ঘোষের বহির্ব্বাটি।

মুকুন্দের প্রবেশ।

মুকুন্দ। (স্বগতঃ) দুর্ভিক্ষ রাহু করালবদন বিস্তার ক'রে সমস্তই গ্রাস ক'রলে। বর্ষা বিগত হ'লো, এখনো বারিবর্ষণ হ'লোনা, তপনদেব যেন সংহারমূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন। চতুর্দ্দিকে কেবল হাহাকার ধ্বনি ভিন্ন কিছুই শুনা যাচ্ছে না। যাদের গৃহ শস্যপূর্ণ ছিল, তাদেরও ভাণ্ডার শূন্যময়। দৈববিড়ম্বনায়—কি কারো কুহক মন্ত্রপ্রভাবে নাজানি এমন সর্ব্বনাশের আগুন জ্বলে উঠ্‌লো! গোপের গৃহ—কত পয়স্বিনী গাভী দুগ্ধদানে অসংখ্য লোকের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর ক'রতো, তৃণশূন্য হওয়ায় খাদ্যের অভাবে সেই সকল গাভী কোথায় অন্তর্ধান হ'লো! সংসারে এমন আহার্য্য কিছু নাই যে, তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, পাপ উদরের জ্বালা যে বড় যন্ত্রণাদায়ক, প্রাণাধিক পুত্র বসন্তকুমার ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হ'য়ে "বাবা কিছু খেতে দাও" ব'লে কাছে এলে তাকে কি ব'ল্‌বো? কেমন করে তার ক্ষুধা নিবারণ ক'রবো? পতিব্রতা জয়াবতী কয়দিন হ'তে জীবন-পানে জীবন

রক্ষা ক'রছে, ভিক্ষা করে যা কিছু পেয়েছিল তাই দিয়ে বৎসের প্রাণ রক্ষা ক'রেছে, আর তো রক্ষা হয় না, সেই অভাগিনী জলপান করে আর কদিন বাঁচবে? ওহো হো! দুর্ভিক্ষের উৎপীড়নে স্নেহ মমতাও অন্তর্হিত! হায়রে! ব'লতেও বুক ফেটে যায়, পুত্রের জননী হ'য়ে কোথা ক্ষুধাতুর সন্তানের ক্ষুধা দূর ক'রবে—তা না হ'য়ে পিশাচী নিজেই ছেলের খাবার কেড়ে খাচ্ছে। কেউ বা খাদ্যের অভাবে বৃক্ষপত্র ভোজন ক'রছে। হায় হায়! এই দণ্ডে আমার মৃত্যু হ'লে সকল যাতনার শান্তি হয়, তাহ'লে ক্ষুধাপীড়িত পুত্রের কাতর ক্রন্দন আর পাপ চক্ষে দেখ্‌তে হয় না, হা ভগবান! এই ক'রলে দয়াময়! দীননাথ! এই দরিদ্র মুকুন্দ দুর্ভিক্ষের দারুণ দহনে সপরিবারে আজ যদি কালগ্রাসে পতিত হয়, তবে তোমার দুঃখবারণ নাম ভবে আর কে লবে প্রভু!

গীত।

আর কে লবে, এ ভবে, দুখঃবারণ নাম।
ঘোষিবে দুর্নাম, করিহে প্রণাম,—
হর দুঃখ দুঃখহারি, জঠর জ্বালা সৈতে নারি,
(তুমি রক্ষাকর্ত্তা সবে বলে, তবে নাশ কেন ক্ষুধানলে)
অনাহারে শিশু মরে কাঁদি অবিরাম।
দয়ার সাগর তুমি বিদিত ভুবন, মরুভূমি মম ভাগ্যে

হ'লে তবে কি কারণ, শুনেছি হে ভবতারণ,
ত্বন্নামে হয় ক্ষুধাবারণ, (জীবের ভব-ক্ষুধা যায় যে নামে,
লভে পরম সুধা পরিণামে) তোমার নামের গুণ যে
অসাধারণ, দাসে কেন বাম।
খাদ্যাভাবে বৃক্ষপত্র হ'লো সার,
গ্রাসিল দুর্ভিক্ষ রাহু, চারিদিকে হাহাকার,
হায়রে একি ভীষণ ব্যাপার, স্নেহ মায়া কারো নাই আর
(মায়ে কেড়ে খায় সন্তানের খাবার,
মরে ক্ষুধার জ্বালায় পুত্র যে তার)
মানবে রাক্ষসের আচার এই কি পরিণাম!

(জয়াবতীর প্রবেশ)

জয়াবতী। (আসিতে আসিতে) দুধের বাছার জীবনরক্ষার জন্য প্রতি গ্রামের প্রতি গৃহে ফিরলেম, কণামাত্র অন্নও পাওয়া গেল না, সকলেই যেন রাক্ষসের মত আমায় গ্রাস ক'রতে উদ্যত? দুরদৃষ্টক্রমে এ দুর্ভাগিণীর ভাগ্যে তাতো ঘট্‌লো না! পোড়া প্রাণ যে গেলে সকল যাতনার শান্তি হয়, তাতো হ'চ্ছে না; দুটি অন্নের জন্য সকলেই কাতর; কেবল হা অন্ন, হা অন্ন কথা বৈ কারো মুখে আর কোন শব্দ নাই! হতাশ হ'য়ে ফিরে এলেম গো, হতাশ হ'য়ে ফিরে এলেম, কিছুই পেলাম না, আর

দেখ্‌ছো কি গোপরাজ! সব গেল! সব গেল! সব ছারখার হ'লো! চারিদিকেই কালানল ধূ ধূ ক'রে জ্ব'ল্‌ছে! আর রক্ষা হয় না! হায়রে প্রাণাধিক বসন্ত আমার, এতক্ষণ ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হ'য়ে ধূলায় প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। গোপেশ্বর তুমি গৃহে যাও, বাছার ক্ষুধাশান্তির উপায় দেখগে, হায় হায়! আমিও যে আর দাঁড়াতে পারছিনে, কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে আস্‌ছে, কথা কবার ক্ষমতাও আর নাই, ওহো হো প্রাণ যায়, মলেম।

(পতন ও মূর্চ্ছা)।

মুকুন্দ। পতিব্রতে জয়াবতি! দুর্ভিক্ষসম্ভূত কালাগ্নির ভীষণ জ্বালা আর সহ্য ক'রতে পারলে না? সেই জন্যই জননী অনন্তার অনন্তবক্ষে সুখে বিরাম লাভ ক'রছো? মা'র কোলে গিয়ে শান্তি পেয়েছ কি? হা ভাগ্যবতি! তবে আমায় ত্যাগ ক'রে গেলে কেন? এ হতভাগ্যকে পরিত্যাগ কর্‌তে তোমার মত মমতাময়ীর একটুও কি মমতা হ'লো না? আমিও যে তোমার মত দুরবস্থাপন্ন, তবে ছারজীবনে ফল কি, দীর্ঘকাল অনশনে কতক্ষণ প্রাণ বাঁচবে? (উদ্দেশ্যে) ও বাপ বসন্তকুমার! একাকী গৃহমধ্যে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছ বাপ? এখানে এস, তোমার জননী জলাভাবে জীবন ত্যাগ ক'রেছে এসে দেখ, তুমি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হ'য়েছ দেখে

অভাগিনী এক মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য প্রতি গৃহের দ্বারে দ্বারে ফিরেছে, দুঃখিনীর প্রতি কারো দয়া হয় নাই, দারুণ দুর্ভিক্ষ-দহনে দয়া, ধর্ম্ম, লজ্জা সমস্তই অন্তর্হিত হয়েছে ; (সচকিতে) তাই তো, প্রাণাধিক বসন্তকে এত ডাকলেম, বৎসতো এল না ? ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে কোথা গেল নাকি ? (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে জীবনাধিক বসন্তকুমার ! কোথা গেলি বাপ ! একবার আয়, তোর অদর্শনে আমার বুকের ভিতর যেন কেমন ক'রছে, প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, বক্ষের অস্থি একখানি বোধ হয় ভেঙ্গে গেল ? তারি কি এত যন্ত্রণা ? একি হ'লো ! কে যেন আমার কর্ণ-কুহরে ব'ললে,—"তোর বসন্ত বেঁচে নাই" সত্য কি ? না, না, না, মিথ্যা কথা ? পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের মৃত্যু ? তা কি কখনো সম্ভব ? হা ভগবান্ ! তবে পুত্র দিয়েছ কেন ? ও- প্রাণ ! আর কি সুখে দেহে আছিস্ ! অবিলম্বে বহির্গত হ' । (পতন ও মূর্চ্ছা)

জয়াবতী। (সংজ্ঞা-প্রাপ্তে)

স্বপ্নঘোরে অকস্মাৎ কি দেখিনু আমি ?
বুকের মাণিক মম প্রাণের পুতলি
বসন্তকুমার যেন হারায়েছে প্রাণ ?
কাতরে জুড়িয়া কর জল চায় মোরে !
তবে কি জীবনাধিক সত্য বেঁচে নাই ?

না, না, আছে, মিথ্যা সব স্বপন ঘটনা ;
কিছু খাবে ব'লে বাছা গিয়েছি আনিতে—
এরি মধ্যে পুড়ে যাবে এ পোড়া কপাল ?
ডুবিবে বসন্তচাঁদ হৃদাকাশ হ'তে
একবারো ভাবি নাই মুহূর্ত্তের তরে।
বহু যত্নে বিহঙ্গিনী শাবকে তাহার
হৃদয়-কোটরে রাখি পালিল যতনে
সহসা নির্দ্দয় যম ব্যাধরূপে পশি—
অকালে লইবে কাড়ি হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি
একবারো করি নাই মনেতে কল্পনা !
হা-হা-প্রলাপ-প্রলাপ-বিফল বিলাপ ?
বলিহারি স্বপনের আশ্চর্য্য প্রভাব !
দরিদ্র ভিখারী শুয়ে পর্ণের কুটীরে
স্বপ্নযোগে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা।
সপ্তদ্বীপেশ্বর পুনঃ স্বপ্নের কুহকে ?
সাজিয়াছে যেন দীন পথের ভিখারী ?
না হয় বিশ্বাস কভু স্বপনের কথা ;
কিন্তু কেন অকস্মাৎ কাঁদিছে অন্তর !
ছট্‌ফট্‌ করিতেছে নিয়ত পরাণ !
ছিঁড়ে গেল একমাত্র হৃদয়ের তার,
যে তারে জড়িত ছিল ফণিনীর মণি !

নিশ্চয় অশনি ওহো হানি মম শিরে—
কাড়িল অকালে কাল নিদয়-হৃদয় ;
বসন্তকুমার ! ওরে হৃদয়-রতন !
এস বাপ দুঃখিনীর কোলে একবার,
মা মা বুলি বহুক্ষণ শুনিনি তোমার !
বাছাধন ! কেন ভুলে আছ জননীরে ?
হায়রে ! স্মরিলে হিয়া বিদরে শতধা !
খাদ্যাভাবে দুঃখিনীর মরিল সন্তান ?
মরিলেও ভুলিব না এ দুঃখ যে কভু !
রাক্ষসী পিশাচী আমি কাল-ভুজঙ্গিনী,
প্রাণ-পুত্রে অকাতরে গ্রাসিনু অকালে।
কতই কঠোর পাপ ক'রেছি সঞ্চয়,
সেই পাপে পুত্র মোর ত্যজিল জীবন ;
কিবা ফল তবে আর জীবন ধারণে,
অবিলম্বে অপঘাতে মরিব নিশ্চয়।

(ফিরিয়া) একি পুনঃ কেবা শুয়ে ধরনী উপর ?
গোপেশ্বর ! মহানিদ্রা অভিভূত তুমি ?
আর আমি অভাগিনী এখনো জীবিতা ?
হা জীবন ! কি কারণ পুনঃ এলি দেহে ?
মূর্চ্ছায় মরণ তোর হইল না কেন ?
ওহো বুক জ্ব'লে গেল বড়ই যাতনা।

কেবা আছ জল দাও, ওহো প্রাণ যায়।

(পতন মূর্চ্ছা)।

(মৃত বসন্ত স্কন্ধে ভিখারীবেশে নন্দির প্রবেশ)

নন্দি। খেলিবার সহচর প্রভুর আমার,
অনাহারে অকালেতে হারায়েছে প্রাণ ?
শঙ্কর কৃপায় যদি বাঁচে এ বালক,
ফিরি তাই স্কন্ধে ল'য়ে ভক্ত শব দেহ ;
মুকুন্দ গোপেশ তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়,
কালবশে মরে হায় তাহার কুমার ?
আরে কাল দুরাচার কোথা বাস তব ?
চেননা কালের কাল সেই মহাকালে ?
তাঁর ভক্ত পুত্র প্রাণ হরিতে অকালে—
হ'লো নাকি হৃদয়েতে ভয়ের সঞ্চার ?
বড়ই নির্ম্মম তুই নির্দ্দয়ের শেষ ?
হইলে উদয় মনে তোর আচরণ—
শতধা বিদীর্ণ হয় পাষাণ হৃদয় ;
কত নববধূগণ অত্যাচারে তোর ?
বৈধব্য-অনলে বাল্যে দহিছে নিয়ত।
অভাগিনী জননীর অঞ্চলের নিধি,
একমাত্র পুত্রধন জলপিণ্ডস্থল,

দুঃখের সংসারে যার চাঁদ মুখ হেরি—
গৃহে বসি স্বর্গসুখ ভাবিত দুঃখিনী,
রে নিঠুর ক্রূর কাল জীব-নিসূদন?
তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় তার বক্ষ ভেদি,
বুকের অমূল্য মণি হরিতে অকালে—
হ'লোনাকি হৃদে তব করুণা-সঞ্চার?
জননীর কোল হ'তে দুগ্ধপোষ্য শিশু—
কেড়ে নিতে প্রাণ কিরে কাঁদেনা বর্ব্বর?
কিন্তু কাল! যদি চাও আপন মঙ্গল
এই বেলা বসন্তেরে দাও বাঁচাইয়া;
নতুবা কালের নাম লোপ হবে আজ,
শিবদাস নন্দি-করে নাহি পরিত্রাণ।
এখনি ত্রিশূলে তোরে চূর্ণ চূর্ণ করি,
জগতের উপকার করিব সাধন।
(চমকিয়া) সম্মুখে আবার একি? যুগ্ম শবপ্রায়?
লভিছে বিরাম? কা'রা ধরণী উপর?
ওহো, আর কি সংশয় পেরেছি বুঝিতে,
বসন্তের পিতা মাতা বসন্ত অভাবে
সংজ্ঞাহীন অচৈতন্য ধূলি ধূসরিত।

(বসন্তকে ভূমে রক্ষা, জয়াবতী ও মুকুন্দের নাসিকায় হস্তার্পণ)

একি হলো? এদেরো যে শ্বাসরুদ্ধ হেরি!

কিছুমাত্র নাহি পড়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস !
এই মাত্র বুঝি হায় ত্যজেছে জীবন।
ভাসিয়াছে ধরাতল নয়নের জলে—
বহে অশ্রু শ্রাবণের বারিধারা প্রায় ;
পুত্রশোক শক্তিশেল পশিয়া হৃদয়ে—
ম'রেছে নিশ্চয় এই গোপ-গোপাঙ্গনা।

(সুধাপাত্র হস্তে বালকবেশে বিষ্ণু ও শিবের প্রবেশ)

গীত

উঠ গোপসুত, পিওরে অমৃত, ধূলিধূসরিত কেনরে।
মেলরে নয়ন, কর দরশন, আমরা কে এসেছিরে।
সুধা খাও ভাই—আর ভয় নাই—
মৃতসঞ্জীবনী পরশি এখনি মৃতদেহে লভ প্রাণ,
খাইলে এ সুধা মিটে ভবক্ষুধা দ্বিধা ঘুচে পায় ত্রাণ,
তোদের সনে উলুবনে, খেলিব পুলক মনে,
অকাল মরণ হলো নিবারণ, নবজীবন তাই পেলিরে।

নন্দি। এতক্ষণে চিন্তা দূর হইল আমার ;
চিন্তাহারী হরহরি ধরি শিশুরূপ—
সুধা করে হাসি হাসি আসিয়া উদয় ;
নিশ্চয় জীবন পাবে গোপশিশু এবে।
ভক্তাধীন ! ভক্ততরে কেঁদেছে কি প্রাণ ?
তাই বুঝি সুধা ল'য়ে শুভ আগমন !

মরণ বারণ তুমি সুধায় কি ফল ?
তোমার চরণ রজঃ মৃতসঞ্জীবনী।
যে পায় উদ্ভব গঙ্গা পতিতপাবনী—
সামান্য কাষ্ঠের নৌকা হ'য়েছে কাঞ্চন—
প্রস্তরে রমণী হয় যেই পদরজে—
সেই পদরজে প্রাণ পাবেনা কি শিশু ?
কৃপা করি দাও দেব ভক্তে পদধূলি,
আমিও কৃতার্থ হই ধূলা মাখি গায়।
(নিজে রজঃগ্রহণ ও বসন্তবক্ষে প্রদান)
প্রাণাধিক গোপশিশু মুকুন্দকুমার !
এতক্ষণে ঘুম কিরে ভেঙ্গেছে তোমার ?
যে ঘুমে ঘুমালে লোকে জাগেনা কখনো—
শরীরের ধ্বংস হয় যে কালনিদ্রায়,
সে মহানিদ্রার ঘোর কেটেছে কি তব ?
ধন্য হরি তব লীলা মরণ-বারণ ?

বিষ্ণু। মুকুন্দ প্রাণের ভক্ত শিবভক্ত হ'য়ে,
শিবার্চ্চনে সুনিশ্চয় যাপিবে জীবন।

নন্দি। নন্দগোপসুত তুমি সদা শিবধ্যান ;
গোপকুলে মুকুন্দও হ'য়েছে উদ্ভব,
তাই কি উহারে প্রভু শিবভক্ত জ্ঞান ?
এ যেন তোমার হরি ! তোষামোদ কথা।

শিব। সাবধান, বাচালতা কর পরিহার,
হরি-বাক্য অন্যথা কি হ'য়েছে কখনো?
প্রিয়ভক্ত সনাতন সংসার-বিরাগী—
পূজিতে অনাদি-লিঙ্গ তারক-ঈশ্বরে—
উদ্ভব গোপের কুলে মুকুন্দ আমার;
হরি-বাক্যে হরে সেবি লভিবে নির্ব্বাণ।
বিষ্ণু অংশে মহাত্মার যথার্থ জনম;
মুকুন্দ শব্দার্থ বোধ কি আছে তোমার?

নন্দি। শুভঙ্কর দাস আমি সহচর তাঁর,
দীক্ষাদাতা শিক্ষাদাতা গুরু তিনি মম;
যতদূর হইয়াছে শিক্ষা অর্থ বোধ—
অগোচর কিবা তাঁর অন্তর্য্যামী তিনি।

শিব। মুকুন্দ শব্দের অর্থ বল দেখি তবে?

নন্দি। সেবকের অর্থবোধ কি আছে ঠাকুর!
প্রভুর আদেশ যদি, যাহা জানি বলি;—
"মুকুমব্যয়মান্তঞ্চ নির্ব্বাণ মোক্ষবাচকম্।
তৎদদাদি যোদেবঃ মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ।"

শিব। অন্য অর্থ আর কিবা আছে বল দেখি?

নন্দি। নির্ব্বোধের তত বোধ নাই, তবে দেব!
"মুকুং ভক্তিরস প্রেমবচনং বেদসম্মতং
যস্তৎদদাতি ভক্তেভ্যো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ।"

ক্ষম দোষ নিজগুণে নিবেদি ওপায়,
জীবের পালক যিনি কৈবল্যদায়ক,
শুনেছি তাঁহারে কহে মুকুন্দ চিন্ময়।
দুর্ভিক্ষ পীড়নে যিনি মূর্চ্ছিত ভূতলে—
তিনি কি ইনিই তবে? কহ কৃপাময়?

বিষ্ণু। মমবাক্য রুদ্রচর, শুন সাবধানে,
প্রকৃত বিষ্ণুর অংশে জনম উহার;
প্রতিদিন দুগ্ধ দিয়া পূজিতে শঙ্করে,
আমার আদেশে ভক্ত আসে গোপাগার।
দুর্ভিক্ষ-পীড়নে পূত হইয়াছে দেহ,
মায়ার প্রভাবে আছে সমস্ত বিস্মৃত;
অনুক্ষণ আবরিত ভ্রম-অন্ধকারে,
পূজিয়া তারকেশ্বরে লভি দিব্যজ্ঞান,
পরিণামে প্রাণাধিক মিশিবে বিষ্ণুতে;
সামান্য মানব নয় মুকুন্দ-গোপেশ।

গীত

মুকুন্দ ঘোষ সামান্য মানব নয়।
ভবে এসে ভ্রমবশে ভুলেছ কি সমুদয়।
পূজিতে তারকেশ্বরে, হরিহর গোপাগারে,
বিষ্ণু-অংশে নররূপে আসি বিহরে,—

এবে ধূলা-মাখা দেহ মগ্ন মোহ-অন্ধকারে,
তারকনাথের কৃপা লভি, অবিলম্বে জ্ঞানোদয়।
ক্রমে পরিহরি আবাস, আজীবন অরণ্যে বাস,
বিরাজিত উলুবনে যথা কৃত্তিবাস,
শিব-সেবায় শিব-আত্মা রূপে রবে শিব পাশ
পরিণামে বিষ্ণুদেহে নিশ্চয় হবে বিলয়।

নন্দি। কত চক্র জান দেব তুমি চক্রধর,
দাসে যেন দয়া দানে হ'য়োনা নিদয়;
সেবক সতত দোষী তব শ্রীচরণে,
নিজগুণে কৃপা করি ক্ষম অপরাধ।

বিষ্ণু। সতত সদয় যারে দয়াল শঙ্কর,
বিষ্ণু রুষ্ট তারে কিরে হয় বাছাধন?
শত দোষ মার্জ্জনীয় যাপ সুখে কাল
ভিক্ষা করি প্রভু-সেবা কর কিছুদিন,
ষোড়শোপচার দ্রব্য মিলিবে ত্বরায়;
এখন আমরা তবে হই অন্তর্ধান।

নন্দি। গোপ দম্পতীর মূর্চ্ছাভঙ্গের উপায়?

বিষ্ণু। সুধাপাত্রে সুধা যথেষ্ট আছে গ্রহণ কর, এই সুধা সিঞ্চন ক'রলে এখনি মূর্চ্ছাভঙ্গ হবে।

(বিষ্ণু ও শিবের অন্তর্ধান)

নন্দি। যে আজ্ঞা প্রভু।

(মুকুন্দ ও জয়াবতী অঙ্গে সুধা সিঞ্চন)।

মুকুন্দ। (সংজ্ঞা-প্রাপ্তে) সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'লো কেন? নিদ্রার সুকোমল কোলে পরমসুখে বিরামলাভ ক'রছিলেম, এমন শোকসন্তাপহারিণী নিদ্রা আমার ভঙ্গ ক'রলি কে রে? দুরদৃষ্টক্রমে কালগ্রাস হ'তে যে মুক্তিলাভ ক'রলেম! বসন্তকুমার আমার কালশয্যায় শুয়ে, আর আমি পাপিষ্ঠ জীবিত! হা বিধি! এই কি তোমার বিধান?

বসন্ত। বাবা, তোমার বসন্তের ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙ্গেছে, এই যে সন্ন্যাসী দেখছো বাবা, ইনিই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়েছেন উঠে দেখি, কাছে দুটি বালক দাঁড়িয়ে; তাঁদের এমনি রূপের জ্যোতি বোধ হয় জগতে সেরূপ কারো আছে কিনা জানি না, সেই ভুবন-আলো-করা রূপের তুলনা নাই বাবা, তাঁদের অপরূপ রূপে মুগ্ধ হ'য়ে সমস্তই ভুলেছিলাম, এমন কি—তোমাদিগকে পর্য্যন্ত মনে ছিল না, ঐ ভিখারীর সঙ্গে তাঁরা কত কথাই কইলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেম না; (জয়াবতীর প্রতি) মা, ওমা, এখনো ধূলায় প'ড়ে কেন? শীঘ্র উঠে তোমার বসন্তকে কোলে নাও, অনেকক্ষণ কোলে উঠি নাই।

জয়াবতী। (সংজ্ঞা-প্রাপ্তে) আমার বসন্তের মত মা ব'লে ডেকে জাগরিত ক'রলি কে বাপ্ তুই? আর কি আমি

হারানিধি বসন্তধনের মুখচন্দ্র দর্শন ক'রে এ দগ্ধ হৃদয় শীতল ক'রতে পাব? কুদিনহারী ভগবান্ কি এমন সুদিন দিবেন? হাঁ সত্যই তো বটে, এই যে বসন্তচাঁদ আমার কাল-রাহু-গ্রাস হ'তে মুক্ত হ'য়েছে! বাপ্‌রে, বুকের মাণিক! একবার কোলে এস বাপ, অন্তর্দাহ নিবারণ হ'ক; এস বাপ এস; (বসন্তকে ক্রোড়ে ধারণ) তুমি আমার পুনর্জীবন লাভ ক'রবে এ আশা স্বপ্নেও যে করি নাই—বাপ্! ঐ তেজঃপুঞ্জ কলেবর সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই দেবতা, তা না হ'লে মৃতদেহে জীবন দিতে কার সাধ্য? (মুকুন্দ প্রতি) আর্য্যপুত্র! ঐ যোগীবর কুমারের প্রাণদাতা, এস সকলে মিলে—প্রণাম করি।—

মুকুন্দ। ভগবন্! শ্রীচরণে পতিত কিঙ্কর,
নিজগুণে কৃপা করি দেন পদধূলি।
(প্রণাম)

জয়াবতি। প্রভো! হতভাগিনীর প্রণাম গ্রহণ করুন।
(বসন্তের প্রতি) বাবা, তুমি প্রণাম কর।

বসন্ত। ঠাকুর, শ্রীচরণে প্রণাম হই।
(প্রণাম)

নন্দি। নিরাপদে ভগবান্ রাখুন সকলে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক আশিসে আমার।

মুকুন্দ। কে বট আপনি দেব! চাহি পরিচয়,
ঘুর্ণীপাকে তরী সম অস্থির অন্তর।

নন্দি। ভিক্ষুকের পরিচয় কি আছে গোপেশ!
ভিক্ষাতরে প্রতিদ্বারে বেড়াই সতত;
প্রভু মোর বৃষধ্বজ থাকেন কান্তারে,
অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ অতি গতিশক্তিহীন,
হাসিমুখে সেবা ল'ন বসিয়া কেবল;
প্রভু-পদ সেবা মম জীবনের ব্রত,
ভিক্ষা পেলে চ'লে যাই প্রভুর নিকট;
বনবাসে উপবাসে কাল গত তাঁর,
ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দিয়ে সেবিগে তাঁহারে,
অবিলম্বে ভিক্ষা দাও যা আছে সঞ্চয়।

মুকুন্দ। কি আছে সঞ্চয় প্রভো অন্তর্য্যামী তুমি
গ্রাসিল দুর্ভিক্ষ-রাহু শস্য আদি যত,
জাতিতে গোয়ালা আমি গাভী ছিল কত?
দুগ্ধাদির সরোবর গৃহেতে আমার;
কিন্তু হায়, অকস্মাৎ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী—
পশিয়া এ দেশে দেব গ্রাসিয়াছে সব!
ছিন্নরজ্জু হ'য়ে গাভী ক'রেছে প্রস্থান।

শূন্যময় গৃহ এবে শূন্য গাভী-শাল ?
ইন্দ্রজাল সম যেন করি নিরীক্ষণ ;
অনাহারে সকলেই অস্থিচর্ম্মসার,
চারিদিকে হাহাকার শব্দই কেবল,
প্রাণাধিক পুত্র মম ত্যজেছিল প্রাণ,
কৃপাকরি বাঁচাইলে তুমিই তাহারে ;
অদেয় তোমায় কিছু নাহিত আমার ?
বিক্রয় করিনু দেহ তব শ্রীচরণে ;
চিরদিন ভৃত্যভাবে পালিব আদেশ,
কপটতা নাহি কিছু, কৃতজ্ঞ কিঙ্কর।

জয়াবতী। প্রাণেশ্বর, আর ব্যাকুল হ'চ্ছ কেন ? যখন অকূলের কর্ণধার অনুকূল হ'য়ে আমাদের মৃতদেহে জীবন দিয়েছেন, প্রাণাধিক বসন্তকুমার চৈতন্যলাভ ক'রেছে, তখন এমন চৈতন্য-চন্দ্র সম্মুখে থাকতে অতিথি-সেবায় 'কিন্তু' হয়ো'না, ঐ পূজ্যধন-পদার্পণে কিসের অভাব ? সুদিনদাতা ভগবানের শ্রীচরণে দেহ, মন উৎসর্গ কর, কুদিন ঘুচে এখনি সুদিন হবে, অতিথি-সেবার জন্য চিন্তা কি ? ঐ দেখ, দাসীরা হাস্যমুখে এইদিকে আস্‌ছে, বোধ হয় খাদ্য দ্রব্যই আন্‌ছে।

(ভাণ্ডকক্ষে গোপিনীগণ সহ ক্ষীরছানাদি লয়ে)
(অম্বাদাসীর প্রবেশ।)

গীত।

আকাল গেল স্বকাল এলো ভাবনা কিলো আর।
আস্‌মানে গাই জুট্‌লো কত, কপিলা আবার।
কাট্‌লো আকাল মন্বন্তরা, এ যৌবনে ঘুচ্‌লো জরা,
দুখের কেঁড়ে দুধে ভরা, বিধির খেলা চমৎকার!
সুখের হাওয়া লেগেছে গায়, সদাই প্রাণ যেন কি চায়,
মনের বেদন বলিব কা'য়, সেজানে হয়লো যার।

গোপিনীগণ। (অম্বার প্রতি) অম্বা! তুই থাক্ বোন্, আমরা পাড়ায় দুধ জুগিয়ে আসি। (গোপিনীগণের প্রস্থান)।

অম্বাদাসী। আচ্ছা এস ; আঃ বাঁচা গেল, আমাদের কত্তাবাবুর পুণ্যিতেই আকালটা কাট্‌লো, সাতদিন ধ'রে গাছের পাতা খেয়ে পেটের জ্বালা দূর ক'রেছি, দেহ পাঁজ্‌রা-সার হ'য়েছিল, কিন্তু কিরূপে যে এমন হ'লো, ব'ল্‌তে পারছিনে, যেন ভেল্কী লাগিয়ে দিলে? গোয়াল-ঘরে গরু বাছুর কিছুই ছিল না, এখন অগুণতি গাই বাছুর? আবার একটা কপিলা এসে জুটেছে? আশ্চর্য্য! আকাল কাট্‌লে এই রকম হয় নাকি?

কে যেন সব জুগিয়ে রেখেছে ; ক্ষীর, সর, ছানার পাহাড় প'ড়েছে ; দই, দুধে ঢেউ খেলাচ্ছে ? এখন দেহটা আমার যেন গজিয়ে উঠেছে। বাজীকরে সকলের চ'কে ধূলো দিয়ে যেমন ভেল্কী দেখায়, এও ঠিক ভেল্কীওলার ভেল্কী।

জয়াবতী। ভেল্কী নয় মা, দয়ার সাগর ভগবান্ দয়া ক'রে, দুর্ভিক্ষ দূর ক'রেছেন, আমরা অল্পবুদ্ধি রমণী, তাই ভেল্কী ব'লেই মনে হয়, আর ইন্দ্রজাল নয়ই বা কেন ? যাঁর কৃপায় সন্তান—জন্মের আগে জননীর দুগ্ধাধারে দুগ্ধের সঞ্চার হয়, যিনি দশ মাস দশ দিন গর্ভের সন্তান ও জগজ্জীবকে পালন ক'রছেন, তাঁর ভেল্কীর কাছে তুচ্ছ যাদুকরের যাদুবিদ্যাও যে হা'র মানে মা, যাঁর মায়ায় সকলেই মুগ্ধ, যিনি জীবকে পুতুল সাজিয়ে খেলা ক'রছেন, তাঁর লীলা কি বুঝ্‌বো মা, যাক্ আর অন্য কথায় কাজ নাই, তুমি ক্ষীর, ছানা ওসব পেলে কোথা ?

অম্বা দাসী। পাব আর কোথা গো—ঘরেই ছিল, আর কি কিছুর অভাব আছে গো, আস্‌মানে ঘর বোঝাই হয়ে গেছে, ও গো, সব যেন জাজ্বল্যিমান।

জয়াবতী। (স্বগতঃ) আবার যে দুঃখযামিনী প্রভাতা হবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই, দুঃখহারী ভগবানের কৃপায় দুঃখ-

যামিনী অবসান হ'লেই মঙ্গল; হতভাগিনী আমি পতি-পুত্র সহ দুঃখসাগরের মধ্যস্থলে ভাসছিলেম, সেই অনাথ-সখা পদতরণী দিয়ে কৃপা ক'রে দুঃখসাগর পার ক'রেছেন, যিনি দুঃখ-জলধির অতল জলে নিক্ষেপ ক'রেছিলেন, তিনিই আবার সুখসাগরের ঊর্ম্মি'পরে উত্তোলন ক'রলেন. নতুবা সেই দুর্ভিক্ষ রাহু অকস্মাৎ অন্তর্হিত হবে কেন? (প্রকাশ্যে) নাথ! অনাথনাথের কৃপা হ'য়েছে. দুঃখ-মোচনকারী দীনবন্ধুর দয়া হ'য়েছে, তাঁর অনুগ্রহে সংসারের উপযোগী দ্রব্যসকল পূর্ব্ববৎ পূর্ণভাবেই দেখ্‌তে পাবেন, গোপের গৃহে যা থাকা প্রয়োজন. প্রসন্নময় প্রসন্ন হ'য়ে তাই দিয়েছেন, তা না হ'লে দাসী ক্ষীর ছানা ওসব পাবে কোথায়? জীবিতেশ্বর! আর চিন্তা কেন? পরমেশ্বর সদয় হ'য়েছেন, এখন দাসী-আনীত এই ক্ষীর, সর, ছানা দিয়ে সন্ন্যাসীর সন্তোষ বিধান করুন!

গীত।

কেন চিন্তা জীবিতেশ্বর পরমেশ্বর হয়েছেন সদয়।
গিয়েছে দুর্ভিক্ষ-রাহু সুখ-শশী তাই হে উদয়॥
ও-সন্ন্যাসী নয় সাধারণ, ছলিতে ছদ্মবেশ ধারণ,
ত্রিলোচন কিম্বা নারায়ণ, নৈলে আগমনে সর্ব্বস্থানে'

(হেরি শুভময় শুভময়, ফল শস্যে পরিপূর্ণ)
সবার কি হয় পুলক হৃদয়।
ছানা সর মাখন ক্ষীরে, তোষহে নাথ সন্ন্যাসীরে
কি ভয় আর অতিথি-সৎকারে ;—
যাঁর কৃপায় জীবন, পায় বাছাধন,—
(তিনি মানব নন, মানব নন, ভগবান্ ভিখারী-বেশে)
তাঁর দেয় ধন ঐ সমুদয় ॥

মুকুন্দ। এতদিনে বুঝি মম সুপ্রভাত নিশা !
শুভময় হেরি সব যাঁর পদার্পণে,
পলাইল প্রাণভয়ে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী
সামান্য ভিখারী জ্ঞান হয় কি তাঁহারে ?
সুনিশ্চয় ভগবান্ ছদ্মবেশে ইনি,—
তা না হ'লে প্রাণবায়ু বহির্গত যার—
বসন্ত প্রাণের পুত্রে পারে কি বাঁচাতে ?
এই দুঃখ না পাইনু সত্য পরিচয় ;
তেকারণে ভাসিতেছি সংশয়-সাগরে।
(প্রকাশ্যে) দয়াময় পাপী আমি গোপের নন্দন,
তব ছল এ কিঙ্কর কি বুঝিবে দেব ?
নিজগুণে কৃপা করি দাও পরিচয় ;
দূরে যাক্ অন্তরের সকল সংশয়।

নন্দি। কিঃ,—পরিচয় দিয়ে তোমার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ

করতে হবে? কেন, একবার তো পরিচয় দিয়েছি, ভিখারী অতিথি আমি, যদি ভিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হ'য়ে থাক, বল, আমি ফিরে যাই।

মুকুন্দ। ভগবন্! শান্তমূর্ত্তি ধর নিজগুণে।
যেই হ'ন পরিচয় নাহি প্রয়োজন।
যে কৃপা করিলে দেব কৃপাময় তুমি,
জীবন দিলেও তার নাহি পরিশোধ;
দাসীর আনীত এই ক্ষীরসর ননী—
গ্রহণ করুন প্রভো করুণা বিতরি।
(ক্ষীরছানা প্রদান)।
কিম্বা তব দেয় ধন শোভিছে সকল,
আদেশিলে এই দণ্ডে সমর্পিব পদে;
মুকুন্দ গোয়ালা আমি চিরদাস তব।

নন্দি। (ক্ষীর ছানাদি লইয়া) না, আর অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই, এতেই যথেষ্ট হবে, তোমার ভিক্ষা গ্রহণ ক'রে বড়ই সন্তোষ লাভ ক'রলেম, আশীর্ব্বাদ করি, সাধনপথে অগ্রসর হ'য়ে দিব্যজ্ঞান লাভ কর, অচিরে তোমার কীর্ত্তিস্তম্ভ উড্ডীন হ'ক; আর এক কথা তোমায় বলে যাই, তুমি আজ হ'তে দিবাভাগে অনশনে থাকবে, সমস্ত দিন শিব আরাধনে—শিবনাম কীর্ত্তনে রত হ'য়ে মহানিশায় হবিষ্যান্ন ভোজন ক'রবে, এই

নিয়ম যাবজ্জীবন প্রতিপালন ক'রো, তাহ'লে তোমার সকল বিষয়ে শুভময় হবে, এখন আমায় দেবতা-জ্ঞানে প্রণত হ'চ্ছো, ভবিষ্যতে তুমিও সকলের প্রণম্য ও পূজনীয় হবে, এখন চ'ল্‌লেম, দেখো মমাদেশ যেন লঙ্ঘন ক'রোনা।

(নন্দির প্রস্থান)।

মুকুন্দ। অহো ধন্য হ'লেম, জঘন্যকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে আজ আমি ধন্য হ'লেম, এতদিনে এই হতভাগ্যের প্রতি সেই পতিতপাবনের কৃপাদৃষ্টি হ'য়েছে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শিব-আরাধনে যাবজ্জীবন কালাতিপাত ক'রো, এই কথাই নয় ব'ললেন, এ গোপাধমের ভাগ্য-পটে বিধাতা তাকি লিখেছেন, অবশ্যই লিখেছেন, করুণা-ময়ের কৃপায় কি না হয়, দুঃখের মধ্যে ঐ ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় পেলাম না, স্বরূপ দর্শনেও বঞ্চিত হ'লেম, তবে ত ভগবান্‌-বোধে যে দৃঢ়বিশ্বাস হ'য়েছে, তাই যেন হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে, উপস্থিত তিনি যা আদেশ ক'রলেন, সেই ভগবদ্বাক্য অবশ্য পালনীয়।

দাসী। ওমা, মড়িপোড়া মিন্‌সে কিগো! আমাদের কর্ত্তা বাবুকে সমস্ত দিন শুকিয়ে থাক্‌তে ব'লে গেল, আবার ব'ল্‌লে দুপর রাত্তিরে আলোচালের পিণ্ডি খাবে, আমলো! আস্‌পদ্দার কথা শোন।

জয়াবতী। বৃথা তাঁর তিরস্কার কর কেন মা, তিনি যে কে তা এখনো জানতে পারলে না? এ সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য দেখেও কি তোমার জ্ঞান হ'লো না? সাবধান, আর তাঁকে গালি দিও না, তিনি ছদ্মবেশী ভগবান্।

দাসী। য়্যাঁ ভগবান! তবে তো গালি দিয়ে ভাল করিনি মা, আমার গতি কি হবে মা, হে ভগবান্ আমি না জেনে তোমায় গাল্ দিয়েছি, ঘাট্ কাজ করেছি, আমায় ক্ষমা কর, এবার গঙ্গাস্নান ক'রে মধুসংক্রান্তির বত্য করবো, মিষ্টি বোল্ হবে।

বসন্ত। মা, আগে ক্ষুধার জ্বালায় বড় কাতর হ'তেম, কিন্তু এখন আর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই, একি সেই ভগবানেরই দয়া, নয় মা?

জয়াবতী। তাঁরি দয়া বৈকি বাবা, তুমি আমার অপাপস্পর্শ দুগ্ধপোষ্য বালক, পাছে ক্ষুধার যাতনায় কাতর হও, সেই ভেবে দয়ার-সাগর দয়া ক'রে পূর্ব্ব হ'তেই তোমার সে যাতনা নিবারণ ক'রেছেন, যাঁর নাম ক'রলে জীবের ভব-ক্ষুধা দূর হয়, তাঁর কৃপায় কি না হয় বাবা!

বসন্ত। আর কি তাঁর দেখা পাবনা মা?

জয়াবতী। দেখবার চেষ্টা ক'রলেই দেখতে পাওয়া যায়, যার ভাগ্য প্রসন্ন, গৃহে বসেই দেখা পায়, আর কেউবা আজীবন তপশ্চরণ ক'রেও পায় না, পাপিণীর পাপ-

জঠরে জন্মগ্রহণ ক'রে আকাশ-কুসুম-সম তোমার সে বাসনা কেন বাবা, তিনি বালকের সঙ্গে খেলা ক'রতে ভালবাসেন বটে, কিন্তু যে সে বালক নয়, গোলোকের রাখালগণ তাঁর খেলার নিত্য সহচর; মর্ত্তলোকে ধ্রুব, প্রহ্লাদের সঙ্গেও তিনি খেলা ক'রেছেন, যে বালক তাঁর ভক্ত হ'তে পেরেছে, এবং মধুর স্বরে ডাক্‌তে শিখেছে, সেই তাঁর দেখা পেয়েছে, ভগবান্ শিশুরবেশে হেসে হেসে কাছে এসে অনায়াসেই ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন; সেই ভক্তসখা ভক্তের ভক্তি-শৃঙ্খলে নিয়তই বাঁধা। ত্রিপুবপুত্র গয়াসুর জননীর উপদেশে দুঃখমোচন সংকল্পে হরিপরায়ণ হ'য়ে ক্রমে সাধু-সংসর্গ লাভ ক'রলে, পরে গহন বনে অনশনে একান্ত মনে হরিসাধনে প্রবৃত্ত হ'লো, কৃপাময় হরি তাকে কৃপা না ক'রে আর থাক্‌তে পারেননি, তার শিরোপরি রাঙা পদ দিয়ে বাসনা পূর্ণ ক'রেছিলেন; এরূপ নিঃস্বার্থভাবে জগৎজীবের নিস্তারের উপায় বিস্তার ক'রতে গয়াসুরই একমাত্র দৃষ্টান্ত; হরিও ভক্তের প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ ছিলেন যে, গয়াশিরে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ড দিলে নিশ্চয়ই পিতৃলোকের উদ্ধার হবে। তবেই, সেই গয়াসুর হ'তে মানবের কত উপকার হ'চ্ছে; হরির কৃপালাভের গুণেই তো গয়াসুরের অক্ষয় কীর্ত্তি

দীপ্যমান। ফলতঃ সাধনা ভিন্ন ভগবানের কৃপালাভ হয় না, কিন্তু এও শুনেছি, সরলপ্রাণ শিশু যদি এক মনে ডাকার মত ডাক্‌তে পারে, তবে সেই অনাথ-সখা দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পারেন না। তুমি আমার দীর্ঘায়ু হও, দেখা পাবে বৈ কি বাবা, এখন চল গৃহে যাই; (দাসীর প্রতি) এস মা অম্বা।

দাসী। হাঁ মা চল। (মুকুন্দ ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

মুকুন্দ। (স্বগতঃ) জয়াবতীর তো বেশ জ্ঞান দেখছি, বালককে উপদেশ দেওয়া হ'লো যে, দেখ্‌বার চেষ্টা করলেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়, বালককে তিনি বড় ভালবাসেন, তবে বুঝি যুবা, প্রৌঢ় কিম্বা বৃদ্ধকে দয়া করেন না,— দেখাও দেন না, হাঃ—হাঃ—হাঃ—ভ্রম! ভ্রম! জয়াবতীর এ উন্মাদিনীর মত কথা, তবে অন্যাপেক্ষা বালকের মিষ্ট কথা শুন্‌তে ভালবাসেন, এবং দয়াও শীঘ্র হয়, একথা সহস্রবার স্বীকার্য্য। আমি জানি তিনি দয়ার সাগর; একমনে ভক্তিপূর্ব্বক যে ডেকেছে সেই পেয়েছে, ভক্তিবশে চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রেছেন, ভক্তি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে দৈত্যরাজ বলীর প্রহরীর কার্য্য ক'রেছেন, ভক্তি ভিন্ন সাধনা হয় না, সিদ্ধিও ঘটেনা, সুতরাং মুক্তিও পায় না;—

স্তুতিভক্তিহীন আমি অভাজন।

হইব কি তাঁর করুণা-ভাজন ?
অগতির গতি পতিত-পাবন।
পতিতেও শুনি পায় সে চরণ ॥
হীন জাতি আমি গোপকুলাঙ্গার।
এ পাপীরে কৃপা হবে কি তাঁহার ?
শুনিয়াছি তিনি দয়ার সাগর !
পাপীজনে তাঁর দয়া নিরন্তর ॥
(নেপথ্যে) তবে বাপু কেন হ'তেছ কাতর ?
তুমিও করুণা লভিবে সত্বর।

(সর্ব্বেশ্বর পুরোহিতবেশে মহাদেবের প্রবেশ)।

সর্ব্বেশ্বর। যখন যে ভক্ত ডাকে এক চিতে।
তিনি কি নিশ্চিন্ত্য পারেন থাকিতে ?
শুনিতে ভক্তের অমিয় বচন।
তাহার নিকটে র'ন অনুক্ষণ ॥

মুকুন্দ। এ দাস কি তবে দেখা পাবে তাঁর ?

সর্ব্বেশ্বর। নিকটেই র'ন, কিন্তু চেনা ভার ?

মুকুন্দ। কেও ? পুরোহিত মহাশয় আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হক, এই আসনে উপবেশন করুন, শ্রীচরণে প্রণাম হই। (প্রণাম)

সর্ব্বেশ্বর। দেবারাধনে প্রবৃত্ত হ'য়ে অচিরে মুক্তিলাভ কর।

মুকুন্দ। তবে পুরোহিত মহাশয়! সমস্ত কুশল তো?

সর্ব্বেশ্বর। আমার কুশলাকুশল কি আছে বৎস!
তোমরা কুশলে থাক্‌লেই আমার কুশল।

মুকুন্দ। আপনার পদার্পণে আজ আমি ধন্য হ'লেম, দারুণ দুর্ভিক্ষের উৎপীড়নে বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েছিলাম, দয়ার সাগর ভগবান্ কিঙ্করের প্রতি করুণা বিতরণে সুধারাশি বর্ষণপূর্ব্বক বাধাবিঘ্ন সমস্তই নিবারণ ক'রেছেন; সম্প্রতি বন, উপবন, উদ্যান প্রভৃতিতে ফল, পুষ্প, ধান্যৌষধি ইত্যাদি দ্রব্যে পরিপূর্ণ। স্বয়ং কমলা যেন চঞ্চলা স্বভাব পরিহার পূর্ব্বক প্রসন্নমনে বিরাজ ক'রছেন, ঐ পদপ্রসাদে দাসের উপস্থিত কিছুমাত্র অভাব নাই, দুঃখের সাগরে—ভাস্‌ছিলেম, ভগবান কূল দিয়েছেন;—

কিন্তু যাঁর কৃপাগুণে লভিলাম সব!
নিরখি প্রফুল্ল প্রভো যাবতীয় জীবে?
হইল দুর্ভিক্ষ দূর যাঁহার কৃপায়।
শ্রীপদ দর্শনে তাঁর বড়ই বাসনা।

সর্ব্বেশ্বর। শিবভক্ত বাছাধন তুমি গোপকুলে—
তব ভক্তিপাশে বাঁধা সেই শুভঙ্কর;

তোমা হ'তে হবে তাঁর মহিমা প্রচার,
নিশ্চয় সত্বর বৎস পূরিবে বাসনা।

মুকুন্দ। ছদ্মবেশে ভিক্ষা-ছলে আসি এক যোগী—
কহিলেন "হর কাল হরের সেবায়"
"ব্রহ্মচারী হ'য়ে শিবে পূজ নিরন্তর ;"
ঘৃণিত গোপের কুলে জনম আমার !
পূজিব—দেখিব সদা সে পদ্মকমল—
জীবন সার্থক হবে শুভাদৃষ্ট মম ;
আবার কি দেখা তাঁর পাব গুরুদেব !

(জ্ঞানের প্রবেশ)

গীত।

সাধন-বলে সবে পায় দেখা।
ক'রে স্বধামশূন্য, ভক্তের জন্য গো—
উদয় হ'ন ভক্ত-সখা।
অজ্ঞ জনে কাছে থাক্‌লেও তাঁর, তিনি
ভস্মাবৃত অগ্নিসম চেনা বড় ভার, আঁধার
ঘুচ্‌বে যখন, পাবে তখন, চারি ফলসহ বৃক্ষ-
শাখা। (জ্ঞানের প্রস্থান)

মুকুন্দ। অকস্মাৎ অন্তর্হিত কেবা ও গায়ক ?
সুললিত কণ্ঠস্বরে বরষিল সুধা ?

পরিচয় নাহি দিয়া করিল প্রস্থান ?
অনুমানি ছদ্মবেশী হবে সুনিশ্চয়।

সর্ব্বেশ্বর। অবিলম্বে গোপেশ্বর জানিবে সকল,
এক কথা শুন বৎস হ'য়ে সাবধান,
পয়স্বিনী যে কপিলা রয় তব গৃহে
তার পয় দেবতার পেয় ; কহি তাই,—
দেবতায় সব দুগ্ধ করিবে অর্পণ।
নিত্য আসি নিবেদিয়া আমি পুরোহিত—
সদানন্দে পান করি জুড়াব জীবন।
সে দুগ্ধ শূদ্রেতে পান করিলে এবার,
অশুভ ঘটিবে বাপু কহিনু নিশ্চয়।

মুকুন্দ। (স্বগতঃ) সহসা কপিলা ধেনু আসিল ভবনে ?
প্রহেলিকাময় যেন হইতেছে জ্ঞান !
কিম্বা মম পুরোহিত ঋষির সমান !
নিরত রহেন সদা দেব-আরাধনে !
তাঁর মুখে মিথ্যাবাক্য কভু কি সম্ভবে ?
সত্য সব, অবগত নহি কিছু আমি ;
(প্রকাশ্যে) পরিহর দ্বিজবর ! কোপ মম প্রতি,
কবে যে অলক্ষ্যে মোর আসিল কপিলা !
কিছুই জানেনা দাস চরণ-আশ্রিত ;
সত্য যদি সে কপিলা রয় মম গৃহে—

সব দুগ্ধ দিব দেব ! দেবতা উদ্দেশে ;
দিবে না উদরে কেহ পল মাত্র তার।

সর্ব্বেশ্বর। তব পুত্র দুগ্ধ পান করে নিতি নিতি,
হতাশ হৃদয়ে আমি ফিরি প্রতিদিন ;
জঠর-জ্বলনে প্রাণ দহে গোপেশ্বর !
কপিলার দুগ্ধ এবে ভরসা আমার,
বঞ্চিত করিলে তায় শুভ নাই তব ;
ব্রাহ্মণ-সেবায় হ'ন দেবতা সন্তোষ—
দ্বিজের ভোজনে হয় দেবের ভোজন,
একথা কি প্রাণাধিক ভুলিয়াছ তুমি ?
তাই করি সাবধান শুন ভক্তবর !
কপিলার দুগ্ধ যেন কেহ নাহি লয় ;
সেই দুগ্ধে আছে মোর পূর্ণ অধিকার,
নিবারণ তেকারণ করি বার বার,—
আজ হ'তে দিও দুগ্ধ দেবতা উদ্দেশে,—
চলিনু এখন আমি আপনার স্থানে;
দুগ্ধ তরে নিরন্তর দিব পদধূলি।

(সর্ব্বেশ্বরের প্রস্থান)

মুকুন্দ। যে আজ্ঞা ঠাকুর ! (স্বগতঃ) অন্য দিন পুরোহিত মহাশয়ের সৌম্যভাব দেখা যায়, কিন্তু আজ যেন বিপরীত ভাব ! ব্রাহ্মণ সপ্তদীপা পৃথিবীর রাজা হ'লেও

যেমন তাঁর ভিখারী-নাম ঘুচেনা, আমার এই সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর এ প্রদেশীয় গোপমণ্ডলীর পুরোহিত হ'য়েও দুগ্ধ পান আশায় প্রকারান্তরে প্রার্থনা ক'রলেন যে, কপিলাটি আমায় প্রদান কর; তার দুগ্ধ দেবতাকে নিবেদন ক'রে পরম সুখে পান ক'রবো, কিন্তু "কপিলার দুগ্ধ এবে ভরসা আমার, হতাশ হৃদয়ে আমি ফিরি প্রতিদিন, জঠর-জ্বলনে প্রাণ দহে গোপেশ্বর" ইত্যাদি— অনেকগুলি আশ্চর্য্যজনক বাক্য প্রয়োগ করায় আমার সন্দেহ ক্রমেই বৃদ্ধি হচ্ছে। তবে কি ইনি সর্ব্বেশ্বর পুরোহিতরূপী কোন দেবতা হবেন? না, না, তা আমার বিশ্বাস হয় না,—পুরোহিত মহাশয়ই যথার্থ, বোধ হয় লোভের বশবর্ত্তী প্রযুক্ত অজ্ঞানের ন্যায় অযথা-বাক্য ব'লেছেন। যাই হ'ক যদি সেই স্বর্গীয় কপিলা আমার গৃহে থাকে, তবে নিশ্চয়ই সর্ব্বেশ্বর-চরণে সমর্পণ ক'রে তাঁর সন্তোষ সাধন ক'রবো; তাই তো! আমাব গৃহে দেব বাঞ্ছিত কপিলাই বা আন্‌লে কে? আপনি আসা তো সম্ভব নয়! পুরোহিত মহাশয়ের বাক্যে সংশয় যে বড়ই বৰ্দ্ধিত হ'লো।

(জ্ঞানের প্রবেশ ও গীত)

কারে পুরোহিত ভাব্‌লে গোপেশ্বর!
সকলের ঈশ্বর যে তিনি, তাই নাম সর্ব্বেশ্বর,

দুগ্ধপানের আশে, তোমার বাসে—
তিনি কপিলা করেন রক্ষা।
(জ্ঞানের প্রস্থান)

মুকুন্দ। কি আশ্চর্য্য! কে ও গায়ক? পুনঃ পুনঃ আগমন মাত্রেই প্রস্থান ক'রছে! ভাবতো কিছুই বুঝতে পারছিনে! অথচ প্রকৃত পরিচয় পাবার আশাও নাই; কিন্তু ঐ মহানুভবের মুখে মধুর গান শ্রবণ করায় আমার সংশয়-রজ্জু ছিন্ন হলো, বস্তুতঃ তিনি কখনই আমার সর্ব্বেশ্বর পুরোহিত নন্, পুরোহিত-বেশী দেবতাই নিশ্চয়; আমার গৃহে কপিলা রক্ষা ক'রে নিজে তার দুগ্ধ পান ক'রবেন, এই তাঁর অভিলাষ ইঙ্গিতে প্রকাশ ক'রতে এসেছিলেন! ওঃ কি ছলনা! কি মায়াজাল-বিস্তার! সারাৎসার নিত্যধন পেয়েও চিন্‌তে পারলেম না? হা ভগবান্! আত্মগোপন ক'রে কিঙ্করকে এ ছলনা কেন প্রভু! (সহসা চম্‌কিয়া) ও কিও? সহসা ক্রন্দন-ধ্বনি শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে নয়? হাঁ তাইতো বটে! বালকের কণ্ঠস্বর যে! এই দিকেই আস্‌ছে, আচ্ছা দেখা যাক্।

(হস্তবদ্ধ জনৈক বালকের প্রবেশ ও গীত)

বন্ধন-জ্বালায়, প্রাণ বুঝি যায়,
এমন মা কোথায় না হেরি পাষাণী।

কৃপা-চক্ষে চাও, বন্ধন ঘুচাও,
বালকে বাঁচাও গোপ-চূড়ামণি!

মুকুন্দ। কে বৎস তুমি? কাঁদ্‌ছো কেন? কে তোমায় বন্ধন ক'রলে?

সদানন্দ গীত।

বসন্তের মা, মম মাতৃ-সমা, হইয়ে নির্ম্মমা ক'রেছে প্রহার।
দাওহে অভয়, নাশ মম ভয়, যাবে ভব ভয়, অন্তিমে তোমার।

মুকুন্দ। কি বললে? বসন্ত-জননী জয়াবতী তোমায় বন্ধন ক'রেছে? ওঃ পাপিষ্ঠা কি পাষাণ-হৃদয়া! আমার সহ-ধর্ম্মিণী হ'য়ে রাক্ষসী-পিশাচীর ন্যায় আচরণ? পাষাণি! এমন সরলপ্রাণ শিশুকে বন্ধন বা প্রহার ক'রতে তোর হৃদয়ে কণামাত্র স্নেহের সঞ্চার হ'লোনা? এস বৎস! আমি তোমার বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্ছি; (বন্ধন মোচন) আর কোন ভয় নাই, আমাব কোলে এস। (ক্রোড়ে ধারণ) একি হ'লো? সহসা প্রাণ আমার পুলকিত হ'লো কেন? এই অপূর্ব্বদর্শী বালককে ক্রোড়ে ধারণ ক'রে আমার সন্তপ্ত-হৃদয় শীতল হ'লো! অঙ্গ জুড়িয়ে গেল! মনের অন্ধকার দূর হলো! একেতো সামান্য বালক ব'লে বোধ হ'চ্ছে না? যাই হ'ক বাবা! তোমার নাম কি বল দেখি?

সদানন্দ গীত।

সদা থাকি গো আনন্দে, সবে তাই
আনন্দে, নাম রাখে মোর সদানন্দ।
যে ডাকে আমায়, তার নিরানন্দ যায়,
উদয় পরমানন্দ।

মুকুন্দ। (সহাস্যে) হাঃ-হাঃ-হাঃ—বালক বেশ বাচালতা শিখেছে। আচ্ছা, যখন কোলে পেয়েছি, তথন প্রকৃত পরিচয় না পেলে ছাড়চিনে।

সদানন্দ। বসন্তের মা, ঐ আমায় মারতে আসছে গোপেশ্বর! তুমি ভিন্ন রক্ষা ক'রতে আর আমার কেউ নাই।

মুকুন্দ। আমার কোলে আছ, ভয় কি বৎস! তোমার কোন চিন্তা নাই।

(বেত্রহস্তে জয়াবতীর প্রবেশ)

জয়াবতী। ছেলেটা মুহূর্তের মধ্যে কোথা গেল? নিশ্চয়ই কোন মায়া মন্ত্র জানে। গোয়ালে প্রবেশ ক'রে গোপনে দুগ্ধপানের বিরাম নাই, ধরবার জন্য কত চেষ্টা ক'রছি, ধরাও তো যাচ্ছে না? বালাকের দুগ্ধপান অন্তরাল হ'তে দেখতে পেয়ে ভিতরে গিয়ে দেখি, আর কোথাও কেহ নাই—কেবল কপিলা গাভীদলসনে তৃণ-ভোজন ক'রছে; বাহিরে এলাম—না,—আবার সেই দুগ্ধপানের

"চক্ চক্" শব্দ। পুনর্ব্বার প্রবেশ ক'রে দেখ্‌লাম পূর্ব্ববৎ কোথাও কেউ নাই ; অবশেষে চোর ধরা আমার সাধ্য নয় ভেবে গৃহে আসছি, এমন সময়ে একটী বালক গোশালা হ'তে বহির্গত হ'লো ? তা'কেই দুগ্ধ চোর অনুমান ক'রে ধ'রলেম,—বন্ধন ক'রলেম, প্রহার করতেও উদ্যতা হ'য়েছিলাম কিন্তু পারলেম না ; পলায়ন ক'রলে—তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছি, তবুও ধরতে পারছিনে, একবার পেলে হয়—যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিই, য়্যাঁ, এই যে, ওমা ! গোপরাজের কোলে উঠেছে. কি স্পর্দ্ধা দেখ ; গোপেশ্বর ! ছেলেটাকে একবার নামিয়ে দাওতো, ওর কোলে উঠা জন্মের মত ঘুচিয়ে দিই।

মুকুন্দ। জয়াবতি ! বিনা দোষে বালকের অঙ্গে বেত্রাঘাত ক'রতে উদ্যতা হয়েছ কেন ? এ শিশু তোমার কি অপ-রাধ করেছে ? তুমি পুত্রের জননী হ'য়ে স্নেহ, দয়া, মায়া মমতা একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়েছ ? এমন বালককে দেখেও কি তোমার অন্তরে একটুও বাৎসল্য ভাবের উদয় হ'লো না ? সাবধান, আর যেন নিষ্ঠুরাচরণ ক'রো না।

জয়াবতী। প্রাণেশ্বর ! শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ ক'রতে নাই, তা জানি, কিন্তু সন্তান যদি দুষ্ট হয় তবে তাকে আদর ক'রে স্পর্দ্ধা দেওয়া উচিত ? না, যাতে তার কু-স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ?

বিশেষতঃ চোরের প্রতি স্নেহ, যত্ন কে করে বল, গো-বৎসের মত কপিলার দুগ্ধপান ক'রতে প্রায়ইতো দেখি; এক দণ্ড কপিলার কাছ ছাড়া হ'তে দেখ্লাম না, আশ্চর্য্যের বিষয় যে,কপিলারও বিরক্তি নাই; পরমানন্দে দুগ্ধপ্রদান! কপিলাকে যখন আচম্বিতে গোয়ালমধ্যে পেয়েছি, তখম মনে হ'লো, ভগবান্ কৃপা ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু যে প্রকার চুরি আরম্ভ হয়েছে, কপিলার দুগ্ধপান আমাদের অদৃষ্টে নাই, ছেলেটা নিশ্চয়ই যাদুবিদ্যা জানে, মন্ত্রবলে তাকে বশীভূত ক'রেছে, তুমিও দেখ্ছি মুগ্ধ হ'য়েছ, আমাদের ভাগ্যেও কি আছে জানি না, তা' হলেই দুগ্ধপানের মহেন্দ্রযোগ! গোপরাজ, এমন দুষ্ট ছেলেকে সাধে কি মারতে ইচ্ছা হয়? ওর যে অসাধারণ গুণ।

(জ্ঞানের প্রবেশ)

গীত।

সত্যই মা ওঁর অসাধারণ গুণ,
স্বগুণে কারে অনুকূল, কারে বা বিগুণ,
নির্গুণ নিরাকারে—সাকারে স্বগুণ গো—
ওঁর গুণের নাই লেখা জোখা।

মুকুন্দ। কি হেতু গায়ক তুমি আসি বার বার,
পরিচয় নাহি দিয়া কর পলায়ন?
তোমার সঙ্গীত-বাক্যে ঘুচিয়াছে ভ্রম।

সর্ব্বেশ্বরে চিনিয়াছি ভগবান্ তিনি ;
ধবলী কপিলা দিব তাঁহার চরণে,
অন্তের কণ্টক মোর হইবেক দূর ;
এবে নিজ পরিচয় দিয়ে মহাত্মন্ !
সংশয়-সাগর হ'তে কর পরিত্রাণ।

জ্ঞানের গীত।

পরে আমার জান্‌বে পরিচয়,
দূর হয়ে যাবে যখন মনের সংশয়,
চাঁদের উদয় বিনে পারে কিগো
আলোক দিতে তারকা।

মুকুন্দ। জনম অধম কূলে মহাপাপী আমি,
অজ্ঞান তিমিরাবৃত আছি অনুক্ষণ ;
জ্ঞানের প্রদীপ মোর জ্বলিবে হৃদয়ে !
আকাশ-কুসুম সম এ আশা আমার।
(সদানন্দের প্রতি) সামান্য বালক নও সদানন্দ তুমি,
মুগ্ধকর-ভোজমন্ত্রে সুনিপুণ হ'য়ে,
ধূলি দিয়া মানবের চক্ষে অনায়াসে,
দেখাও অদ্ভুত খেলা মন্ত্রমুগ্ধ জনে।
কি হেতু কপিলা-দুগ্ধ খাও চুরি করি ?
খাইতে কি নাহি দেয় পিতা মাতা তব ?

জ্ঞানের গীত।

পিতা মাতা নাই তো কেউ স্বজন,
ও যে অনুক্ষণ অনুগত তার যে করে যতন,
শেষে আমিও যাই, আঁধার ঘুচাই,
আছে আবরণে যা ঢাকা।

মুকুন্দ। ছল পরিহার ক'রে স্বরূপ পরিচয় দাও, আমার মনের সংশয় দূর হ'ক।

সদানন্দ। ভিখারীর আর পরিচয় কি আছে গোপরাজ! আমার পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন কেউ নাই, আমি বড় কাঙ্গাল; যার হৃদয় সরল যে আমায় ভালবাসে, তার কাছে থাক্‌তেই ভালবাসি।

মুকুন্দ। আচ্ছা বালক, যদি তোমার পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন কেউ নাই, তবে ভিক্ষা ক'রলেই তো পার, কাঙ্গাল দেখে সকলেরই দয়া হ'য়ে থাকে, চুরি ক'রতে গেলে কেন?

সদানন্দ। চুরি ক'রবো কেন গোপেন্দ্র?

মুকুন্দ। জয়াবতীর মুখে এই তো সমস্তই প্রকাশ হ'লো, তুমি চুরি ক'রে দুধ খেয়েছ।

সদানন্দ। আমি চোরের শিষ্য বটে, কিন্তু কেমন ক'রে চুরি ক'রতে হয়, তা জানি না, আমার একমাত্র সম্বল সেই

কপিলা, তারে দেখ্‌তে না পেয়ে অনেক অনুসন্ধান ক'রেছি, তারপর তোমার গৃহে পালিত হ'চ্ছে শুনে গোশালে প্রবেশ ক'রলেম, আমায় দেখে কপিলা ব'ল্‌লে, "বালক, যার গৃহে এসেছ, সে বড় দয়ালু, অবশ্যই তোমার সেবার উপায় হবে, এখন আমার দুগ্ধ পান কর ;" সেইজন্য আমি তার দুগ্ধ পান করছিলেম, উদর পূর্ণ না হ'তে মা জয়াবতী দেখ্‌তে পেয়ে আমায় মারতে এলো, আমি প্রাণভয়ে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।

জয়াবতী। বালকের মুখে বড়ই আশ্চর্য্য কথা! কপিলা ওর সঙ্গে কথা কয়? সে পশুজাতি তার কি বাক্‌শক্তি থাকতে পারে?

জ্ঞানের গীত।

বোবার বোল ফুটে মা ওর গুণে,
গোষ্পদ হয় সিন্ধুসম—শীতলতা আগুনে,
ওগো গিরি লঙ্ঘে পঙ্গুজনে,
চন্দ্রে উগারে অনল-শিখা।

মুকুন্দ। (স্বগত) কেবা এরা ছদ্মবেশী নারিন্মু বুঝিতে;
পরিচয় জিজ্ঞাসিলে ভুলায়ে আমায়,
ছলপূর্ণ বাক্যে তোষে ভিখারী বলিয়া।

ভিখারী হইলে সত্য সামান্য তো নয়— !
অনুমানি কৈলাসের রাজরাজেশ্বর।
ভিখারী সাজিয়া যিনি ভিক্ষার কারণ,—
করযোড়ে কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা কাছে—
"ভিক্ষাং দেহি অন্নপূর্ণে" ব'লে অন্ন যাচে,
ইনি কি হবেন সেই ভিখারী শঙ্কর ?
না, না, অতি অসম্ভব স্বপনের কথা !
কিন্তু মম প্রাণ যেন চায় নিরন্তর,
অনিত্য সংসার ত্যজি সন্ন্যাসী সাজিয়া,
শিবের সেবায় সদা কাটাইব কাল ;
কবে সেই আশা অহো পূরিবে আমার।

(জ্ঞানের গীত)

সে আশা তো পূর্ণ প্রায় তোমার,
অবিলম্বে ঘুচে যাবে অজ্ঞানান্ধকার,
প'ড়ে অন্ধকারে মাণিকেরে,
যেন ছেড়না কভু সখা।

(জ্ঞানের প্রস্থান)

মুকুন্দ। (স্বগত) ভগবান্ কত দিনে যে কিঙ্করের অজ্ঞানান্ধকার দূর ক'রবেন, তাতো জান্‌তে পারছিনে ; (সদানন্দ প্রতি) বাপ্ সদানন্দ ! এই গায়কের সঙ্গে তোমার কি কোন সম্বন্ধ আছে ?

সদানন্দ। কাঙ্গালের সঙ্গে কাঙ্গালের যে সম্বন্ধ, তাঁর সঙ্গে আমারো সেই সম্বন্ধ।

মুকুন্দ। বালকের কথা বড়ই মধুর! ব'ল্‌লে, "কাঙ্গালের সঙ্গে কাঙ্গালের যে সম্বন্ধ, তাঁর সঙ্গে আমারো সেই সম্বন্ধ," তা সত্যই তো, কাঙ্গালের সঙ্গে কাঙ্গালেরই মিলন হ'য়ে থাকে, আবার কাঙ্গাল না হ'লে সেই কাঙ্গালের সখাকেও লাভ করা যায় না, একথাও শুনেছি; (জয়াবতী প্রতি) প্রিয়ে জয়াবতি! এমন সরলপ্রাণ শিশুকে কোন্ প্রাণে বেত্রাঘাত ক'রতে উদ্যতা হ'য়েছিলে? এই কাঙ্গাল বালকের মনোমোহন রূপ দেখেও কি তোমার-পাষাণ হৃদয় দ্রবিভূত হ'লো না? অহঙ্কারে মত্ত হ'লে ভগবান্ নিশ্চয়ই তার সে অহঙ্কার চূর্ণ করেন, তা জান, তোমায় পুনঃ পুনঃ সাবধান ক'রছি, বালককে আর মনোবেদনা দিও না।

জয়াবতী। প্রাণেশ্বর! আমিই নয় অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে বালককে আজ বেঁধেছি, কিন্তু প্রতিদিন প্রতিবেশীর ক্ষীর, ছানা, মাখন চুরি করবার জন্য গোপেশ্বরী মা যশোমতী তাঁর ননী-চোরা গোপালকে প্রতিদিনই বন্ধন ক'রতেন, তাতে কি তাঁর অহঙ্কার প্রকাশ পায়নি?

মুকুন্দ। অয়ি প্রগল্‌ভে! মা নন্দরাণীর হৃদয়ের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের তুলনা ক'রতে চাও? তাঁর হৃদয়জলধি স্নেহ,

মমতা-নীরে সর্ব্বদাই উচ্ছলিত ; তবে যে দিন অহঙ্কারের বশবর্ত্তিনী হ'য়ে রজ্জু দিয়ে নন্দদুলালকে বন্ধন ক'রতে যেতেন, সে দিন কি বন্ধন ক'রতে পারতেন ? কৃষ্ণ-ইচ্ছায় বন্ধন-রজ্জু নিজেই ক্ষুদ্রাকার ধারণ ক'রে যশোদার সে অহঙ্কার চূর্ণ ক'রতো ; আর গোপালকে এত চেষ্টা ক'রেও বাঁধতে পারলেম না ব'লে যে দিন অভিমানে দুঃখ প্রকাশ ক'রতেন, সেই অন্তর্য্যামীর ইচ্ছায় বন্ধন রজ্জু দীর্ঘ হ'য়ে সেই দিন তাঁর বন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন ক'রতো ; ভগবান্ নিশ্চয়ই অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ করেন, তা জান, এখন শান্ত হও।

জয়াবতী। দর্পহারী দর্পীর দর্প চূর্ণ করেন তা জানি, চৌর্য্য-কার্য্যে নিবৃত্ত করবার জন্য বন্ধন করায় যদি অহঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে গর্ব্বহারী আমার সে গর্ব্ব খর্ব্ব না ক'রবেন কেন ? তিনি যখন তাঁর প্রাণাধিকা সখী দ্রৌপদীর দর্প দলন ক'রেছিলেন, তখন আমি তো কোন্ ছার ; একদা কাম্যককাননে দ্রৌপদী অকালে-ফলিত আম্রফললোভে অর্জ্জুনের নিকট প্রার্থনা ক'রলে অর্জ্জুন প্রিয়ার বাক্যে তৎক্ষণাৎ ধনুকে বাণ যোজনা ক'রে ফল পাতিতপূর্ব্বক দ্রৌপদীর হস্তে দিলেন, অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণের সময় পেয়ে তথায় উপস্থিত হ'য়ে অর্জ্জুনকে ব'ললেন, ক'রলে কি সখে ? ঐ ফলটি যে

সন্দীপন ঋষির প্রাণধারণোপযোগী; তাঁরি ইচ্ছায় প্রতিদিন ঐ বৃক্ষে একটিমাত্র ফল জন্মে ও রাত্রিকালে সুপক্ক হয়, ঋষি সেটী ভোজন ক'রে জীবনরক্ষা করেন, তাঁর স্পৃষ্ট ফল অপহরণে আকাঙ্ক্ষা? ঋষিশাপে সবংশে ভস্মীভূত হ'তে হবে তা জান, কৃষ্ণের মুখে এই সকল কথা শুনে পাণ্ডবেরা ব্যাকুল হ'য়ে ব'ললেন, গোবিন্দ হে? এখন তবে উপায় কি? নিরুপায়ের উপায় তুমি, ঘোর বিপদে পতিত পাণ্ডবগণ যে তোমারি শরণাগত; বিপদ্‌বারণ হরি হে! স্বগুণে অনুকূল হ'য়ে পদাশ্রিত পাণ্ডবকে এ ভীষণ বিপদে রক্ষা কর, নতুবা পার্থ-সারথি পাণ্ডব-সখা কৃষ্ণনামে কলঙ্ক হবে, কৃষ্ণ কি করেন আশ্বাস দিয়ে ব'ললেন, ভয় নাই স্থির হও, তোমরা দ্রৌপদী সহিত পঞ্চভ্রাতায় একে একে নিজ নিজ মনোগত ভাব সত্যরূপে প্রকাশ কর, তা হ'লেই ঐ ফল পূর্ব্বের মত বৃন্তে যোগ হবে। তখন যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভায়ে যথাযথ মনোগতভাব ব্যক্ত ক'র্‌লে ফল ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হলো; কিন্তু দ্রৌপদী লজ্জায় মনের ভাব গোপন ক'রলেন, সুতরাং ফল বৃন্তে যোগ হ'লো না, পরে কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যে কৃষ্ণাকে ব'ললেন, সখি! আর লজ্জা ক'রলে কি হবে, মনের ভাব প্রকাশ কর, নৈলে ফল বৃন্তযোগ হ'চ্ছে না, দ্রৌপদী কাতরা হ'য়ে করযোড়ে কৃষ্ণকে

ব'ললেন, দর্পহারী হে! তোমার মনে এতই ছিল, আজ দাসীর দর্প চূর্ণ ক'রবে ব'লে তোমারি যে এ ছলনা, তা বুঝতে পেরেছি, তুমি অন্তর্য্যামী, তোমার অগোচর কি আছে হরি? আমি মনে মনে কল্পনা ক'রেছিলাম যে, মাতা কুন্তীদেবী যদি কর্ণকে গর্ভে স্থান দিতেন, তবে তিনিও আমার পতি হ'তেন; এই কথা ব'লবার পরেই সেই আম্রটী যথাস্থানে যোগ হ'লো। এই প্রকারে ভগবান্ দ্রৌপদীর পাপ-কল্পনার বিষয় সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ ক'রে তার অহঙ্কার চূর্ণ করেছিলেন; বিশেষতঃ সেই ভগবান্ যখন নিজের দর্প নিজেই চূর্ণ করেছেন, তখন আমার দর্প থাকবে কেন? কালে নিশ্চয়ই চূর্ণ হবে, কিন্তু দাসীর বাসনা কি তিনি অপূর্ণ রাখ্‌বেন? (সদানন্দ প্রতি) বৎস সদানন্দ! তুমি যদি সত্যই সদানন্দ, তবে এ হতভাগিণীকে নিরানন্দে রেখেছ কেন? তোমায় তিরস্কার ক'রে বেশ পুরস্কার পেয়েছি; এখন আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে পূর্ব্বের সকল কথা ভুলে যাও;—একবার কোলে আস্‌বে কি?

সদানন্দ। এতক্ষণে জানিলাম স্নেহময়ী তুমি,
পুত্রের কাতরে তব গলিয়াছে প্রাণ,
বহুদিন মা মা ব'লে ডাকি নাই কারে,
জুড়াব জীবন আজি মাতৃ-সম্বোধনে;

ঘুচে যাবে এতদিনে সে তৃষা আমার,
কোলে নাও জননী গো তনয়ে তোমার।

জয়াবতী। এসরে জীবনাধিক হৃদয় রতন!
বিস্তারিত আছে অঙ্ক তোমারি কারণ।

(সদানন্দকে ক্রোড়ে ধারণ) একি হ'লো? শিশুকে কোলে নিতে সহসা এমন হ'লো কেন? আমার তাপিত হৃদয় শীতল হলো! স্বয়ং শান্তিময় যেন জয়াবতীর কোলে উঠে সকল অশান্তি নাশ ক'রলেন? আমরি মরি! কি জীবন-জুড়ান ধনরে! দেখ্‌লে মনে হয়, যেন স্বর্গের দেবতা নূতন ভাবে লীলা ক'রবার জন্য মর্ত্ত্য-ধামে এসে সদানন্দে গোপালকের গোষ্ঠ-গৃহ আলোকিত ক'রছেন! ভগবান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে বিরাজ করেন বটে, কিন্তু তিনি সামান্য গোপের ভবনে দুগ্ধ-চুরি ক'রতে আস্‌বেন কেন? যিনি ইচ্ছা ক'রলে অনন্ত-কোটি দুগ্ধের সাগর প্রবাহিত ক'রতে পারেন, তিনি কপিলা-দুগ্ধের কাঙ্গাল! এও কি সম্ভব? কিছুতো বুঝ্‌তে পারছিনে! মণির প্রভাবে যেমন রাত্রিযোগে গৃহমধ্যে আলোকের সঞ্চার হয়, এই শিশুকে কোলে পেয়ে আজ আমার মনের অন্ধকার দূর হ'লো! নিশ্চয়ই কোন দুর্লভ মণি—আমি সামান্য গোপ রমণী—তাতে

মহাপাতকিনী কেমন ক'রে চিন্তামণির চিন্তার ধনকে চিন্‌বো? (সদানন্দের প্রতি) বাবা সদানন্দ! তুমি যেই হও, আমার বসন্তের মত প্রাণ-জুড়ান মধুর মা মা বুলি ব'লে একবার আমায় ডাক দেখি ধন! দেহের সন্তাপ দূর হ'ক।

সদানন্দ! এবে কি সন্তানে মাগো! হইয়াছে স্নেহ?
আমি যে তোমার ভয়ে সদাই আকুল!
পিতা মাতা নাহি মোর তোমরাই সব,
স্নেহ না করিলে তুমি যা'ব কোথা আর।

জয়াবতী। বুকের মাণিক তুমি প্রাণের পুতলি,
ভুলে যাও যাদুমণি কুবাক্য আমার;
তুমি মম জ্যেষ্ঠ পুত্র, বসন্ত কনিষ্ঠ,
প্রাণের চেয়েও তোমা করিব আদর।

সদানন্দ। তোমা বিনে কেবা আর করিবে যতন?
ভাগ্য গুণে নিরাশ্রয় বনমাঝে স্থান,
কেহ নাই মম ভোগ্য দিতে উপহার,
কপিলার দুগ্ধ তাই উপচার এবে;
আমা তরে সদা যার কাঁদে মনপ্রাণ
তাহার অন্তরে আমি থাকি চিরদিন;
একমাত্র আশা মোর পূরাও জননি!
কপিলার দুগ্ধ দিয়ে মিটাও পিপাসা।

গীত।

একমাত্র আশা, ঘুচাতে পিপাসা,
তোদের কাছে আসা কপিলা-তরে।
তার দুগ্ধ করি পান, ধরিব মা প্রাণ,
কর সম্প্রদান যাচি গো কাতরে।
দুগ্ধ ভিন্ন এবে নাই মা উপচার,
ভোগ্য-দ্রব্য মম কে দিবে উপহার,
হেরি এ দুঃখ আমার কাঁদে প্রাণ যার,
আমি রই সদা তার বাহিরে অন্তরে।
শিশুমতি আমি নাই মা কোন গুণ,
যার কাছে যাই, সেই বলে নির্গুণ,
আমার কপালে আগুণ, জ্বলে মা দ্বিগুণ,
তাই বুঝি সকলে বিগুণ;
ভিখারী ভাবিয়ে যে করে যতন,
তার কাছে থাকি সেই মম আপন;
আমার কারণ, যত ধন জন,
দিয়ে বিসর্জ্জন তরে সে দুস্তরে।

জয়াবতী। আর কোন চিন্তা নাই ওরে প্রাণাধিক!
কত দুগ্ধ খাবে বাবা শিশু একে তুমি;
সামান্য উদরে তব, যত দুগ্ধ ধরে
উদর পূরিয়া পান ক'রো মনসুখে।

মুকুন্দ। সে কি জয়াবতি! সর্ব্বেশ্বরকে কপিলা দান করবো, বাসনা ক'রেছি, আর তুমি সদানন্দকে কপিলা-দুগ্ধ দিতে স্বীকার ক'রলে?

সদানন্দ। গোপেশ্বর! যদি সর্ব্বেশ্বরকে কপিলা দানের বাসনা হ'য়ে থাকে তবে আমিও সন্তুষ্ট হব, তিনি পেলেই আমার তৃপ্তি হবে।

মুকুন্দ। বৎস! এ তোমার উন্মাদের মত কথা, সর্ব্বেশ্বর দুগ্ধ পেলে তোমার তৃপ্তি হবে, তা কি সম্ভব? এ যে বড়ই আশ্চর্য্য! আমি ভোজন ক'রলে অন্যের কি উদর পূর্ণ হয়? অগ্রাহ্য কথা!

(নেপথ্যে জ্ঞানের গীত)।

তুমি চিন্‌লে না ত চিন্তামণির ধন,
সর্ব্বেশ্বর-সদানন্দে ভাব্‌লে ভিন্ন জন,
ওগো সর্ব্বেশ্বর যে, ঐ শিশু সে,
আকার ভেদ—দুয়ে একা।

(জ্ঞানের প্রস্থান)

মুকুন্দ। কাহার ছলনা পুনঃ না পারি বুঝিতে,
বুঝি সেই ছলী আসি অন্তরীক্ষ হ'তে—
নির্ব্বোধ জানিয়া মোরে গেল উপহাসি;
"সদানন্দ শিশু যেই,—সেই সর্ব্বেশ্বর"

দু'জনেই সমভাব শঠতা-বিদ্যায়,
অথবা পাগলদ্বয় মিলেছে আসিয়া,—
বড়ই আশ্চর্য্য কিন্তু উহাদের কথা ।

(জয়াবতী প্রতি)

এস গৃহে জয়াবতি ! লইয়া বালকে।

(মুকুন্দের প্রস্থান)

জয়াবতী। তবে চল ; (সদানন্দে প্রতি)
চল বাবা সদানন্দ, ঘরে দুধ খাবে চল।

সদানন্দ। আচ্ছা মা, আজ হ'তে পেট ভরে দুধ খাব।

(সকলেব প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।

বৰ্দ্ধমান রাজসভা।

(রাজা কীৰ্ত্তিচন্দ্র আসীন। পার্শ্বদ্বয়ে মন্ত্রী ও
সেনাপতি দণ্ডায়মান।)

কীৰ্ত্তিচন্দ্র। তারপর মন্ত্রিন্!

মন্ত্রী। তারপর, মহারাজ! কেশবহাজারী কিছু দিনের জন্য
সম্রাট্ আরঙ্গজেবের নিকট কর্ম্মে অবসর ল'য়ে স্বদেশ-

যাত্রা ক'রলে দুর্ব্বৃত্ত সুজার প্রতারণায় তাঁরা কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন, পরে কেশবের কনিষ্ঠ পুত্র—বিষ্ণুদাস সাধন-শক্তিবলে সাবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে সম্রাট্ কর্ত্তৃক সকলে কারামুক্ত ও বালিগড় পরগণাস্থ পঞ্চশত গ্রাম পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

কীর্ত্তিচন্দ্র। পুরস্কৃত হ'লেও এ বৰ্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র কর্ত্তৃক শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হবে, বঙ্গের প্রায় অধিকাংশ নগরই এখন আমার শাসনাধীন, কেবল দুরাত্মা ভারামল্লকে পরাজয় ক'রলেই পশ্চিম বঙ্গভূমির প্রায় সমস্তই স্বীয় অধিকারভুক্ত হয়; সম্প্রতি দূত প্রেরণ ক'রে দেখি, যদি অবাধে কর প্রদান ক'রে উত্তম নতুবা সসৈন্যে, যুদ্ধার্থে বহির্গত হবো; কে আছে?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। (অভিবাদন পূর্ব্বক) কি আজ্ঞা মহারাজ?

কীর্ত্তিচন্দ্র। তুমি এই মূহূর্ত্তে রামনগরেশ্বর ভারামল্লের নিকট গমন ক'রে বল্‌বে;—

"যে রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসিছ রাজন্?
কীর্ত্তিচন্দ্র নিজ-বলে করিবে গ্রহণ॥
মঙ্গল-বাসনা যদি হয় তব চিতে।
অঙ্গীকার কর তাঁরে রাজকর দিতে॥

হইলে শরণাগত না লবেন কর।
নতুবা সমরক্ষেত্রে হও অগ্রসর ॥

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ, তবে রামনগর চল্‌লাম।

(দূতের প্রস্থান)

(কাসিমউল্লার প্রবেশ)

কাসিম। মহারাজ? স্যালাম।

কীর্ত্তিচন্দ্র। কে তুমি, কোথা হ'তে এলে?

কাসিম। বাদসার হুকুম তাঁবিল ক'রবার লেগে দিল্লী হ'তি আলাম্।

কীর্ত্তিচন্দ্র। সংবাদ কি?

কাসিম। এই পত্তর পড়ি ছ্যাহেন। (পত্রপ্রদান)

কীর্ত্তিচন্দ্র। (সেনাপতির প্রতি) কর পাঠ সেনাপতি লিপির লিখন।

মিত্রসেন। (পত্রপাঠ)।

শ্রীশ্রীএলাহি
ভরসা।

দিল্লী।

শিরোনামা
শ্রীকিরীৎচাঁদ বর্ম্মণ
রাকিমেষু—
মোং বর্দ্ধমান।

খৃষ্টাব্দ ১৬৬১
৮ ই এপ্রেল,
বঙ্গাব্দ ১০৬৭।২৩ শে চৈত্র।

খাকছারেষু—

বহুত বহুত সরফরাজ বাদ বাৎ এই ;—কিরীৎচাঁদ? তোমার দাখিলী মবলগ বেবাক রোপেয়া আরিন্দা মারফৎ পাইয়াছি, এক্ষণে জানাইতেছি, তোমার অধীনস্থ প্রজাগণকে আমাদের ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্মে আনিবার জন্য উপদেশ দিবে, অন্যথায় জিজিয়া কর দিতে হইবে, নতুবা গর্দ্দান যাইবেক ; এ সম্বন্ধে কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণচন্দ্রকেও জ্ঞাপন করিয়াছি, তুমি সত্বর খবর পাঠাইয়া আমার দিল সরফরাজ করিবে ; আশা করি, খোদার ফজলে তোমরা সকলে বেশ আচ্ছা আছ। ইতি

নিয়াজীম—

শ্রীআউরঙ্গজিব খাঁ,

দিল্লী।

কীর্ত্তিচন্দ্র। আর না যথেষ্ট হয়েছে ,—

(সেনাপতির প্রতি) সেনাপতে! এখন সংবাদ বাহককে বিদায় ক'রে দাও, উত্তর পত্রিকা শীঘ্রই পাঠিয়ে দেবো।

কাসিম। বহুত রোজ ধরি চলি আস্‌তিছি, য়্যাহন দু চার রোজ জিরুতি না পারলি যাতি পারবো ক্যান্‌?

কীর্ত্তি। আচ্ছা বেশ কথা, থাকবার জন্য তুমি একে উপযুক্ত স্থান দাওগে মিত্রসেন!

কাসিম। খাবার কথাড়া বলেন, বড্ডি ভুক্ লাগছি রাস্তার

মদ্দি প্যাট্ ভরি খাতি পাইনি, প্যাঁজ, রশুন, চাল, ডাল, মুন, ঝাল, হল্‌দি পালিই তরকারি বেনিয়ে লিয়ে খাতি পারি।

কীর্ত্তি। যা, যা তোমার প্রয়োজন, সেনাপতিকে বললেই পাবে; (সেনাপতির প্রতি) মিত্রসেন! দেখো যেন পত্রবাহকের কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়, যবন সম্রাটের অনুচর, আহারাদির বন্দোবস্ত ক'রে দাওগে।

সেনাপতি। যে আজ্ঞা মহারাজ, চল্লেম; (দূতের প্রতি) এসহে বাপু। (কাসিম ও সেনাপতির প্রস্থান)।

কীর্ত্তি। (স্বগতঃ) ওঃ কি ভীষণ অত্যাচার! পুত্রোপম প্রজার প্রতি নৃসংশ ব্যবহার! এই কি রাজধর্ম্ম? পূর্ব্বে পাঠান বংশীয় যবন সম্রাট নরমাংস ভোজী দুর্দ্দান্ত ফিরোজ তোগলক কর্ত্তৃক জিজিয়া করের সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার ম্লেচ্ছকুল প্লাবন সম্রাট আকবর সা সে সমস্তই রহিত করেন, আজ আবার একি শুনি? দুরাচার আরঙ্গজেব! এই কি তোমার প্রজা পালন? এই কি তোমার ধর্ম্মাবতার নাম গ্রহণ? অন্যায়রূপে করভারে প্রজাপীড়ন করেও ক্ষান্ত নও? একে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীর উপদ্রবে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে নিরীহ প্রজাগণ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত! তাদের দমন না ক'রে প্রজাপালক পিতা হ'য়ে তার উপর নূতন জিজিয়া করের

প্রতিষ্ঠা? হায়রে! তুচ্ছ রাজ্য লোভে যে জন্মদাতা পিতাকে কারারুদ্ধ ক'রতে পারে তার হৃদয়ে স্নেহ মমতা কোথায়? নিজ বিলাসের জন্য অসংখ্য পুত্রগণের যে প্রাণ—শোষণ ক'রবে তার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দিল্লীশ্বর! এটা স্থির জেনো, অতিবৃদ্ধি পতনের মূল।

মন্ত্রী। বৃথা ক্রোধ ও অনুতাপে কি ফল হবে মহারাজ? মা মঙ্গলময়ী সর্ব্বমঙ্গলাকে স্মরণ করুন, সকল বিষয়ে শুভময় হবে, চিন্তা কি।

কীর্ত্তি। ও মা জগজ্জননি সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি কৃপা না ক'রলে সন্তানের মঙ্গল সম্ভাবনা কৈ মা?

(ত্রিশূল হস্তে ভৈরবীগণের প্রবেশ)

গীত।

কেন ভাবনা ভা-বনা ভব ভামিনী।
জননী সর্ব্বমঙ্গলা, তব মন্দিরে অচলা,
ভয় কি যবনে—স্মরিলে দিবা-যামিনী।
রামরাজ্য ধ্বংস হ'লো, কৃষ্ণের মথুরা গেল,
করাল-কালে গ্রাসিল ধরা নশ্বর-গামিনী।
যবন রাজত্ব যাবে, ভারত ইংরাজের হবে,
শান্তিদায়িনী প্রভাবে, পাবে শান্তি যাদুমণি!

(ভৈরবীগণের প্রস্থান)

কীর্ত্তি। চল্‌লে মাতৃগণ! আচ্ছা যাও, শ্রীচরণে প্রণাম

করি ; (স্বগতঃ) পূজনীয়া ভৈরবীগণের প্রবোধবাক্য-সূচক সঙ্গীতে কতকটা আশ্বস্ত হলেম মুসলমান রাজত্ব ধ্বংস হলেই নিরাপদ।

(জনৈক ব্রাহ্মণসহ সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। মহারাজ! দস্যুকর্তৃক এই ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বনে অতি কষ্টে কালযাপন ক'রছেন ; স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিতে ব্রাহ্মণের বহু পরিবার ; একজনের ভিক্ষায় সংসারস্থ সকলের ভরণপোষণ না হওয়ায় মহারাজের সাহায্যপ্রার্থী।

কীর্ত্তি। ব্রাহ্মণের সত্যবাদিতার বিশিষ্ট প্রমাণ কি পেয়েছ ?

সেনাপতি। এই ব্রাহ্মণের জন্য গ্রামবাসী সকলেই কাতর হ'য়ে মহারাজের নিকট সাহায্য-প্রার্থনা ক'রতে আস্‌ছিলেন, আমি তাঁহাদের বিদায় দিযে কেবল এই ব্রাহ্মণকেই আস্‌তে ব'লেছি।

ব্রাহ্মণ। ও মা কুলকুণ্ডলিনি! আর কতদিন এই ভবসাগর—তরঙ্গে ভেসে ভেসে বেড়াব মা, স্বগুণে সন্তানকে কূলে তুলে দিয়ে কুলদায়িনী নামের মহিমা বৃদ্ধি কর, আমার কুল পবিত্র হ'ক।

কীর্ত্তিচন্দ্র। (স্বগতঃ) মা সর্ব্বমঙ্গলা বুঝি এত দিনে আমার পূর্ব্বসংকল্প সিদ্ধির সূত্রপাত ক'রলেন, ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণুতে অভেদাত্মা ; ব্রাহ্মণের সেবায় ভগবান্ সন্তুষ্ট হন, আমার

ভূ-সম্পত্তির চতুর্থাংশ ভারতীয় হিন্দু দেবদেবী ও ব্রাহ্মণগণ চরণে উৎসর্গ ক'রে—ব্রাহ্মণ্যদেবের করুণা লাভে ধন্য হব, কীর্ত্তিচন্দ্রের এ কীর্ত্তি যেন চিরকালের জন্য কীর্ত্তিত হয়; ও মা মঙ্গলময়ি! তোমার অকৃতী সন্তানের এই বাসনা পূর্ণ কর। (ব্রাহ্মণের প্রতি) ভগবন্! এই সিংহাসনে উপবেশন করুন! শ্রীচরণে প্রণাম হই (প্রণাম)।

ব্রাহ্মণ। আশীর্ব্বাদ করি, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও পরোপকার-সাধনে মতি হ'ক; মহারাজ! সন্ন্যাসীর সিংহাসনে উপবেশন শোভা পায় না, আমার নিকট কুশাসন আছে বিস্তার ক'রে উপবেশন ক'রছি।

(কুশে উপবেশন)

কীর্ত্তিচন্দ্র। সেনাপতে! আগামী বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ার শুভক্ষণে দেবদেবী ও ব্রাহ্মণসেবার্থে কিছু ভূ-সম্পত্তি উৎসর্গ ক'রবো, তুমি শীঘ্রই ভেরীবাদকগণকে ঘোষণা দিতে আদেশ কর যে, আমার রাজ্যে যত ব্রাহ্মণ আছেন যেন সকলে পূর্ব্বদিন এখানে সমবেত হন। তাঁদের বাসের ও আহারাদির জন্য সুবন্দোবস্ত অগ্রেই প্রয়োজন, কোন বিষয়ে যত্নের ক্রটী না হ'য়।

সেনাপতি। রাজাদেশ—অবশ্য পালনীয়, শীঘ্রই সুন্দররূপে সম্পন্ন হবে।

কীর্ত্তিচন্দ্র। (ব্রাহ্মণের প্রতি) মহাত্মন্! আপনিও উক্ত দিনে পদধূলি দানে কৃতার্থ ক'রবেন।

ব্রাহ্মণ। (স্বগতঃ) সত্যই নরনারায়ণ অর্জ্জুন কীর্ত্তিচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ ক'রে বর্দ্ধমান রাজ সিংহাসন আলোকিত ক'রেছেন, তা না হ'লে দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ অচলা ভক্তি হবে কেন? দেব দ্বিজোদ্দেশে চতুর্থাংশ ভূমি উৎসর্গ! এমন বদান্যশীল কে আছে? "কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি" কীর্ত্তিচন্দ্রের এ অক্ষয়কীর্ত্তি চিরদিনের জন্য প্রস্তরফলকের ন্যায় অঙ্কিত থাক্‌বে; (প্রকাশ্যে) বর্দ্ধমানেশ্বর! আমার নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই, নির্জ্জনে ইষ্টসাধনা করাই উদ্দেশ্য; নিরন্ন সংসারের জন্য এতদিন অবসর পাই নাই, আপনার কৃপায় সে অভাব মোচন হওয়ায় আজহ'তে নিশ্চিন্ত হ'লেম, আপনি অন্নদাতা পিতা হ'য়ে তা'দের পালন ক'রবেন; আমি তপশ্চরণে বনে চ'ললেম।

(ব্রাহ্মণের প্রস্থান)

কীর্ত্তিচন্দ্র। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তপস্বী; পরিবার প্রতিপালন জন্য এতদিন সংসারবন্ধন ছিন্ন ক'রতে পারেন নি, ভগবান্ আজ ব্রাহ্মণের সংসারের ভার আমার উপর অর্পণ ক'রে তাঁকে ইষ্টসাধনে বনে পাঠালেন। সেই মঙ্গলময় যাকে যা করাচ্ছেন সে তাই ক'রছে, মানবের

ইচ্ছায় কিছুই হয় না; ভগবন! দাসের ভূমিদান-ব্রত যেন নিরাপদে উদ্‌যাপন হয়, শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

(কীর্ত্তির প্রবেশ)

গীত

যা ভেবেছ ক'রে যাও বিলম্বে কি ফল।
ম'রে গেলেও নাম ডুবেনা কীর্ত্তি ঘোষে ভূমণ্ডল ॥
যে কটাদিন হেথা থাক, সর্ব্বমঙ্গলারে ডাক,
সৎকর্ম্মেতে মতি রাখ, কর ধর্ম্মবল সম্বল।
শেষদিনের কর সঙ্গতি, ধর্ম্মকীর্ত্তি সাথের সাথী,
জীবিত সে যার কীর্ত্তি, রেখো কীর্ত্তি নিরমল ॥

(কীর্ত্তির প্রস্থান)

কীর্ত্তিচন্দ্র। সন্তানে আশিস্ ক'রো কীর্ত্তি দয়াময়ি!
দান, ধ্যান, দয়া, ভক্তি, পর-উপকার,
এ জীবনে ধর্ম্মকর্ম্ম সদা অনুষ্ঠিত,
কীর্ত্তির সুকীর্ত্তি যেন হয় উপার্জ্জন।

(মায়ানারীগণের প্রবেশ)

গীত

মীনকেতন বিধিছে মরম, সরম লাজ নাই এখন।
সরলা অবলা জিনি শশিকলা প্রবলা আকুল জীবন ॥
কোকিল কূজনে, মলয়পবনে, উহু উহু মরি প্রেম হুতাশনে,
তোমা হেন নিধি পরম যতনে, রাখিব হৃদয়ে অনুক্ষণ।

পিপাসিতা চাতকিনী, আমরা রমণী, সুশীতল বারি বরষ এখনি,
জুড়াও পরাণ স্মরশিরোমণি, দিয়ে প্রেম আলিঙ্গন॥

কীর্ত্তিচন্দ্র। তোমরা জননী মায়া নারীগণ!
সন্তানে দেখাও কেন প্রলোভন?
ব'লোনাক আর কুৎসিত বচন,
পুত্রের প্রণাম করহ গ্রহণ; (প্রণাম)
শ্রীচরণে মাতঃ লইনু শরণ,
ত্বরায় স্বস্থানে কর পলায়ন।

মায়ানারীগণের গীত।

ছলিতে তোমারে হেথা আগমন, তুমি বাছাধন কসিত কাঞ্চন,
ভাব সদা সর্ব্বমঙ্গলা চরণ, কর সেপদ চিন্তন অর্চ্চন।

(মায়ানারীর প্রস্থান)

কীর্ত্তিচন্দ্র। ধন্য মায়ার মোহিনী শক্তি! কুহক মন্ত্রপ্রভাবে সকলেই মুগ্ধ; ক্ষীরোদ সমুদ্রে সর্পশয্যাশায়ী ভগবান কিন্তু যখন দেবী মহামায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলেন, তখন ভ্রমান্ধমানবের কি সাধ্য যে মায়ার শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রতে পারে, তিনি জ্ঞানিদের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ ক'রে মোহগর্ত্তে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু সেই মা যার প্রতি সদয়া হ'ন, সে অনায়াসে মায়ার মোহ আবরণ মুক্ত ক'রে চরমে পরমপদ লাভ করে। মহা-

মায়ার কৃপা ভিন্ন মুক্তির উপায় আর নাই; ওমা মহামায়ে সর্ব্বমঙ্গলে! অজ্ঞান পুত্রের প্রতি স্বগুণে অনুকূলা হ'য়ে শ্রীচরণে স্থান দিও, তোমার ধ্যান ক'রতে ক'রতে প্রাণ যেন বহির্গত হয়; আজ মা সর্ব্বমঙ্গলার পূজা ক'রে অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন ক'রবো; (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিন্! মাতৃপূজার আয়োজন জন্য অন্তঃপুরে সংবাদ দাও, এখন সভাভঙ্গ করা যাক্।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ। (সকলের প্রস্থান)।

পঞ্চম অঙ্ক।

উলুবন।

(তারকেশ্বর শিবলিঙ্গ অবস্থিত)

(সরোজ, সন্তোষ, মকরধ্বজ ও বসন্তের গান
করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

উলুবনে গোচারণে ফুল্লমনে চল যাই।
জীবন জুড়াব, সুখশান্তি পাব, খেলিব মিলি সবাই।

মাঠ হ'তে ধান্য কুড়ায়ে আনিব, পাথরে রাখিয়ে যতনে কুটিব,
চাউল ভিজায়ে সকলে খাব, ক্ষুধাশান্তি হবে ভাই!
গাভীগণ দ্রুত গিয়ে সারি সারি, দুগ্ধ ঢালে সেই প্রস্তর-উপরি,
দুগ্ধ ক্ষরে হায়! যাই বলিহারি! সদা অবিরল ধারে;—
না জানি কাহার প্রভাবে, তেমতি সে পাথর কি গুণ ধরে,—
অলৌকিক ভাব নিরখি গোপনে, বিনোদ-খেলা খেলিব বিপিনে,
শুনি কুম্ভীর-রব, ভয় নাহি পাব, (তার) গম্ভীরস্বর—কি বালাই।

মকরধ্বজ। আমরা এই বনে এতদিন গরু চরাতে এসে ঐ পাথরটায় ধানকুটে চাল ভিজিয়ে খাচ্ছি, আগে ভয়টয় পাইনি, কিন্তু ভাই কাল বড় ভয় পেয়েছি, পাথরটায় সত্যিই ভূতপ্রেত বাসা নিয়েছে।

সন্তোষ। ঠিক কথা মকর, যে দিন সরোজ আর তুমি মামার বাড়ী গিছ্‌লে, আমি একলা গরু চরাতে এসেছিলাম, গরুগুলো ছেড়ে দিয়ে ঐ বটগাছের তলায় ব'সে আছি, তাবই গাইগুলো ছুটোছুটী গিয়ে ঐ পাথরটার উপর হুড় হুড় ক'রে দুধ ঢেলে দিলে? আর পাথরটা হ'তে সন্ন্যাসীর মত জটা-মাথায়—বাঘছাল-পরা একটা পুরুষ বেরিয়ে দুধ খেতে লাগ্‌লো, আমি তাই দেখে ভোঁ-দৌড়! একেবারে ঘোষেদের নপোণের ধারে; ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে ছিল আর কি? সত্যই ভাই, সেটা বেম্যদত্তি,—তার কোন ভুল নেই।

সরোজ। আমি ভাই একদিন ধান কুড়িয়ে এনে ঐ পাথরটার উপর রেখে যেমন কুটুছি, অমনি কে যেন "উঃ আমার প্রাণ যায়, আর যাতনা সহ্য হয় না" এরূপ অনেক কথা ব'ললে, তখনি সট্ ক'রে একটা মেয়েমানুষ এসে প'ড়লো, আর ভাই পাথরটা হ'তে নট্ ক'রে একটা পুরুষ বেরিয়ে প'ড়ে যেন ভেল্কী লাগিয়ে দিলে। আমি সেই দেখে পগার পার।

মকরধ্বজ। মেয়েটার রূপই কি! কারো সঙ্গে সে রূপের তুলনা হয় না, তা'দের দু'জনেরি তিনটে চোক্! যখন মেয়েটা এলো, তখন সেখানটা আলোময় হ'য়েছিল, সেই আলো দেখে দে ছুট্, তারই গরু আন্তে গিয়ে দেখি, আর কোথাও কিছু নাই,—যেখানকার পাথর সেই খানেই প'ড়ে আছে।

বসন্ত। পাথরের তো আশ্চর্য্য গুণ! পায়ের ধূলোর গুণে পাথর মানুষ হ'য়েছিল শুনেছি, মাঝি সোণার নৌকা পেয়েছিল তাও জানি, কিন্তু পাথরে যে তিন চোকো মানুষ হয়ে দুধ খায়, এ কথা কখনো শুনিনি, এ তো বড় আশ্চর্য্যি ভাই!

মকরধ্বজ। ওরে ভূতপেরেত বেম্যদত্তির কাজই সব আশ্চয্যি! এখন এক কাজ করি আয়, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, ঐ পাথরটায় ধান কুটে চাল ভিজিয়ে খাইগে চল্।

সন্তোষ। মাঠ হ'তে ধান কুড়িয়ে আনিগে চল্, নৈলে এখানে ধান পাব কেমন ক'রে?

সরোজ। কাল আমি অনেক ধান ঐ উলু ঘাসের ভিতর রেখে দিয়েছি।

মকরধ্বজ। তবে আর ধানের জন্য ভাবনা নাই, কিন্তু ভাই, ধান কুট্‌তে কুট্‌তে পাথর হ'তে বেম্মদত্যি উঠে এসে যদি আমাদের ঘাড় ভাঙ্গে, তাহ'লেই তো কান্নাহাটী।

বসন্ত। ওরে ভাই রামনামে ভূতের ভয় থাকে না, মা ব'লেছেন, উপদেবতার ভয় পেলে রামনাম স্মরণ ক'রতে হয়, ভয়হারা রাম তীর ধনুক নিয়ে ভক্তকে সদাই রক্ষা করেন, তবে আর ভয় কি ভাই, যাঁর নামে ভূত পালায়, উচ্চৈঃস্বরে সেই ধনুকধারী রামচন্দ্রের নাম ক'রবো, সকল ভয় দূর হবে।

সরোজ। বেশ ব'লেছিস্ ভাই, রামনামে ভূতের ভয় দূর হয় সত্য, বেম্মদত্যি এলে আমরা সবাই মিলে রাম রাম ব'লে ডাক্‌বো, তাহ'লে নিশ্চয়ই সে পালিয়ে যাবে, এখন ধান কুটি আয় ভাই।

গীত।

আয় আয় আয় ধান কুটি আয়, পাথরে ধান রাখরে সবাই।
তালে তালে কুতূহলে, ঘা মেরে চাল কাঁড়বো রে ভাই।

যত ধান পাথরে থুয়ে, গুঁড়ো ক'রবো বাড়ীর ঘায়ে,
খাব সবে চাল ভিজায়ে, ক্ষুধার জ্বালা আর রবে নাই।
উপদেবতা এলে পরে, রামনামে পলাবে দূরে,
নেচে নেচে উচ্চৈঃস্বরে, আয়না রামের গুণ গাই।

(রাখালবেশী সদানন্দের আবির্ভাব)

সদানন্দ। জ্ব'লে গেল মাথা ওহো দারুণ যাতনা,
সহা নাহি যায় আর বহির্গত প্রাণ—
বিগত হইল আজ দ্বাদশ বরষ—
শিরে শস্য নিষ্পেষণ নাহিক বিরাম ;—
রাখালেরা ধান্য কুটি ক'রেছে গহ্বর ;
বাজের আগুণ যেন জ্বলিছে মাথায় ?
কি করি উপায় এবে না পাই ভাবিয়া
ভক্ত মম গোপশিশু প্রাণের অধিক,
পারি কি বেদনা দিতে ভক্তের অন্তরে ?

(রাখালগণের প্রতি)

কেন গোপশিশুগণ ! ধান্য কুটি শিরে,
দিতেছ বেদনা আর ? ক্ষান্ত হও সবে ;
মাথার ব্যথায় বড় হ'য়েছি কাতর ;
ধান্য আর কুটিওনা কভু মম শিরে,
এই দেখ হইয়াছে ভীষণ গহ্বর ?

মকরধ্বজ। (সভয়ে) ওরে ! ঐ যে রে ! ঐ যে রে !

বেম্মদত্তিরে! পালাই কোথারে! রাম, রাম, রাম,
(ইতস্তুতঃকরণ)

সুরাজ। (সভয়ে) তাই তোরে? ঠিক বেম্মদত্তি যেরে! ঐ ধরলে! ঐ ধরলে! যাই কোথারে বাবা? রামচন্দ্র, রামচন্দ্র! (পলায়নোদ্যোগ)

সন্তোষ। আঃ ভয় কি তোদের? ও বেম্মদত্তি হ'লেও আমরা চারজন আছি, আর ও একটা ছেলে মানুষ বেম্মদত্তি, ওর কি সাধ্য যে আমাদের ঘাড়ে হাত দেয়।

বসন্ত। তোরা কাকে বেম্মদত্তি ব'ল্‌ছিস? ও কে যে আমাদেরি মত রাখাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে, চুপ কর, চুপ কর, আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি, (সদানন্দ প্রতি) আচ্ছা ভাই! তোমার নাম কি? তোমায় ভূত মনে ক'রে আমরা ভয় পেয়েছি, আর রাম রাম ব'লছি, তুমি কে ভাই পরিচয় দাও।

সদানন্দ। আমার পরিচয় শুনে তোমাদের কি হবে ভাই, আমি বড় হতভাগ্য, আপনার ব'লতে আমার কেউ নাই, তবে যারা আমায় ভাল বাসে, স্নেহ যত্ন করে তাদের কাছে থাক্‌তেই ভাল বাসি, তারাই আমার একমাত্র আশ্রয়; আত্মীয়তা স্থাপন ক'রে তাদের সুখে সুখী হই, এবং তাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করি; তোমাদের কাছে ভালবাসা, যত্ন ও আনন্দ পাব ব'লে এই উলুবনে পাথর

হয়ে প'ড়ে আছি, মাথায় ধান-কুটার যাতনাও ভুলে-ছিলাম, কিন্তু আর সহ্য ক'রতে পারলেম না, সেই জন্যই তোমাদের কাছে ছুটে এলাম, আর ভাই পাথরে ধান কুটোনা ; আমি ভূত নই তবে সকল ভূতের কর্ত্তা ব'লে সবাই আমায় ভূতনাথ বলে। সর্ব্বদা ভূতসঙ্গে বিহার করি, ভূতের সঙ্গে নিয়তই আমার খেলা, তাই তোমাদের সঙ্গেও খেলা ক'রতে এসেছি, আমায় দেখে ভয় পাবার কারণ কি ভাই !

সরোজ। এর কথা কিছুইতো বুঝতে পারছিনে, ছোঁড়াটা পাগল নাকি ?

সদানন্দ। আমি ভাই সত্যই পাগল, আমার উন্মাদ রোগ যাবার নয়, তবে বৈদ্যনাথ-আরাধ্য বৈদ্য পেলে অনেকটা শান্তি পাই, তাঁরো অন্বেষণ ক'চ্ছি,কিন্তু দেখা পাচ্ছিনে।

(ব্রাহ্মণ-বেশে বিষ্ণুর প্রবেশ)।

ব্রাহ্মণ। অন্বেষণ আর ক'রতে হবেনা, আমি এসেছি ; তোমায় ছেড়ে কি আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারি, তাই এলাম, এখন কি উদ্দেশ্য বল।

সদানন্দ। ঠাকুর ! কিঙ্করকে মনে প'ড়েছে ? তোমারি আদেশে এখানে এলাম, কিন্তু মাথায় ধান-কুটার জন্য বড় জ্বালা ! প্রাণ বহির্গত হয় ! মহিমা-প্রচারে—পাপী-উদ্ধারণে আর কাজ নাই—চল স্বধামে যাই।

ব্রাহ্মণ। তুমি কি একাই যাতনা ভোগ ক'রছো? তোমার জন্য আমিও কষ্ট পাচ্ছি; উপস্থিত ক্লেশ সহ্য কর, পরিণামে সুখ পাবে। রাখালগণ প্রিয় ভক্ত; ভক্তের প্রহার কি যন্ত্রণা দিতে পারে? গোলোকের সেই শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম রাখাল-চতুষ্টয় দেবদেহ ত্যাগ ক'রে ঐ দেখ বসন্ত, মকরধ্বজ, সরোজ ও সন্তোষ নরাকারে গোপশিশুরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছে, এখন পূর্ব্বস্মৃতি সমস্তই বিস্মৃত; কার্যশেষে সকলেই স্ব স্ব ধামে চলে যাবে, আর বৃথা দুঃখাভিমান ক'রোনা, অচিরেই পরমানন্দ লাভ ক'রবে। সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধিপান হ'লেই সকল যন্ত্রণার শান্তি হবে, সে জন্য চিন্তা কি?

সদানন্দ। সিদ্ধি পাব কোথা ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ। সেকি? নিজে যিনি সিদ্ধেশ্বর; অসিদ্ধি হরণ জন্য যাঁর শুভঙ্কর শিব নাম, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যাঁর করতলস্থ, তাঁর সিদ্ধির অভাব? এযে প্রলাপের মত কথা?

বসন্ত। ঠাকুর! কে আপনি? আর ইনিই বা কে? কি জন্য এখানে এসেছেন, দয়া ক'রে সবিশেষ পরিচয় দিয়ে ধন্য করুন।

ব্রাহ্মণ। গোপশিশুগণ! আমাদের পরিচয় কার্য্যান্তে সমস্ত জান্‌তে পারবে, এখন এস, তোমাদিগকে আজ একটা নূতন খেলা শিখিয়ে দিই।

সন্তোষ। তোমায় বামুন ঠাকুর ব'লে বোধ হ'চ্ছে, কি নূতন খেলা জান আমাদের শিখিয়ে দাও।

মকরধ্বজ। } ঠাকুর! আমরাও নূতন খেলা শিখ্‌বো,
সরোজ। } আমাদের নিয়ে খেলা ক'রবেতো?

ব্রাহ্মণ। খেলা ক'রতেই আমাদের আসা, আমরা খেলাই ভালবাসি, ঐ যে পাথরে তোমরা প্রত্যহ ধানকুটে খাও, ওতে তারকেশ্বর-শিবের অস্তিত্ব আছে, স্বয়ং কৈলাস-নাথ কৈলাসধাম ত্যাগ ক'রে ঐ পাথরে শিবলিঙ্গরূপে অবস্থান ক'রছেন, তোমরা আজ হ'তে ওতে আর ধানকুটে খেওনা, তাহ'লে তোমাদের বড় অমঙ্গল হবে, এখন সকলে এস, ঐ শিবলিঙ্গে সচন্দন বিল্বদলাদি অর্পণ ক'রে অনাদিলিঙ্গ তারকেশ্বর-শিবের মস্তক-যন্ত্রণা নিবারণ করি; তাহ'লেই নূতন খেলা শিক্ষা হবে, কেবলমাত্র তোমাদের সঙ্গে খেল্‌তে আসাই উদ্দেশ্য।

গীত।

কেবল খেল্‌তে আসা তোমাদের সনে।
কে কেমন খেলে ভূতলে এসেছি দরশনে॥
সবে এস মজি ভাই নূতন খেলায়, ভক্তিভাবে
পুষ্পাঞ্জলি দাও মিলি ঐ শিলায়, তারকনাথ—
ওতে আবির্ভাব, কৈলাস ত্যজি হ'লেন এভাব,
(ওতে ধানকুটে কেউ খেওনা আর, মাথার যাতনায়

যে কাতর ইনি,) ভবে দেখাও প্রভাব, খেলার কি
ভাব, পূজি ভস্ম-ভূষণে। এ শান্তিময় খেলা ভুলে—
চমৎকার, মোহমায়ায় মুগ্ধ নরে, করে কত
অহঙ্কার, মত্ত কামিনীকাঞ্চনে, অনিত্যধন
আকিঞ্চনে (খেলা চায়না এমন শান্তিজনক,
ভবে সংসেজে তাই আসে যায়)
ক্ষান্ত যোগীন্দ্র সাধনে রত পাপার্জ্জনে।

বসন্ত। ঠাকুর! ইনিই কি তবে তারকনাথ? আমরা যখন এই পাথরে ধান কুটি, তখন ইনিই এসে ব'ললেন,"মাথার যাতনায় আমার প্রাণ যায়, ঐ পাথরে তোমরা আর ধান কুটে খেও না, এই দেখ মাথায় গর্ত্ত হ'য়েছে" তাহ'লে নিশ্চয়ই ইনি দেবতা,আর আপনিও ব'ল্লেন; ওঃ এতক্ষণে আমার চৈতন্য হ'লো! তাই বুঝি গাইগুলো তাড়াতাড়ি ঐ পাথরে দুধ ঢালতে যায়? এই পাথরে যে দেবতা আছেন তাতে কিছুমাত্র ভুল নেই; ঠাকুর! আসুন তবে, সে খেলা আমাদের দেখিয়ে দেন, আমরা সবাই খেলাব।

মকরধ্বজ। সবাই খেলাব বটে, কিন্তু ঠাকুর ব'ললেন ফুল বিল্বপত্র চাই, এখানে ফুল বিল্বপত্র পাব কিরূপে?

(বিল্বপত্রাদি লয়ে নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। ফুলের অভাব সে কি কথা?
এ ফুল যে ভাই যথা তথা।

আমার কাছে সবি আছে,
ভাবনা কের ক'রছো মিছে ॥
ধুতরো ফুল—বেলের পাতে।
পাগল সন্তোষ বড় তাতে ॥
দাও গাঁজা আর দুধ-সিদ্ধি।
সকল বাসনা হবে সিদ্ধি ॥
ঘুচাও যদি মনের কালী।
ব'সো নিযে ভাই পুষ্পাঞ্জলি ॥
এই লও ফুল যত চাও।
রাশি রাশি ঢেলে দাও ॥
কেমন ফুল্ল ফুলের দল।
দ্বিদল ত্রিদল শতদল ॥
পূজ সবাই তারকনাথে।
খেলার সাধ মিটবে এতে ॥

গীত

ফুল্ল ফুলদল, দ্বিদল ত্রিদল, আদি শতদল এনেছি সকল।
দাও রাশি রাশি ঢালি, সকলেতে মিলি, ল'য়ে পুষ্পাঞ্জলি
পূজরে কেবল।
গাঁজা সিদ্ধি আর যত উপচার, দিয়ে তারকনাথে তোষ অনিবার,
অমর-বাঞ্ছিত পদ কর সার, অন্য খেলায় আর, কিছু নাই ফল।

পূজা দ্রব্য যাহা হবে প্রয়োজন, ক'রেছি ভাই তার সবই আয়োজন,
করযোড়ে ধর পূজোপকরণ, তারকনাথ মাহাত্ম্য ঘোসুক ভূতল।

ব্রাহ্মণ। তবে আর চিন্তা কি, যথেষ্ট ফুল পাওয়া গেছে, এখন তোমরা পুষ্পাঞ্জলি ল'য়ে সারি সারি ব'সো, আর ঐরূপ চিন্তা ক'রে ভক্তি পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দাও।

বসন্ত। কোন্‌রূপ চিন্তা কর্‌বো ঠাকুর?

নন্দী। বাপের চেয়েও ছেলের জ্ঞান,
ক'রতে চায় রূপের ধ্যান॥
কও ঠাকুর কিরূপ তাঁর।
ঘুচে যাক ভ্রম অন্ধকার॥

ব্রাহ্মণ। মুকুন্দ কুমার! তোমার এরূপ জ্ঞান হ'য়েছে দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলেম, তাঁর কেমন রূপ শুন্‌বে? আচ্ছা শোন;—রজত পর্ব্বতের মত তাঁর প্রকাণ্ডদেহ, মনোহর অৰ্দ্ধচন্দ্র ললাটভূষণ, রত্নালঙ্কারে দেহ উজ্জ্বল, বামহস্ত দুটিতে পরশু ও মৃগ, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রা আছে, ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক পদ্মাসনে প্রসন্নভাবে উপবিষ্ট, দেবগণ চতুর্দ্দিকে থেকে স্তব করেছেন, তিনি জগতের আদি ও মূল কারণ এবং সমস্ত ভয়নাশক, তাঁর পাঁচটি মুখ, প্রতিমুখে তিনটি ক'রে চক্ষু আছে, এইরূপ চিন্তা ক'রে তারকনাথের পুষ্পাঞ্জলি দাও।

বসন্ত। ঠাকুর! তবে কি ইনি সে তারকনাথ ন'ন? তাঁর

রূপের কথা যা ব'ললেন, কৈ? এ বালকের তো সেরূপ কিছুই দেখছিনে? আপনি তবে কোন্ দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে ব'লছেন, ইনিই যদি তারকনাথ, তবে আপনার ধ্যানের সঙ্গে মিললো কৈ?

নন্দী। দেবতার লীলা বুঝা ভার।
ইচ্ছামত ধরেন আকার॥
এখন দেখ্‌ছো ক্ষীণকায়,
পরে দেখ্‌বে পর্ব্বত প্রায়!

ব্রাহ্মণ। কিছুতে সন্দেহ ক'রোনা, তাঁর প্রকৃত রূপের কথাই ব'লেছি, কিন্তু তিনি সময়ে নানারূপ ধারণ করেন, তিনিই ঐ বালকরূপে অবস্থান ক'রছেন, এখন সবাই মিলে ঐ শিবলিঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি দাও।

সকলে। যে আজ্ঞা ঠাকুর।

নন্দী। আমি কেন আর থাকি বাদ।
পূজি চরণ মিটাই সাধ॥
তবে ঠাকুর ব'সো আসনে।
মন্ত্র বলাও কিঙ্করগণে॥

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা বল;—
তুমি দেব জ্ঞানদাতা মুক্তির সোপান।

সকলে। তুমি দেব জ্ঞানদাতা মুক্তির সোপান।

ব্রাহ্মণ। তোমার করুণা-গুণে জীবে পায় ত্রাণ।

সকলে। তোমার করুণা-গুণে জীবে পায় ত্রাণ।

ব্রাহ্মণ। সবে মিলি করি তোমা পুষ্পাঞ্জলি দান।

সকলে। সবে মিলি করি তোমা পুষ্পাঞ্জলি দান।

ব্রাহ্মণ। লও হে তারকনাথ করুণানিধান।

সকলে। লও হে তারকনাথ করুণানিধান।

ব্রাহ্মণ। এইবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সাজিয়ে দাও।

সকলে। যে আজ্ঞা। (পুষ্পাঞ্জলি দান ও পুষ্পমাল্য আদি)

(দ্বারা সজ্জিত করণ)।

ব্রাহ্মণ। এইবার প্রণাম কর ;—বল,—

প্রণমি শ্রীপায়, যেন হে কৃপায়,

কৃপণ হ'য়োনা দাসে।

সকলে। প্রণমি শ্রীপায়, যেন হে কৃপায়,

কৃপণ হ'য়োনা দাসে।

ব্রাহ্মণ। না জানি ভজন, না জানি পূজন,

পদে স্থান দিও শেষে॥ (প্রণাম)

সকলে। না জানি ভজন, না জানি পূজন,

পদে স্থান দিও শেষে॥ (প্রণাম)

সদানন্দ। (বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক, রাখালগণ প্রতি)

উঠ প্রাণাধিক সব, আর প্রণাম ক'রতে হবে না, তোমাদের প্রতি বড় সন্তুষ্ট হ'য়েছি।

ব্রাহ্মণ। (সদানন্দ প্রতি) এই তো পূজা-প্রকাশের সূত্রপাত হ'লো, তবে আসি আমি। (প্রস্থান)

সদানন্দ। আচ্ছা ঠাকুর, আসুন তবে, কিঙ্কর ব'লে যেন মনে থাকে; (রাখালগণের প্রতি) ভাই রাখালগণ! তোমরা এখন গৃহে যাও, কিন্তু প্রতিদিন এখানে এসে এই প্রকার খেলা ক'রো; তাহ'লে তোমাদের সকল অমঙ্গল দূর হবে।

রাখালগণ। যে আজ্ঞা, তবে আমরা আসি।

(রাখালগণের প্রস্থান)

সদানন্দ। (নন্দীর প্রতি) প্রাণাধিক নন্দীকেশ? তুমি ভিক্ষার্থে গমন কর, ভিক্ষা ভিন্ন সম্প্রতি নিরুপায়, রামনগর রাজা তারামল্লকে জ্ঞান দান না ক'রলে, ষোড়শোপচার প্রাপ্ত হওয়া সন্দেহ; এখন ভিক্ষায় যাও।

নন্দী। আচ্ছা ঠাকুর, ভিক্ষা ক'রতেই চ'ল্লেম।

খেপার সনে যথায় রই।
কাজ নাই আর ভিক্ষা বই ॥
তাই আমি চাই চিরকাল।
যেন শিবে সেবি কাটে কাল ॥
তবে আসি ঠাকুর। (নন্দীর প্রস্থান)
(মুকুন্দের অন্তরালে অবস্থিতি)

মুকুন্দ। অহো, কিবা অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনা!
মিলি যত গাভীদল কপিলার সনে,
একে একে ঢালে দুগ্ধ প্রস্তর-উপরি,
মরি মরি, বলিহারি কি আশ্চর্য্যভাব!
রাখালেরা পুষ্পাঞ্জলি দিল শিশুপায়,
আশিস্ লভিয়া শেষে গৃহে গেল সবে।
প্রাণাধিক বসন্তও ছিল সেই সনে,
শিখেছে নূতন খেলা তারকনাথ পূজা;
প্রত্যক্ষ করেছি সব থাকি অন্তরালে।
সকলি যথার্থ বটে, কিন্তু এক কথা,—
স্বপনে যেরূপ হেরি কোথা সেইরূপ?
ক্ষীণকায় শিশু একে পীতধটী পরা?
শিরোদেশে সুশোভিত চাঁচর-চিকুর।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে তাঁর অতি জ্যোতির্ম্ময়!
রজত-গিরির সম প্রকাণ্ড মূরতি—
বয়সের সীমা নাই—অজর অমর,
কটিদেশে বাঘছাল হাড়মালা গলে
শিরে জটা, তারি মাঝে শোভে সুরধুনী?
গভীর নিশাথে আসি হলেন উদয়;
সতত মাভৈঃ বোল হাসিভরা মুখে!
সহসা সেরূপ হেরি কাঁপিল অন্তর!

উড়িল পরাণ ভয়ে ; কিন্তু সে দয়াল,—
পদ্মহস্ত বুলাইয়া সর্ব্বাঙ্গে আমার,
স্বগুণে অভয়-দানে হরিলেন ভয় ;
দিব্য জ্ঞানোদয় মোর হইল তখন।
কিন্তু আমি গোপাধম স্তুতি নাহি জানি,
পড়িয়া চরণ-তলে মাগিনু অভয়।
দয়ার সাগর তিনি বলিলেন মোরে,
"তুই বাপ ভক্ত মম নাহি ভয় তোর,
এসেছি কৈলাস ত্যজি আমি আশুতোষ,
উলুবনে আবির্ভাব প্রোথিত প্রস্তরে।
কল্য গিয়ে উলুবনে পূজিবি আমায়,
শিব-পূজা আজীবন নিত্য-কার্য্য তব,"
কভু যেন মমাদেশ ক'রোনা লঙ্ঘন।
এলাম এখানে তাঁর প্রত্যাদেশ হেতু,—
সকলি স্বরূপ হেরি, কিন্তু তিনি কোথা ?
অনন্ত মূরতি তাঁর শুনি সবে বলে,
তবে কি শিশুর বেশে সেই প্রভু ইনি ?
নাহিক সন্দেহ আর নিশ্চয় ধারণা—
ভবসিন্ধু-কর্ণধার শিব অই শিশু !
পদতরী-দানে পার করিতে উদয় ;
এই বেলা লই তবে চরণে শরণ ;—

(জানু পাতিয়া করযোড়ে)

জটাজাল শিরে শোভে শূলধর,
হাড়মাল গলে বরাভয় কর,
অতি দুর্ম্মতি তারয় পাপযুতে,
দেহি দর্শন এ দীন-গোপসুতে।
কিবা রজতপর্ব্বত মূর্ত্তিধর,
শিশু-মূরতি সম্প্রতি কেন হর ?
শশিশেখর বিহর সর্ব্বভূতে,
দেহি দর্শন এ দীন-গোপসুতে।
স্বপ্ন-আবেশে যে বেশে দিলে দেখা,
কেন সেরূপে বিরূপ দীন-সখা,
মম সংশয় নাশয় ভূতপতে,
দেহি দর্শন এ দীন-গোপসুতে।
ধর সেরূপ, যেরূপ নিশীথে হে,
হও উদয় বিপিনে স্বরূপে হে,
অতি কাতর কিঙ্কর এ বসুতে,
দেহি দর্শন এ দীন গোপসুতে।

গীত।

সেরূপ দেখাও, দেখাও হে নিশাযোগে যেরূপে উদয়।
কেন কিঙ্করে বিরূপ, (দয়াময়) হ'লে শিশুরূপ,
ধরিয়ে স্বরূপ ঘুচাও সংশয়।

তোমার আদেশে প্রভু এলাম কাননে,
কোথা সে জ্যোতির্ম্ময়রূপ—হেরি যা স্বপনে,
(হৃদে এঁকেছি, এঁকেছি,) (তোমার সেই বিরাট্‌রূপ)
পিঙ্গল বরণ, শিরে জটা ধারণ, কুলু কুলু করে সুরধুণী।
ভালে সুধাকর, শোভে বৈশ্বানর, করে স্তুতি দেবঋষি মুনি॥
গলদেশে মাল, মানব-কঙ্কাল, জড়িত মহাব্যাল তায়।
ব্যাঘ্রাজিন বসন, বিভূতি ভূষণ, অরুণ কিরণ শোভা পায়॥
করেতে কুঠার, অভয় মৃগবর,—রজত-গিরিবর কায়।
প্রসন্নবদন, অজ্ঞান নাশন, ভক্তে আশু জ্ঞান পায়॥
(সেরূপ লুকালে কেন, এদাসে বৃথা ছলন)
আমি মহাপাপী ব'লে, (দয়ামন্ন) বুঝি নির্দয় হ'লে,
এবে, স্বগুণে করুণা কর কৃপামন্ন!
অন্তরালে হেরিলাম লীলা মনোহর,
গাভীদলে দুগ্ধ ঢালে প্রস্তর উপর,
(লীলা বুঝা ভার, বুঝা ভার, ক্ষীরধারা আপ্‌নি ক্ষরে)
স্বপ্নতো মিথ্যা নয়, পেলাম তার পরিচয়,
স্বয়ম্ভু সত্য আবির্ভাব।
মহিমা কি জানি, গোপাধম আমি,
মূর্খ হায়! অজ্ঞান-স্বভাব॥
প্রকৃতরূপ হেরি, হব বনচারী, পালিব আদেশ তাঁহার।
হইয়ে সন্ন্যাসী, পূজিব দিবানিশি, করিব সে চরণ সার॥

(সংসার তেয়াগিব, বনবাসী ঋষি সম)
আর ক'রনা বঞ্চন, (দয়াময়) দাও দরশন,
অধমের প্রতি হ'য়োনা নিদয় ॥

সদানন্দ। গোপেন্দ্র! প্রচ্ছন্নভাবে আমার কার্য্যকলাপ দর্শন ক'রেও কি তোমার এখনও সংশয় সূত্র-বিচ্ছিন্ন হ'লনা? দেবগণ দৈবী-মায়া প্রভাবে নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণে সমর্থ; তাতো আমার দ্বারা বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ ক'রেছ।

মুকুন্দ। কি প্রত্যক্ষ ক'রেছি দেব! হীনজাতি গোপাধম আমি, আপনার লীলা-চাতুর্য্য পরিজ্ঞাত হওয়া এ কিঙ্করের! যে মনোবুদ্ধির অগোচর ঠাকুর।

সদানন্দ। কিছুই জান্‌তে পার নাই? সে কি? দারুণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বসন্তের মৃত-কলেবরে নবজীবন প্রদান—দুর্ভিক্ষ অপনয়ন—তারপর সর্ব্বেশ্বর-পুরোহিতরূপে দর্শন দিয়ে কপিলা-দুগ্ধ আমায় প্রদানের উপদেশ দান—আবার পরক্ষণেই সদানন্দ-নামে শিশু-মূর্ত্তিতে গোপনে দুগ্ধপান-জন্য জননী জয়াবতী কর্ত্তৃক বন্ধনগ্রস্ত হ'য়ে তোমার নিকট মুক্তি ভিক্ষা,—গভীর রজনীতে তোমার শিয়রে শিবরূপে উদয় হ'য়ে শিবপূজার্থে স্বপ্ন-প্রদান! এসব তো আমিই ক'রেছি; জ্ঞানের জ্ঞানগর্ভ উপদেশেও কি তোমার ভ্রম দূর হয় নাই? আমি সেই সদানন্দ, রাখাল-বেশে এখন তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—আমায় চিন্‌তে

পারছোনা? যাই হ'ক, তুমি আর কোন বিষয়ে সন্দেহ ক'রোনা, আমিই সেই কৈলাসধামের আশুতোষ, বারাণসীর বিশ্বনাথ—; ধরণীর ভার লাঘব ক'রবার জন্য তারকেশ্বর-নামে অভিহিত হ'য়ে এই উলুবনে শিব-লিঙ্গরূপে আবির্ভাব হ'য়েছি, তুমি সংসারত্যাগী হ'য়ে সন্ন্যাসীবেশে যাবজ্জীবন আরাধনা কর।

মুকুন্দ। (স্বগতঃ) ওঃ কি ভ্রম! ঘোর মায়ান্ধকারে পতিত হ'য়ে এতদিন এই সূর্য্যকান্তমণিকে দর্শন ক'রেও চিন্‌তে পারলেম না? যিনি আমার পুত্রধনের প্রাণদাতা—দুর্ভিক্ষের দারুণ যন্ত্রণাহারী—যিনি আমার কাছে এসে শিশুর বেশে বদ্ধ হস্তহ'য়ে বাঁধন খুলে দিতে অনুনয় ক'রলে, আমি সেই দণ্ডেই বন্ধনমোচন-পূর্ব্বক যাঁকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে আমার পাপদেহ পবিত্র ক'রেছি, হায়রে! দুর্ভাগ্য-বশে সেধন পেয়েও চিন্‌তে পারলেম না? ধিক্ আমার দেহ-ধারণে—ধিক্ আমার সদনুষ্ঠানে! আমার মত মহা-পাপী কেউ নাই; (প্রকাশ্যে) ভগবন্! আপনি যদি সত্যই আমার স্বপ্নদৃষ্ট সেই আশুতোষ—তবে কিঙ্করকে আর বঞ্চনা কেন? স্বরূপমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়ে দাসের সন্দেহ দূর করুন, তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনার আদেশ প্রতিপালন ক'রবো।

সদানন্দ। স্বপ্নযোগে আমার যে মূর্ত্তি দর্শন ক'রেছ,সেই শিবরূপ দর্শনে বাসনা হ'য়েছে ? আচ্ছা, তবে তুমি নয়ন মুদ্রিত ক'রে নাভিপদ্মোপরি করপদ্ম স্থাপনপূর্ব্বক সেই শিবমূর্ত্তির চিন্তা কর,এখনি দেখ্‌তে পাবে। (সদানন্দের অন্তর্ধান)।

মুকুন্দ। যে আজ্ঞা প্রভো! (শিবমূর্ত্তির চিন্তা)

(ত্রিশূল-হস্তে মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করাই কর্ত্তব্য, নৈলে কেউ আমায় ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ব'লে ডাকবে না, যাই হ'ক দর্শন দিতে হ'লো ; (নিকটে গিয়া) প্রাণাধিক ! আর ধ্যান ক'রতে হবে না, ধরা হ'তে উঠে চেয়ে দেখ, তোমার স্বপ্ন-দৃষ্ট শুভঙ্কর শূল-হস্তে শুভকার্য্য-সাধনে সম্মুখে শোভিত।

মুকুন্দ। (চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক সবিস্ময়ে) কৈ দেখি? হাঁ তাইতো বটে! স্বপ্নে যাঁরে হেরি নিকটে ? সেইরূপই তো বটে! অহো কি সৌভাগ্য ! ধন্য আমি, ধন্য আমার কর্ম্মফল, ধন্য আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি স্বপ্নযোগে যে মূর্ত্তির দর্শন ক'রেছি, সে-রূপের সঙ্গে এ রূপের তো কোন প্রভেদ দেখ্‌ছিনে ? তবে আর সংশয় কেন ? মোহান্ধ-কূপে পতিত হ'য়ে এতদিন অজ্ঞান-

তিমিরে ডুবেছিলাম, আজ জ্ঞানদাতা জ্ঞান-প্রদীপ ল'য়ে সম্মুখে বিদ্যমান, আর চিন্তা কি ?

মহাদেব। ভক্তরে? অচিরেই দিব্যজ্ঞান লাভ ক'রবে, সে জন্য চিন্তা নাই ; আমি স্বয়ং আজ তোমাকে শিব-মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রবো, তাহ'লে শীঘ্রই তোমার অজ্ঞান-তিমির নাশ হ'য়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হবে, সেই জ্ঞানের প্রভাবে সংসার-ক্ষেত্রকে তুচ্ছ ক্রীড়া-ভূমি বোধে বিষবৎ পরিহার ক'রবে : স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন এরা কিছু-দিনের জন্য সংসার-বন্ধনের উপকরণ মাত্র, সংসার-লীলা শেষ হ'লে কারো সঙ্গে কারো সম্বন্ধ থাকে না। তুমি আমার প্রিয়ভক্ত, তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হ'য়েছি, আর তোমায় গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হবে না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক এই উলুবনে অনাদিলিঙ্গ তারকেশ্বর-শিব আরাধনে যাবজ্জীবন অতিবাহিত কর। আর এককথা, প্রতিবর্ষ চৈত্রমাস মহোৎসবের কাল, সেই পর্ব্বোপলক্ষে তুমি এবং অন্যান্য ভক্তগণ গঙ্গাস্নানে পবিত্র হ'য়ে গৈরিক বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গলদেশে দর্ভ-যুক্ত উত্তরীয়-সূত্র ধারণ—সদা শিবনাম-কীর্ত্তন—শিব-আরাধন—গভীর রজনীতে হবিষ্যান্ন ভোজন ও শিব-ধ্যানে কালযাপন ক'রবে ; এইরূপে সপ্তবিংশতি দিবস গত হ'লে শিবমন্ত্রপূত কণ্টকে ঝম্পপ্রদান—অগ্নি-

সাধনাদি কঠোর ব্রতাচরণ এবং হবিষ্যান্ন ত্যাগ ক'রে ফলভোজন ক'রবে, তৎপরদিবস প্রিয়া লীলাবতীর সহিত আমার বিবাহোৎসব মহানন্দে যেন সাধিত হয়; তারপর মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে জলক্রীড়া আদি সমাধান ও পরদিনে উত্তরীয় উন্মোচনকরতঃ পর্ব্ব সম্পূর্ণ ক'রো-যেন মমাদেশ লঙ্ঘন ক'রোনা, এখন চল, নিভৃতে তোমায় দীক্ষাদান করিগে।

মুকুন্দ। যে আজ্ঞা প্রভু, চলুন। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

রামনগর রাজসভা।

সিংহাসনে ভারামল্ল উপবিষ্ট—পার্শ্বে মন্ত্রী দণ্ডায়মান।

রাজা (বিষণ্ণ ভাবে মৌনে অবস্থিতি)।

মন্ত্রী। মহারাজের প্রফুল্ল কমলোপম বদনমণ্ডল দিন দিন যেন অপ্রফুল্ল দেখ্‌ছি, বিষণ্ণতার লক্ষণ ব'লেই প্রতীয়মান হয়, আবার তার সঙ্গে চিন্তার ছায়াও পতিত, আপনার এরূপ ভাবান্তর দেখে আমাদেরও শান্তি-আনন্দসুখ

সমস্তই তিরোহিত হ'য়েছে; এরূপ বিষাদের তাৎপর্য্য কি মহারাজ ?

রাজা। এরূপ বিষাদের তাৎপর্য্য তুমি কি বিস্মৃত হ'য়েছ মন্ত্রি ? যে দিন সেই দুরাচার রাজ্য-লোলুপ পিতৃ-কারারুদ্ধকারী পিশাচের হেয় আরংজেব তদীয় ভ্রাতা সুজার শঠতায় আমাদের কল্পিত-দস্যু সাজিয়ে নিরপরাধে অবিচারে কঠিন দণ্ড দিতে উদ্যত হ'য়েছিল, সে দিনের সেই ঘৃণা, লজ্জা, অবমাননার কথা,—মন্ত্রি ! তুমি কি সমস্তই ভুলে গিয়েছ ? তখন তুমিই নয় বলেছিলে যে, এ জীবিত-যন্ত্রণা অপেক্ষা অশনিপাতে অচিরে মৃত্যু হ'লে সকল যন্ত্রণার শান্তি হয়, তবে আজ আমার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রছো কেন ?

মন্ত্রী। সেই অতীতকালের ঘটনাবলি স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায়, মহারাজ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হয়েছেন ? অবশ্য, সে লাঞ্ছনার বিষয় মনে হ'লে কার না হৃদয় দগ্ধ হয়, বিশেষতঃ আপনি রণোৎসাহী অসামান্য বীরাগ্রগণ্য ভূপতি, আপনার তো হ'তেই পারে, কিন্তু মহারাজ, ধৈর্য্যরূপ রজ্জু অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বেই তো সে বিষাদ-সাগর হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়েছেন তবে তার পুনরান্দোলন কেন মহারাজ ? তেমন অলৌকিক পরাক্রমশালী বীরেন্দ্রকেশরী বিষ্ণুদাস যাঁর প্রিয় ভ্রাতা—যে বিষ্ণুদাস

ঐশীক্ষমতা-বলে অগ্নি-দগ্ধ সুলোহিত লৌহময় দণ্ড সতেজে উভয় করে ধারণপূর্ব্বক নিরপরাধিতার প্রমাণ দিয়েছিলেন—যাঁর ঐন্দ্রজালিক কার্য্য দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে সম্রাট্ আরংজেব আমাদের মুক্তিদান ও আপনাকে পঞ্চশত গ্রাম পুরস্কার দিয়েছিলেন, সেই প্রাণোপম প্রিয়-ভ্রাতার সাধন-শক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব দেখেও কি এখনো আপনার ও-বিষাদভাব দূর হলো না?

রাজা। প্রাণাধিক প্রিয়তম বিষ্ণুদাসের ঐশী-ক্ষমতার গুণে ও অকৃত্রিম ভ্রাতৃভক্তিতে আবদ্ধ হ'য়েই তো সমস্ত ভুলে আছি! মন্ত্রি! নতুবা এ ঘৃণাময় বদন এতদিন কি তোমাদের নয়ন-পথে পতিত হ'তো? ছার রাজ্য-সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে নিবিড় অরণ্যে তপশ্চরণে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত ক'রতেম, কিন্তু তাতো পারলেম না। মন্ত্রি! সেই সর্ব্বগুণাধার ভ্রাতার মুখে তেমন অমিয় পূর্ণ-বচন—তেমন হাসিভরা চন্দ্রাননে মধুর দাদা সম্বোধন—তেমন অকৃত্রিম ভ্রাতৃভক্তি ভুলে কি থাকা যায় মন্ত্রি? তাকে রাজপদে অভিষিক্ত ক'রে যতদিন এই সংসার হ'তে অবসর গ্রহণ ক'রতে না পারছি,' ততদিন আমার শান্তিলাভের আশা নাই। আশীর্ব্বাদ করি, প্রাণাধিক যেন দীর্ঘায়ু হ'য়ে নিষ্কণ্টক রাজ্যশাসনে সক্ষম হয়।

(বিষ্ণুদাসের প্রবেশ)

বিষ্ণুদাস। দাদা! অনুজ বিষ্ণুদাস আপনাকে অভিবাদন ক'রছে, আশীর্ব্বাদ করুন। (প্রণাম)

রাজা। কেও, প্রাণের ভাই বিষ্ণুদাস! এসেছ, এস ভাই এস, হৃদয়ের ধন পায়ে কেন ভাই? এস হৃদয়ে এস, তোমায় আলিঙ্গন ক'রে আমার সন্তপ্ত-হৃদয় শীতল করি।

(উভয়ে আলিঙ্গন)

বিষ্ণুদাস। কারে সিংহাসন দিয়ে সংসারত্যাগী হবেন,—ব'ল্‌ছিলেন দাদা।

রাজা। তুমি আমার উপযুক্ত ভ্রাতা, ঈশ্বর-কৃপায় রাজনীতিজ্ঞ হ'য়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছ, শৌর্য্যবীর্য্যবলে বিশাল বাহুযুগলে অস্ত্রাদি ধারণ ক'রে অসীম রণ-কৌশল দেখিয়েছ; শত্রুশাসন-ক্ষমতাও বিলক্ষণ আছে, কিছুই তো আমার অবিদিত নাই ভাই! একমাত্র তোমারই সাধন-শক্তি-বলে আমরা দুর্জ্জয় আরংজেবের করস্খলিত হ'য়েছি। প্রাণাধিক! অগ্নিদগ্ধ সুলোহিত লৌহদণ্ড সতেজে হস্তে ধারণ করা কি অন্যের সাধ্য? তুমি আমার চিরজীবী হও। এই রাজ-সিংহাসন তোমারই জন্য শোভিত র'য়েছে, শুভক্ষণে তোমায় রাজপদে অভিষিক্ত ক'রে, আমার মনোবাসনা পূর্ণ ক'রবো।

বিষ্ণুদাস। দাদা! আপনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও পরম পূজ-নীয়, পিতৃবিয়োগের পর আপনিই আমায় পুত্রের ন্যায় পালন ক'রে আসছেন, আপনার স্নেহ ও যত্নে পিতৃশোক ভুলে আছি, আপনি বর্ত্তমানে আমার সিংহাসন-গ্রহণ কি সাজে দাদা? বিশেষতঃ যে পাপিষ্ঠ ঘোরশত্রু-সমাকীর্ণ দেহরাজ্য শাসনে অক্ষম, সে কোন্ সাহসে অন্য রাজ্য শাসনে কৃতকার্য্য হবে? দুর্জ্জয় শত্রুদল যে দেহপুরীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হ'য়ে অত্যাচার ক'রছে দাদা, তা'রা এমনি বলীয়ান্, যে, এ দুর্ব্বল বিষ্ণুদাস তাদের পরাজয় ক'রতে অসমর্থ হ'য়ে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ; আমায় যেপথে লওয়াতেছে,সেই দিকেই যাচ্ছি; কাতরতা,ক্রন্দন, স্তুতি, বিনয় কোন বাধা মান্ছে না। সেই ভীষণ রিপু-দলকে শাসন ক'রে এই দেহরাজ্য-উদ্ধারের যার ক্ষমতা নাই, তার পক্ষে অন্য রাজ্যেশ্বর হওয়া কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয় দাদা? অনুগত অনুজকে এখন এই আশী-র্ব্বাদ করুন, যেন সাধন-অস্ত্রে শমন জয় ক'রে শান্তি-রাজ্য লাভ ক'রতে সক্ষম হই, অসার রাজ্য সুখে আমার কি প্রয়োজন দাদা! সেই সারাৎসারা শবাসনার পদ উপাসনাই আমি একমাত্র সার ভেবেছি, তুচ্ছ রাজ্যসুখে মত্ত হ'লে নিত্যধনের সাধনা হয় না; দাদাগো

নার পদে ধরি, বিনয় করি, ও বাসনা পরিহার করুন

গীত।

তোমার পদে ধরি বিনয় করি ত্যজ ও বাসনা।
(দাদা ! কাজ কি আমার, এই অসার রাজ্যে,)
আমি ভেবেছি সার, সেই সারাৎসার-পদ-উপাসনা।
সদা চিন্তা এই মনে, আমি কেমনে জিনি শমনে,
লভি রাজ্য শান্তিময় নিত্যধনে, (বল্ নাই যে শাসি)
(শমন-দমন সাধন-অসি) (আমি শঙ্কিত তাই দিবানিশি)
যদি কৃপা-অসি দেন আসি সেই শবাসনা।
মন চায় তাঁরে পূজিবারে, লভিবারে, (কিন্তু দেয়না,
দেয়না, ছটাশত্রু ঘিরে দাঁড়ায়, পূজতে দেয়না, দেয়না)
(দাদা বিঘ্ন ঘটায়, তাদের পরামর্শ-লওয়ায়)
আমায় নিরখি দুর্ব্বল, হইয়ে প্রবল, আসে তা'রা আক্রমণে।
শেষে, আপন বন্ধুভাবে, স্বগুণ-প্রভাবে, মজায় কুপথ-গমনে,
(দাদা ! মুগ্ধ করে কুহক মন্ত্রে) (ছলে ভুলে পথিক, পথ হারায়)
সেই সুদুর্জ্জয়, শাসি রিপুচয়, কবে জিতেন্দ্রিয় হব।
সদা সাধনে সে ধনে, হৃদি-পদ্মাসনে, বসাতে কি দাদা পাব ;
(আমার এমন সুদিন হবে কি গো, চিরশান্তি-রাজ্য পাব কি গো)
আশিস্ কর দাসে, বিষ্ণুদাসের কীর্ত্তি রয় ঘোষণা।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ ! আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! অতি আশ্চর্য্য ! যা

কখনো ঘটে নাই—যা কখনো শুনি নাই—যা কখনো চক্ষে দেখি নাই, তাই হতে ব'সেছে ; ব্রাহ্মণের দেবসেবা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম অন্যে অধিকার ক'রেছে, বিচারাচার আর কিছুই থাক্‌লো না! উঃ কি বুকের পাটা! বেটা গোয়ালা হ'য়ে ঠাকুর পূজো! বনের মাঝে ভণ্ড যোগী সেজে বকা ধার্ম্মিকের মত? বেটা যেন কতই সাধক-ব্রহ্মচারী? আবার গলায় কতকগুলো সূতো ঝুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে বামুন হবার চেষ্টায় আছে বেটা নিশ্চয়ই উচ্ছন্ন যাবে।

রাজা। কি ব'ল্‌ছো দূত! তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে।

দূত। বল্‌বো আমার মাথা আর মুণ্ডু, আপনার রাজ্যে গোয়ালায় ঠাকুর পূজো জুড়েছে, খুব ধূম ধাম লাগিয়েছে—মহারাজ!

রাজা। (সক্রোধে) কিঃ, আমার রাজ্যে শূদ্রের এতদূর স্পর্দ্ধা-বৃদ্ধি? গোয়ালার দেবার্চ্চনে অভিলাষ? যাদের স্পর্শে কুশ, পুষ্প, সমিধ বারি অগ্রাহ্য,তাদের কি সাহস! দেব-শিলা স্পর্শ ক'রতেও হৃদয় কম্পিত হলোনা? ওঃ—কি অহঙ্কার? কি অবৈধ আচরণ? আজ নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠের সে অহঙ্কার চূর্ণ ক'রবো। বল দূত! কোন্ নৃশংস এমন অনধিকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছে।

দূত। ব'ল্‌বো কি মহারাজ! পূর্ব্বে যে গুণধর আপনার বাড়ীতে গোচারণ ক'রে অন্নধ্বংস ক'রতো, এখন সেই রাখালই রাখালরাজের সখা হ'য়ে প'ড়েছে, বেটার বুকের পাটা কি কম? উলুবনের ভিতর একটা ফাটা পাথর প'ড়েছিল, সেইটাকে দিব্বি ক'রে ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে সাজিয়ে কত জাঁক্? জাহীর হবার যোগাড়ও হ'য়েছে, অনেক মেয়ে মানুষ তার কাছে কত ঔষধ পায়; বেটা যেন কতই সাধক, সন্ন্যাসী সেজে বনের মাঝে ভণ্ডামি জুড়েছে; কতকগুলো গোয়ার গোবিন্দ ঘুটে তার ভণ্ডামি ভাঙ্গবার জন্য গিয়েছিল, কিন্তু বেটা কোথা হ'তে রাশীকৃত মণ্ডা বার ক'রে তাদের প্রাণটা ঠাণ্ডা ক'রে দিলে! তা'রা সেই ভোগায় ভুলে গিয়ে যথার্থ সাধু জেনে ভক্তিভাবে প্রণাম ঠুকে চ'লে গেল; মহারাজ! এখন তাকে গোয়ালা ব'লে ঠাওরাণ ভার!

রাজা। দূত! সমস্ত বুঝেছি, তুমি এই মুহূর্ত্তেই সেই পাপিষ্ঠকে বন্ধন ক'রে ল'য়ে এস, গোপাধমের ভণ্ডামি আজ চূর্ণ ক'রবো,—শীঘ্র যাও তুমি; আরও শোন, এই সূত্রে যদি কেউ তার সাহায্যার্থী হয়, কিম্বা বন্ধন অবস্থায় রাজসভায় আনয়নে বাধা উপস্থিত করে, তবে তার সাহায্যকারিগণকেও সেইসঙ্গে বন্ধন ক'রে লয়ে আসবে, একাকী অসমর্থ পক্ষে বহু সৈন্য সঙ্গে নিতে পার।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ! চ'ল্লেম। (দুতের প্রস্থান)।

রাজা। ওঃ গোপাধমের কি অদ্ভুত সাহস! শূদ্র হ'য়ে ব্রাহ্মণ হ'তে বাসনা? আবার দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত? শূদ্রের যা অধিকার নাই, পাপাত্মা তাই ক'রতে প্রস্তুত? কি আশ্চর্য্য মন্ত্রি?

মন্ত্রী। কিছুই আশ্চর্য্য নয় মহারাজ? কলিপ্রাবল্যে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের ন্যায় অবস্থান ক'রে উপদেষ্টা হবে, ফলতঃ ব্রাহ্মণের মান, গৌরব আর কিছুই থাকবেনা, ব্রাহ্মণের পদসেবাই শূদ্রের পরমধর্ম্ম, কিন্তু কালচক্রে তারো পরিবর্ত্তন হবে, এমন কি, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণকে প্রণামও ক'রবেনা।

বিষ্ণুদাস। (সক্রোধে) কিঃ—ধর্ম্মের আধার মহারাজ ভারামল্ল বর্ত্তমানে, পাপাবতার শূদ্রগণ ব্রাহ্মণকে ভ্রুক্ষেপ ক'রবেনা? যে ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের আরাধ্য—যাঁদের দর্শন ক'রলে অষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রতে হয়—যাঁদের পদরজঃ গ্রহণে মহাপাপের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তাঁদের কাছে শূদ্রেরা নতমস্তক হবেনা? "কালস্য কুটিলা গতি" ব'লে কি সমস্তই কালস্রোতে ভেসে যাবে? তবে রামনগরেশ্বর ভারামল্ল-অনুজ জীবিত আছে কিজন্য? বিষ্ণুদাসের বাহুদ্বয় এখনো এত নিস্তেজ হয় নাই যে, সর্ব্ববর্ণারাধ্য ব্রাহ্মণের মান্য গৌরব বর্দ্ধনে নিশ্চেষ্ট হবে;

বামণের চন্দ্রধারণ আশাবৎ বর্ব্বর গোয়ালার ব্রহ্মত্ব আশা আজ নিশ্চয়ই বিষ্ণুদাস কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হবে ;— দেখবো সেই গোপালচারীর কতদূর সাহস, কতদূর বলবিক্রম, কোন্ বলীয়ানের সাহায্যে এতদূর গর্ব্বিত হ'য়েছে, কার্য্যক্ষেত্রে তার পরিচয় পাওযা যাবে।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ ! অভিবাদন করি।

রাজা। কে তুমি ? কোথা হ'তে এসেছ ?

দূত। বর্দ্ধমানেশ্বর কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের বার্ত্তাবহ আমি ; বর্দ্ধমান হ'তেই এসেছি।

রাজা। বক্তব্য কি তোমার ?

দূত। আমর মহারাজ আদেশ ক'রেছেন যে ;—

যেরাজ্য স্বাধীন-ভাবে শাসিছ রাজন্ !
কীর্ত্তিচন্দ্র নিজবলে করিবে গ্রহণ ॥
মঙ্গল-বাসনা যদি হয় তব চিতে।
অঙ্গীকার কর তাঁরে রাজকর দিতে ॥
হইলে শরণাগত না লবেন কর।
নতুবা সমরক্ষেত্রে হও অগ্রসর ॥

রাজা। আ—কর্ণ বধির হও ! ওঃ কি মর্ম্ম-ভেদী বাণী ! শক্তিশেল অপেক্ষাও যন্ত্রনাপ্রদ ! এ ভীম পরাক্রম

ভারামল্লের ভুজদ্বয় কি এত নিস্তেজ—এত দুর্ব্বল ? "তার"—শরণাগত হব আমি ? ছি, ছি, ছি ! ঘৃণার কথা, সেই লঘুচেতা কীর্ত্তিরাজ ক্ষত্রিয়-ঔরসে জন্ম গ্রহণ ক'রে কাপুরুষের ন্যায়—ক্লীবের ন্যায় যে এমন অযথা অশ্রাব্য বাক্য প্রয়োগ ক'রবে, তা স্বপ্নের অগোচর ! অহো ? ক্ষত্রির হ'য়ে বীর-হৃদয় কলঙ্কিত ক'রতে বাসনা ? তোরে শতধিক ? যার প্রবল প্রতাপে অসীম রণ-কৌশলে যোদ্ধাগণ সন্ত্রস্ত ; যাঁরা মল্লযুদ্ধে সন্তুষ্ট হ'য়ে আমায় " মল্লরাজ " উপাধি-ভূষণে ভূষিত ক'রে-ছেন সেই ভারামল্ল —আমি ; আমার স্বোপার্জ্জিত রাজ্য অন্যে—অধিকার ক'রবে ? ধিক আমার মল্লরাজ উপাধি ধারণে—শতধিক্ আমার শৌর্য্যবীর্য্যে ;

আরেরে ক্ষত্রিয়াধম বর্দ্ধমানেশ্বর—
কীর্ত্তিরাজ ? বড় দর্প হইয়াছে তোর ?
তেকারণ বার্ত্তাবহে করিলি প্রেরণ,
এহেন অশ্রাব্য বাক্য করিতে প্রয়োগ ;
বীরের প্রতিজ্ঞা কিরে ভুলিলি বর্ব্বর !
তবে তোরে কে ভাবিবে ক্ষত্রিয় বলিয়া ?
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ যে-রে জীবনের ব্রত ?
অবহেলে স্বর্গে যায় যুদ্ধে প্রাণ গেলে।
অন্যের অধীন বীরে হয় কি কখনো ?

শত্রুশির না দলিয়া-কিম্বা না মরিয়া—
কাপুরুষ সম তার লইব শরণ ?
কি ঘৃণ্য, জঘন্য অহো পরুষ বচন !
হেন বাক্য শ্রুতিমূলে পশিবার কালে—
হইল না বজ্রাঘাত কেন মম শিরে ?
সেই জন কাপুরুষ এই ধরামঝে—
বীর হ'য়ে রণক্ষেত্রে প্রাণ কাঁপে যার ;
কি দেখ প্রাণের ভাই বিষ্ণুদাস আর ?
সজ্জিত হইতে সৈন্যে বলরে ত্বরায় ;
শীঘ্র যেন রণাঙ্গণে রণমদে মতি—
যায় সবে পূর্ণোদ্যমে সমর প্রাঙ্গণে।
রবিষার জলস্রোত সম সৈন্যদল—
বহির্গত হয় যেন কল কল রবে,—
সিন্ধুদ্দেশে সহর্ষেতে ধায় নদী যথা,
কাঁপাও মেদিনী আজ বীরপদভরে।
কররে বিচূর্ণ চূর্ণ—অরাতির দল ;
অবিলম্বে রণানল করি প্রজ্বলন,
সসৈন্য বিপক্ষদলে দাও ঘৃতাহুতি ;
বিষ্ণুদাস ! চল ভাই, লয়ে সৈন্যগণ।

গীত।

ল'য়ে চল সৈন্যগণ। কর চূর্ণ বিচূর্ণ সব
অগণ্য জঘন্য অমান্য সৈন্যসহ তায়;—
মান্য কীর্ত্তি পূর্ণভাবে গণ্য হবে যায়,
দাও তূর্ণ যুদ্ধানলে, ঘৃতাহুতি শত্রুদলে,
ক্ষুণ্ণ হ'য়োনা কখন।

বড় অহঙ্কার দুরাত্মার আসন্নকাল আগত, শরণ্য হব তার একি বাক্য সঙ্গত, ধিক্ নাম মল্লরাজে, শতধিক্ সেই কীর্ত্তিরাজে, হেন ঘৃণ্য বাক্য উচ্চারণ!

ত্যজি সৌজন্য, উৎসন্ন দিয়ে প্রাণাধিক সবে,
বীরগর্ব্ব কর খর্ব্ব, শত্রুক্ষয় মহোৎসবে,
সসৈন্যে হুহুঙ্কারে, সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে,
হবে শূণ্য বিপক্ষ জীবন।

বিষ্ণুদাস। আরেরে বারতাবহ অবোধ অজ্ঞান!
বীরেন্দ্র সমাজে যাহা বলিবার নয়,
বীরগণ শ্রুতিরন্ধ্র রোধে যে কথায়,
উচ্চারিলি কেন সেই ঘৃণিত বচন?
কাঁপিলনা হৃদি কিরে ক্ষণেকের তরে?
অবধ্য বারতাবহ ভাবিয়া মনেতে—
তাই বুঝি অহঙ্কারে বেড়েছে সাহস?

কিন্তু দূত! মম কাছে নাহি পরিত্রাণ।
এখনি কৃতান্ত্বা লয়ে পাঠাইব তোরে;
বড় দর্পে দর্পী সেই বৰ্দ্ধমানেশ্বর,
দর্প তার চূর্ণ আজ হবে সুনিশ্চয়।

দূত। আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন কেন? আমি সংবাদ বাহক, তাঁর সংবাদ লয়ে এসেছি, আবার আপনাদের সংবাদ লয়ে যাব', দূত চিরকালই অবধ্য, সহস্র অপরাধী হলে ও দূতে ক্ষমা পায়, সেই জন্য ব'ল্‌ছি—আমার প্রতি প্রসন্ন হ'ন।

রাজা। দূতের প্রতি কোন অত্যাচার ক'রোনা ভাই! দূত সৰ্ব্বত্রই ক্ষমার্হ।

বিষ্ণুদাস। জ্যেষ্ঠের বাক্য কবে উল্লঙ্ঘন ক'রেছি দাদা, তবে যে কথা শ্রবণ ক'রলে শ্রবণপথে অঙ্গুলি প্রদান ক'রতে হয়—যে বাক্য প্রয়োগে বীরের মর্ম্মে আঘাত লাগে, সামান্য দূতের মুখে ওরূপ মর্ম্মভেদী বাক্যের অবতারণায়, কোন্‌ বীর অক্রোধী হয়ে থাক্‌তে পারে দাদা।

রাজা। ক্ষম দূতে, ক্রোধ ভাই কর পরিহার,
মূর্খতা প্রকাশ মাত্র দূতে তিরস্কার;
যাহার আদেশে দূত আসি অসংকোচে,
এহেন হৃদয় ভেদী বলিল বচন,—

যার বাক্য বক্ষে মোর বাজে বাজসম,—
না করি তাহার প্রতি শত্রুতাচরণ,—
হিংসানল নাহি জ্বালি সক্রোধ অন্তরে,
রহে স্থির কোন্ বীর কাপুরুষ প্রায় ?
বীরে কিরে ডরে কভু বিপক্ষ দলিতে ?
বিষ্ণুদাস ! প্রাণাধিক, ভাইরে আমার !
জানি তুমি সুনিপুণ সমর বিদ্যায়,
শত্রুর কঠোর বাক্যে কর কর্ণপাত ;
সংহার করিতে শীঘ্র হও অগ্রসর।
ব্যাঘ্রপাশে মৃগযুথ আসিলে সহসা,
আক্রমিতে ব্যাঘ্র কভু হয় কি বিমুখ ?
বীরেন্দ্র পুরুষ-ব্যাঘ্র তুমি প্রিয়তম !
কেনরে নিশ্চেষ্টভাবে অলসের ন্যায় ?
চল ভাই অবিলম্বে সমর প্রাঙ্গনে।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে শত্রুমর্ম্ম করি বিদারিত,
রুধিরে রঞ্জিয়া অঙ্গ আনন্দ অন্তরে,
স্বর্গগত পিত্রাদির করহ তর্পণ।
দলিয়া বিপক্ষদল ভীম পরাক্রমে,
উড়াও অম্বরে ভাই যশের পতাকা ;
যেমুখে বলিল মূঢ় হেন হেয় কথা,
সেই মুণ্ড অগ্নিকুণ্ডে দাও ঘৃতাহুতি

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,
এই ব্রত সার করি ব্রতী সও রণে।

(সেনাপতি উদয়সিংহের প্রবেশ)

উদয়সিংহ। (অভিবাদন পূর্ব্বক)
অকস্মাৎ কোন্ কার্য্য সাধনের তরে
মহারাজ ? আদেশিলা অনুজে আপন ?
তবে কি অরাতি কোন হ'য়ে বলবান্,
ভারামল্ল রাজ্য-লাভে ক'রেছে বাসনা ?
ফেরুর বাসনা যথা হ'তে পশুরাজ !
শশধরে ধরিবারে বামনের সাধ !
তেমতি কি অরিদল আসে আক্রমণে ?
কেবা হয়ে হতজ্ঞান বল মহারাজ !
প্রজ্বলিত হুতাশনে পতঙ্গের প্রায়,
স্ব-ইচ্ছায় ঝাঁপ দিতে করিল কল্পনা ?
ভাবেনাকি সে অজ্ঞান ক্ষণেকের তরে,
ভারামল্ল সেনাপতি জীবিত এখনো ?
সেই বল, সেই বীর্য্য, সেই পরাক্রম
পূর্ব্ববৎ পূর্ণভাবে বিরাজে এদেহে ;
অসংকোচে অনুমতি দেহ মহারাজ !
কচ্চিবৃক্ষ বলিদানে খেলে যথা শিশু,

শিরঃশাণে সুশাণিত কৃপাণ আমার,
সুখে ছেদি শত্রুশির খেলিবে তেমতি।

দূত। (স্বগত) হিতে বিপরীত হ'লো দেখ্‌ছি, যুদ্ধ নিশ্চয়ই বাধ্‌বে। (প্রকাশ্যে) তবে মহারাজ! যুদ্ধের আয়োজন ক'রতে বলিগে।

বিষ্ণুদাস। যা দুষ্ট, শীঘ্র তোর সেই লঘুচেতা রাজাকে যুদ্ধে ব্রতী হ'তে বল্‌গে।

দূত। যে আজ্ঞা হুজুর! তবে আসি। (প্রস্থান)

উদয়সিংহ! কোথা হতে কি মানসে এসেছিল দূত?
বিস্তারিয়া সবিশেষ কহ যুবরাজ!

বিষ্ণুদাস! শোন সেনাপতে! দুরাচার বর্দ্ধমান রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বলদর্পিত হ'য়ে ধর্ম্মাধিকরণ মহারাজ ভারামল্ল-রাজ্য গ্রহণ বাসনায় দূত প্রেরণ ক'রেছিল, সে এসে ব'ল্‌লে,—

"যে রাজ্য স্বাধীন-ভাবে শাসিছ রাজন।
কীর্ত্তিচন্দ্র নিজ বলে করিবে গ্রহণ"॥

উদয়সিংহ। কিঃ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়াধমের এতদূর অহঙ্কার? সেই কাপুরুষ দর্পীর দর্প চূর্ণ করে এমন বীর কি এপ্রদেশে কেউ নাই? ওঃ কি আত্মশ্লাঘা?

বিষ্ণুদাস। আরো শোন উদয়সিংহ? আবার ব'লেছে "হইলে শরণাগত না লবেন কর"।

উদয়সিংহ। (কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান পূর্ব্বক)

আঃ অশ্রাব্য ! অশ্রাব্য ! নিতান্ত অশ্রাব্য !!!

ওহো ! রাজপুত বীর হৃদয়ের প্রাণ কি এতই মমতার বস্তু ? দিল্লীর সম্রাট্ প্রদত্ত রাজ্য আজ অন্যে অধিকার ক'রবে ? আর আমরা কাপুরুষের ন্যায় আমাদের রাজ্য তার নিকট ভিক্ষা ক'রতে যাব ?

আরেরে কুটিলমতি ধূর্ত্ত কীর্ত্তিরাজ !

জুগুপ্সিত হেন বাক্য যে মুখে বলিলি,

সেই মুখ যবে তোর এই ভীমপদে,

চূর্ণকরি যমরাজে দিব উপহার,

ভুলিবরে সেই দিন এই মর্ম্মজ্বালা।

(নেপথ্যে)

জয় মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জয়। জয় বর্দ্ধমানেশ্বর কীর্ত্তিচন্দ্রের জয়।

রাজা। ঐ শোন, ঐ শোন, দুরাত্মা কীর্ত্তিচন্দ্রের সৈন্যগণ সমস্বরে বিজয় ঘোষণা ক'রছে ?

(উদয়সিংহ প্রতি) কি দেখ দাঁড়ায়ে আর সেনাপতি তুমি,

বর্ম্ম চর্ম্ম অঙ্গত্রাণ আচ্ছাদিয়া দেহে,

বাহিরাও রণাঙ্গণে উল্লসিত মনে,

শত্রু-গর্ব্ব কর খর্ব্ব ভীম প্রহরণে—

অবিলম্বে বীরবর হও অগ্রসর।

উদয়সিংহ। শিরোধার্য্য বাক্য তব রাম-নগরেশ ?
এখনি যাইব যুদ্ধে সৈন্যদল সহ ;
শুন সৈন্যগণ ! আজ পরীক্ষার দিন,
বিলাসিতা পরিহরি সাজি রণসাজে—
বিপক্ষের দর্পচূর্ণ কর বাহুবলে;—
দেখাও বীরত্ব সেই ক্ষত্র-কুলাঙ্গারে।
পদভরে কম্পান্বিত হউক মেদিনী,—
উড়ুক গগনমার্গে-বিজয় নিশান,
হউক শ্মশান-সম-সমর প্রাঙ্গন ;
কোথারে ক্ষত্রিয়াধম বর্দ্ধমানেশ্বর ?
অগ্রসর হ'য়ে যুদ্ধ কর মূঢ়মতি ;
কিছুতেই আর তব নাহিক নিস্তার।
অবিলম্বে পাঠাইব শমন সদন।
ধরিয়া উদয়সিংহ কৃতান্ত-মূরতি,
নিশ্চয় বিপক্ষ-প্রাণ করিবে সংহার ;
রাজাজ্ঞায় সর্ব্বাগ্রেই চলিলাম আমি,
এস তবে যুবরাজ ল'য়ে সৈন্যগণ।

(উদয়সিংহের প্রস্থান)

বিষ্ণুদাস। বিষ্ণুর সেবক আমি বিষ্ণুদাস নাম,
জগদম্বা কাত্যায়নী সদয়া আমায় ;
বৃন্দারকবৃন্দে তুষ্ট হেরি পরাক্রম ?

ছেদিব বিপক্ষদল হাসিতে হাসিতে,
খরশান অসি অগ্রে বিজয় নিশ্চয়।
সৈন্যগণ! ভীমনাদে কর জয়ধ্বনি,
একতানে গাও সবে ভারামল্লের জয়।

গীত।

গাও একতানে ভীম গর্জ্জনে ভারামল্লের জয়।
বদ্ধ হও একতাসূত্রে ভয় কি লভিতে বিজয়॥
ধরা কাঁপাও বীরদাপে, শৌর্য্যবীর্য্যের প্রতাপে,
নাশ সে পাপে। (অবিলম্বে), সদলে সেই কীর্ত্তিভূপে,
দেখাও সবে যমালয়।
হেরিবে বিপক্ষে ত্বরায়, কৃতান্ত তাদের ধরায়,
ভারামল্ল রায় (মহাবলী), হ'য়ে ক্রোধে উন্মত্ত-
প্রায়, কর শত্রু পরাজয়।

সৈন্যগণ। জয় রাজাধিরাজ মহারাজ ভারামল্লের জয়,
জয় রাজাধিরাজ মহারাজ ভারামল্লের জয়,
জয় রাজাধিরাজ মহারাজ ভারামল্লের জয়।

বিষ্ণুদাস। সৈন্যমুখে জয়ধ্বনি শুনিয়া হৃদয়,
নাচিয়া উঠিল আজ বিপক্ষ জিনিতে;
অসংখ্য সৈনিক দলে হইয়া বেষ্টিত,
আমিও চলিনু তবে সমর প্রাঙ্গনে।(বিষ্ণুদাসের প্রস্থান)

রাজা। সাবধানে মন্ত্রিবর, থাক সিংহাসনে,
সুদৃঢ় বৃহৎ গড়ে আরব্ধ এ পুরী,
অসংখ্য প্রহরী রাখ তোরণের দ্বারে,
না পারে পশিতে যেন কভু শত্রুদল;
চলিলাম রণক্ষেত্রে যুঝিতে এখন,
অন্তঃপুর রক্ষা-ভার তোমার উপর।

(প্রস্থানোদ্যত)

(গৈরিক-বস্ত্র-পরিহিত মুকুন্দকে বন্ধন করিয়া দূতের প্রবেশ।)

মুকুন্দ। তারকনাথের পায়ে সেবা লাগে মহাদেব।

রাজা। একিও! অদূরে সন্ন্যাসিবেশে আগমন ক'রছেন, কে উনি? বিবিধ কুসুম-মাল্যে পরিশোভিত? গল-দেশে দর্ভযুক্ত উত্তরীয়-সূত্র র'য়েছে, আবার উচ্চরোলে তারকনাথের পদসেবা কামনা ক'রছেন; এ কি? আমার দূতে যে বন্ধন ক'রে ল'য়ে আস্‌ছে! কারণ তো কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে; (দূতের প্রতি) দূত! তুমি এঁকে বন্ধন ক'রে আন্‌লে কেন?

দূত। মহারাজের যে আদেশ ছিল।

রাজা। কি; আমার আদেশ? সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য ঋষিকে তো বন্ধন ক'রতে আদেশ করি নাই? যাঁকে দর্শন

মাত্রেই ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম ক'রতে হয়, তুমি কোন্ সাহসে তাঁকে বন্ধন ক'র্তে উদ্যত হ'লে? ব্রহ্ম-কোপানলে ভস্মীভূত হ'তে হবেতা জান! আসুন্ দেব! আমি আপনার বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্ছি। (বন্ধন মোচন ও দূতের প্রতি) সাবধান, এরূপ অন্যায়-কার্য্য আর কখনো ক'রোনা।

দূত। সে কি মহারাজ! কারে ঈশ্বরতুল্য ঋষি ব'লছেন? এই বেটা সেই গোয়ালা মুকুন্দ ঘোষ। উপস্থিত চৈত্র মাস গাজন, তাই অনেক লোক ঐ প্রকার সন্ন্যাসি সেজে দলে দলে "তারকনাথের পায়ে সেবা লাগে মহাদেব" ব'লে সর্ব্বদাই চীৎকার ক'র্ছে; গাজনরূপ আনন্দসাগরে ভণ্ডযোগিরূপ চুনো, পুঁটী, রুই, মিরগেল, কাৎলা চেতলাদি কতই ভাস্ছে, তারি মধ্যে এই চেঙল মশাইকে ধ'রে এনেছি, যা ক'রতে হয় করুন।

রাজা। কিঃ এই পাপিষ্ঠ সেই গোপাধম মুকুন্দ ঘোষ? ভণ্ডযোগী সেজে জনসমাজে পরমহংসের ন্যায় সমাদৃত হ'তে বাসনা? ওঃ দুরাশাও তো কম নয়? ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র কঠোর তপোবলে ব্রহ্মপূজ্য মহর্ষি উপাধি-লাভ ক'রে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, কিন্তু ঐ নরাধম কি উদ্দেশ্যে বিড়াল-তপস্বী সেজেছে?

(জ্ঞানের প্রবেশ।)

গীত। নয় গো ইনি বিড়াল-তপস্বী, সেই পরমাত্মায় পূজি এখন মহাতেজস্বী, অঙ্গে শোভে কান্তি সূর্য্যরশ্মি, ভস্মীভূত সে পূর্ব্বরেখা।

রাজা। এ কি হ'লো! কে এ গায়ক সহসা বিনা অনুমতিতে সভায় প্রবেশ করলে? অসাধারণ সাহস দেখ্‌ছি, বোধ হয় দুর্ব্বৃত্ত গোপাধমের পক্ষ সমর্থন ক'রতে এসেছে, শঠের সংশ্রবে বেশতো শঠতা শিখেছে? সঙ্গীতের দ্বারা প্রকাশ ক'রলেযে এ "বিড়াল তপস্বী নয়, পরমাত্মার পূজা ক'রে মহাতেজস্বী হয়েছে"! ওঃ কি ভীষণ প্রতারণা। এ গায়ক নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী প্রবঞ্চক।

জ্ঞানগীত। নইগো আমি ধূর্ত্ত-প্রবঞ্চক, এসেছি ভিক্ষার আশে ভিখারী যাচক, যদি হও বিবেচক, ভবদুঃখ-মোচক, পদে উচিত মতিরাখা।

রাজা। গৃহিণী-প্রাঙ্গণে রাখি কাকত্রাস ধনু,
নিজকার্য্য উদ্ধারিতে নিরত যেমন,
তেমতি সভায় পশি এই ছদ্মবেশী,
সহসা কুহকমন্ত্রে মোহিল আমায়,
রক্ষিবারে গোপাধম ভণ্ড মুকুন্দেরে;
কিছু নাহি বুঝা যায় বঞ্চকের ছল।

মন্ত্রী। মহারাজ! এঁকে বঞ্চক ব'লেতো বোধ হচ্ছে না, ছদ্মবেশী কোন দেবতা হওয়াই সম্ভব; সঙ্গীতচ্ছলে যা ব'ল্‌লেন তাতে কোন মহাত্মা ব'লেই অনুমান হয়, প্রান্তর-মধ্যে উলুবনে প্রকৃতই কোন দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, আর ঐ মুকুন্দ ঘোষ তাঁরি আদেশে সংসারত্যাগী হ'য়ে সেই প্রস্তররূপী দেবতার সেবায় নিযুক্ত, তদ্বিষয়ে অণু-মাত্র সংশয়ের বিষয় নাই, এক্ষণে মুকুন্দকে সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ক'রলেই ভ্রম দূর হবার সম্ভাবনা; অগ্রে ঐ গোপের নিকট প্রস্তর-পূজনের কারণ অবগত হ'ন, পরে সৎ অসৎ বিবেচনা ক'রে দণ্ডযোগ্য হ'লে তার প্রতিবিধান করা যাবে।

রাজা। উত্তম পরামর্শ দিয়েছ মন্ত্রি! (মুকুন্দ প্রতি) ওরে দুরাশয়! তোকে ওরূপ সন্ন্যাসী বেশ-ধারণের উপ-দেশ দিলে কে? আর কার আদেশেই বা বনমধ্যে প্রোথিত প্রস্তর-পূজায় নিযুক্ত হ'লি, সবিশেষ যথার্থ বল্।

মুকুন্দ। মহারাজ! যিনি জীবের প্রতিলোম-কূপে অবস্থান ক'রে কর্ত্তারূপে ক্রিয়াসম্পন্ন ক'রছেন, যাঁর ইচ্ছায় এই জগৎ পরিচালিত এবং সৃষ্টি স্থিতি, লয় কার্য্য নিষ্পন্ন হ'চ্ছে, যাঁর ইচ্ছায় এতদিন আমি এই নশ্বর সংসারে সংসেজে পুত্র কলত্রাদি ল'য়ে ক্রীড়া ক'রছিলেম, এখন

আবার তাঁরি ইচ্ছায় সংসারত্যাগী হ'য়ে সংসাজায়, নিষ্কৃতি-লাভ-মানসে সন্ন্যাসব্রতালম্বনে পরমাত্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছি।

রাজা। বনমধ্যে প্রোথিত ভগ্ন প্রস্তরটা তোর পরমাত্মা না কি?

মুকুন্দ। আপনার সে জ্ঞান থাক্‌লে আমার সঙ্গে ওরূপ বিদ্রূপ ক'রতেন না, জগতের যাবতীয় পদার্থকেই পরমাত্মা-জ্ঞানে প্রণত হ'তেন। যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডময়, সর্ব্বজীবে বিরাজিত, জল, স্থল, শূন্য যাঁর আকৃতি, তিনি কি কখনো প্রস্তর ছাড়া হ'তে পারেন?

বজ্রকীট বিদারিয়া গণ্ডকী পর্ব্বত
খণ্ডাকারে শিলারাশি করিল সৃজন;
বাণলিঙ্গ, শালগ্রাম, নানাবিধ শিলা,—
কীর্ত্তিত হইয়া হের নানাবিধ নামে,
পরমাত্মা সে প্রস্তর পরম পুরুষ;
ভক্তিভরে নরবর! পূজে ভক্তগণ।
প্রস্তরে দেবত্ব প্রভো, না থাকিবে যদি,—
কি হেতু পূজিবে তবে ভববাসী সবে,
শিবলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ কিম্বা শালগ্রাম?
অয়স্কান্ত, সূর্য্যকান্ত, পদ্মরাগ আদি—

বহুমূল্য সুদুর্লভ প্রস্তর সকল,
ভক্তিভাবে ভূপগণ পূজে দেবজ্ঞানে;
দীপসম নরমণি জ্বলে যামিনীতে,
তবে কি সে মণি নহে সুর-শিরোমণি ?
কিম্বা সুরধুনী যাঁর শিরোবিহারিণী
আবির্ভাব তাঁর সেই প্রোথিত-প্রস্তরে,
ইহা কি আশ্চর্য্য জ্ঞানে করিলে বিদ্রূপ ?
ক্ষিতিনাথ! নিজগুণে ক্ষম অপরাধ —;—
কি কব অধিক তোমা, গোপাধম আমি;
সামান্য প্রস্তর যাহা গৃহী-ব্যবহার,
পরশিলে পদ তাহে প্রণমে অমনি।
কিরূপে জানিবে তুমি মগ্ন মোহকূপে—
কেবা রয় শিলারূপে বন আলোকরি!
সে পাথর মহারাজ! নহে সাধারণ!

গীত।

সে পাথর কি সাধারণ; রাজন!
তুমি মগ্ন মোহকূপে, জানিবে কিরূপে—
কেবা শিলারূপে শোভিছে কানন!
যে পদ আরাধে যোগী ঋষি মুনি, শিবলিঙ্গরূপে সেই সুরমণি,

আবির্ভাব অবনী, কৈলাসের মণি,
যিনি সুরধুনী শিরে করেন ধারণ।
জলস্থলশূন্য সর্ব্বত্র বিহার, অপার লীলা তাঁর বুঝে সাধ্য কার,
তিনি কখনো সাকার, কখনো নিরাকার, কভু শিলারূপে,
(ভক্তের বাঞ্ছা পুরাইতে, ভবনে, বনে বিরাজে)
শিবলিঙ্গ নাম, আর শালগ্রাম, তিনি বিরাজিত কত রূপে ;—
তুমি না ভাবি স্বরূপে, তাই তাঁরে বিদ্রূপে,
তুচ্ছ ভগ্ন পাথর কর অবধারণ।
সহস্রদলযুক্ত কমল-কর্ণিকায়,তিনি পরমাত্মারূপে র'ন জীব-কায়,
যোগী অন্বেষিতে ধায়, ল'য়ে জীবাত্মায়, আসে মূলাধারে ;—
(কুণ্ডলিনী শক্তিনীতে, কুলকুণ্ডলিনী শক্তিনীতে)
কুণ্ডলিনী সনে, যায় স্বাধিষ্ঠানে, তারপর মণিপুরে ;
ক্রমে অনাহত, বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্য, ভেদি চক্র ফুল্লান্তরে ;
সহস্রায় মরি, পরমাত্মা হেরি, শক্তিসহ জীবাত্মারে ;
যোগ করি তায়, পুনঃ ফিরিযায়, চক্রে চক্রে সুধা বিতরে ;
সেই অজ্ঞান-হর হরে, চিনবে কি প্রকারে,
তোমার দরশন শক্তি কি অসাধারণ ॥

দূত। মহারাজ! সেই পাথরটা অনেক দিন হ'তেই উলুবনে প'ড়ে আছে, আগে রাখাল-ছেলেরা তাতে ধান কুটে খেতো, ঐ গোয়ালা-বেটা ফুল চাপিয়ে জাহীর ক'রে তুলেছে, গাইগরুগুলো ছুটোছুটি গিয়ে সে পাথরটাতে

দুধ ঢালে; এখন আবার শুনতে পাই, তার বোল ফুটেছে, পাথরটা ওর সঙ্গে কথাকয়।

রাজা। আরেরে চণ্ডালাধম গোপকুলে তুই!
বড় স্পর্দ্ধা মূঢ়মতি হইয়াছে তোর,
মুর্খতম হ'য়ে চাও জ্ঞান শিক্ষা দিতে?
বল্ মুর্খ! কার কাছে কি জ্ঞান শিখিলি?
বনমাঝে কেবা তব জ্ঞান শিক্ষাদাতা?
মণ্ডূকের কথঞ্চিৎ হ'লে অর্থলাভ,
অহঙ্কারে ইচ্ছে যথা লঙ্ঘিতে বারণে—
অন্ত্যজ হইয়া তুই সদর্পে তেমতি,
ভারামল্লশিরে উঠি নাচিতে বাসনা?
আছিল উপলখণ্ড উলুবন মাঝে,—
তদুপরি ধান্য কুটি গোপ শিশুদলে,
চাউল ভিজায়ে সুখে করিত ভোজন।
কোন স্থান ভগ্ন তার, উপরে গহ্বর;
ফুল্লফুলদলে ভণ্ড সাজাইয়া তায়,
পরমাত্মা পরিচয় দিয়া সাধারণে—
অর্থরাশি উপার্জ্জিতে ভুলালি বঞ্চক,—
নারীবৃন্দে; কে বুঝিবে কিবা ভাব তোর।
তাইরে কপটাচারি ধূর্ত্ত প্রতারক!
ভুলাতে বাসনা বুঝি রাম নগরেশে?

আজ তোর ভণ্ডবেশ ঘুচাব নিশ্চয় ;
রঞ্জিত গৈরিকবস্ত্রে সাজি ব্রহ্মচারী,
অহঙ্কারে তুচ্ছজ্ঞান সভ্যজন গনে ?
সেই দর্প চূর্ণ হবে পাবি প্রতিফল ;
(দূতপ্রতি) বাঁধদূত। গোপাধমে দারুণ শৃঙ্খলে।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ। এসতো মণি, আর তোমার রক্ষা নাই বাবা, বারবার ধান খাও উড়ে যাও পাখি, হ্যাঁ হ্যাঁ ধ'রেছি এবার খাঁচায় পুরে বাথি।

(মুকুন্দকে বন্ধন)

(জ্ঞানের গীত)

গীত।

এ কে শিকল দিয়ে মিছে বাঁধা আর,
খুল্‌লে দৃঢ় বাঁধন, বিধির স্বজন,
ওযে মুক্ত কারাগার, বেঁধে তুচ্ছতৃণে,
মত্তবারণে শেষে দেখ্‌বে কি বিভীষিকা।
(সাধন বলে সবে পায় দেখা)

(জ্ঞান কর্ত্তৃক মুকুন্দের বন্ধন মোচন)

রাজা। কি হেতু জটিল তব এত স্পর্দ্ধা হেরি।
বারবার অপরাধ ক্ষমিতেছি তব,
প্রশ্রয় পাইয়া তবু বেড়েছে সাহস ?

আমি ভীম পরাক্রম ভারামল্ল রাজ—
সাক্ষাৎ শমন সম সমীপে দাঁড়ায়ে,
হেরি হৃদে হ'লোনাকি ভয়ের সঞ্চার ?
মুকুন্দ গোয়ালা এই ঘোর অপরাধী,
কারাদণ্ড বিধিতার রাজার বিচারে ;
নির্ভয় অন্তরে কিন্তু উপেক্ষি আদেশ—
কারবলে বলীয়ান হইয়া সহসা,
কি সাহসে কর এর শৃঙ্খল মোচন ?
কৃতান্ত ভবনে বুঝি যাইতে বাসনা !
এখনি যে অসিঘাতে খণ্ড খণ্ড করি,
হরিব জীবন তব ফুরাইবে লীলা।

(জ্ঞানের গীত)

মরণ আমার নাইতো হে রাজন !
ক্রোধে হারায়ে জ্ঞান, ভুলেছ ধ্যান,
তুমি অভাজন, পেয়ে মনিরত্নে,
কাচ জ্ঞানে ক'রোনাক উপেক্ষা।

রাজা। কেবা এই ছদ্মবেশী না পারি বুঝিতে,
অকস্মাৎ মায়ামন্ত্রে মোহিল আমায় ;
নিরখিলে জ্ঞান হয় জ্ঞান অবতার—
কৈলাসের আশুতোষ উদয় ভূতলে,

অথবা স্বর্গের কোন দেবতা নিশ্চয়।
দূর্ব্বাক্য বলিনু কত ক্রোধে মত্ত হ'য়ে,
তথাপি আমার প্রতি সদা সৌম্যভাব!
না বুঝিয়া করিলাম বৃথা তিরস্কার।
এ মহাপাপের ফলে ভাগ্য দোষে হায়!
কি ঘোর নরকে বাস হইবে আমার;
কুলাঙ্গার আমি ওহো শতধিক মোরে,
নতুবা ঘটিবে কেন হেন ছন্নামতী,
মণিরত্নে কাচজ্ঞানে ত্যজিলাম দূরে;
কেবা তুমি মহাভাগ! কোথায় আবাস?
কি নামে আপন কুল ক'রেছ উজ্জ্বল,—
সবিশেষ পরিচয়ে ঘুচাও সংশয়।

(জ্ঞানের গীত)

আমি যথায় থাকি সেই মম আবাস,
স্নেহভরে যে আদরে, তার হৃদে করি বাস,
ঘুচিয়ে মোহ আঁধার, মনের বিকার,
জ্ঞান নামের দিই পরীক্ষা।

মন্ত্রী। নরপতে! এই মহাত্মা নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী দেবতা, মুকুন্দ ঘোস পাছে দণ্ডিত হয়, এই আশঙ্কায় শঙ্কাহারী ভগবানের শুভাগমন; আমার বিবেচনায় আপনি ঐ

ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি-স্বরূপ মহাত্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে মুকুন্দের মুক্তি দান করুন।

রাজা। গোয়ালা হয়ে যে দেবার্চ্চণে অগ্রসর হ'লো, তার যথোচিত দণ্ডবিধান না ক'রে, তুমি কিরূপে তাকে মুক্তি দিতে বলছো মন্ত্রি! ব্রাহ্মণের দেব সেবাকার্য্য শূদ্রে অধিকার করবে? ছি?

(জ্ঞানের গীত)

তোমার এখনো কি ঘুচ্‌লো না আঁধার,
ওগো, সর্ব্ববর্ণের শিব পূজায় আছে অধিকার,
তারকনাথের আদেশ, তাই এর ও বেশ,
তাঁরে পূজে পায় জ্ঞান শিক্ষা।

রাজা। নিশ্চয় অজ্ঞান আমি পাপী নরাধম,
চিনিতে নারিনু হায় সুর শিরোমণি!
ভগবান! নিজগুণে ক্ষম অপরাধ;—
অকৃতী অধম আমি জ্ঞান বুদ্ধি হীন,
কিঙ্করে কি হেতু দেব এত প্রবঞ্চনা?
করুণা বিতরি দাসে হউন সদয়।
অরন্ত্যে তারকনাথ যদি আবির্ভাব!
নিরখিয়া এ জীবন করিব সার্থক।

(জ্ঞানের গীত)

তুমি দেখবে যদি চল সেই বনে,
নিরাশ্রয় প্রসন্নময় র'ন অযতনে,
কর মন্দির নির্ম্মাণ, পূজার বিধান,
যাচি সকাতরে এই ভিক্ষা। (প্রস্থান)

রাজা। অকস্মাৎ সে মহাত্মা গেলেন কোথায় ?
আমার অদৃষ্ট দোষে বুঝি অন্তর্ধান !
এতক্ষণে জানিলাম সেই ছদ্মবেশী—
কৈলাসের আশুতোষ র'ন উলুবনে ;
রক্ষিতে মুকুন্দ ঘোষে দিলেন দর্শন।
মহাপাপ কত হায়, করেছি সঞ্চয়,
তেকারণ বিরূপাক্ষ বিরূপ-আমায় ;
উলুবনে গিয়ে আজ ধরিব চরণ,
কর যোড়ে ক্ষমা চাহি লব তাঁর কাছে ;
চল মন্ত্রি ! সভ্যবর্গ ভৃত্যামাত্য যত ?
এখনি প্রস্তুত হও হেরিতে শঙ্করে।
এ সব ঘটনা যদি স্বরূপ নেহারি,
বিচিত্র মন্দির তরে করায়ে নির্ম্মাণ,
প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁরে পূজিব নিয়ত ;
ষোড়শোপচারে পূজা হবে প্রতিদিন।

(মুকুন্দপ্রতি) ক্ষম মম অপরাধ তুমি গোপেশ্বর!
বিনাদোষে করিয়াছি কত তিরস্কার।
পূজিবে তারকেশ্বরে ত্যজিয়া সংসার,
দেবভক্ত এবে তুমি মুক্ত চিরকাল।

মুকুন্দ। যা চ রাজা অকপটে প্রভুর উদ্দেশে,
অবিলম্বে মুক্ত যেন হই ভব পাশে।

রাজা। কি হেতু বিলম্ব আর স্বয়ম্ভু দর্শনে,
হেরিতে বাসনা যার এস মম সনে।

সকলে। যে আজ্ঞা চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম অঙ্ক।

(রাজপথ)

(রাজকর্ম্মচারির প্রবেশ)

রাজকর্ম্মচারি। (স্বগতঃ) আঃ ভাল বিপদেই পড়েছি, কি কুক্ষণেই মহারাজ হাতী, ঘোড়া, সৈন্য সামন্ত লোক-লস্কর নিয়ে সপরিবারে উলুবনে পাথরে দেবতার আবির্ভাব দর্শন ও পূজাদি ক'রতে গিয়েছিলেন, ফিরে

এসেই হুকুম হ,লো, "সেই পাথরটা নিজের বাড়ীতে তুলে আন্‌তে হবে, শীঘ্র একশত কুলি মজুর সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস" স্বষ্টিছাড়া হুকুম। এখন একশত কুলি মজুর পাই কোথা? দুহাজার পণ্ডিতের দরকার হ'লে সহজেই পাওয়া যায়, এত কুলি পাওয়াই দুঃসাধ্য; অনেক যায়গায় লোক পাঠিয়েছি আমিও একবার সন্ধান ক'রে আসি। (প্রস্থান)

(কুলিগণের প্রবেশ)

গীত

ডেরায় বসিয়ে ভাবি কোতো দিন গেল।
ফুলকুমারি রসবতী রাই না মিলিল ॥
কালার বাঁয়ে রাই কিশোরি আঁধার ঘরে আলো,
রাতের বেলা গুম্‌রে কাঁদি ঘুম্ চোকে না এলো,
রাজা ভাবছো কি এখন, রামের সীতে ক'রেছে
হোরণ ;—(ধলিধলা নাগ ধলিধলা ;
(রাধাকিষ্ট কিটা)
আই সো মাগো সরস্বতি বৈসো মোর কন্ঠ্যা,—
কন্ঠ্যা বস্তা বলাও মা বাণী।
(ধলীধলা নাগ ধলীধলা)
বসন চুরি ক'রে কালা উঠ্‌লো কদম গাছে,

গোয়ালানী ছুঁড়িযত ধিয়া ধিয়া নাচে।

(রাধাকৃষ্ট কিটা)

(কুলিরমনীগণের প্রবেশ)*

গীত

ঐ লো কালা কদমতলে বাঁসি যে বাজায়।
হাঁসি হাঁসি কাল শশি রাধারাধা গায়॥
আঁখি ঠারে ডাক্‌ছে কালা যাবি যদি আয়।
ঘরে রৈতে মন সরেনা আয়লো হেরি তায়॥

কুলিগণ। আয়রে আমার মন্‌মোহিনী রাখ্‌বলো হিয়ায়।
রমণীগণ। পরাণখুলে বাস্‌বো ভাল, খাওয়াব তুমায়॥
কুলিগণ। খাটি বুল্‌বো পয়সা পাব, দুনোবল গায়।
রমণীগণ। রইবো সাথে, বইবো মাথে হবে দুনো উপায়॥

(রাজকর্ম্মচারির পুনঃ প্রবেশ)

রাজকর্ম্মচারি। ঐ নয় কতকগুলো কুলি মনানন্দে গান ক'রছে। জগতে ওরাই প্রকৃত সুখী, স্ত্রীপুরুষেই রোজগার করে, একসঙ্গে খাটে; ঘাটে মাঠে শ্মশানে সকল স্থানেই স্ত্রী পুত্র নিয়ে কাজ করে, আর কুঁড়ে ঘরে থাকে,রোগের নামটি নাই,আর আমরা সাবধানে থেকেও রোগভোগ ক'রছি; যাক আর অন্য কথায় কাজ নাই; ও রে বাপু। তোরা একটা কাজ করবি?

১ম কুলি। হেঁগ্ গো ? কেন ক'রবোক্ নাই ? খাটালিতো খুজে বুলছি।

রাজকর্ম্ম। তবে আমার সঙ্গে চল্, কাজ ক'র্‌বি।

২য় কুলি। কুথা ক্যে যাবোক ? কি খাটালি করাবিক গো।

রাজকর্ম্ম। ওরে বনের ভিতর একটা পাথর পোঁতা আছে, সেইটা তুল্‌তে হবে।

৩য় কুলি। উঁহু,—সেটি লারবোক্, আমরাকে বলুস্ নাই—(শ্রীমন্তের প্রতি) ওরে সিমুন্ত্যা ! যাস নাইরে, পাথরে ঠোর মারায়ে দিবেক্।

রাজকর্ম্ম। ওরে সে মারাত্মক পাথর নয়, তোদের কোন ভয় নেই, আমরা কাছে থাক্‌বো।

৪র্থ কুলি। হেঁা হেঁা তবে ক'রবোক বৈকি গো।

১ম কুলি। আমরাকে কোত্য ফুরান দিবিক্।

রাজকর্ম্ম। ফুরানের জন্য চিন্তা কি, রাজার কর্ম্ম—বুঝেছিস তো,—আশার অতীত বেতন মিলবে তাছাড়া পুরস্কার পাবি।

২য় কুলি। রাজার কাজ হোবেক্ ? তবে ফুরান ক'রবোক নাই, যন্‌খানে পাথর আছে, আমরাকে সেই বাটে নিয়ে চল।

রাজকর্ম্ম। আমার সঙ্গে আয়।

কুলিগণ। ঝাট্ দেখাবিক্ চল্।

(পাথরের নিকট গমন)

রাজকর্ম্ম। এই পাথর পোঁতা আছে, ওপড়াতে হবে।

৩য় কুলি। হেঁ। হোবেক বৈকি, তুই গাছের তলে বস্‌গে যা, আমরা চোটপাট করি।

রাজকর্ম্ম। আচ্ছা, আমি ঐ বটগাছের তলায় বসিগে তোরা কাজ কর।

(বটতলে উপবেশন)

কুলিগণ। (কোদাল গাঁথি প্রভৃতি লইয়া ফুল কুমারির প্রতি) ও ফুল কুমারি! মাটির ঝোড়া মাথায় নিয়ে ফেলে আয়।

রমণীগণ। মাথায় তুলে দে; আমরা মাটির ঝোড়া বৈবোক হে, ওলো মাথায় বিঁড়ে বাঁধ্।

কুলিগণ। মারণ ঠ্যালা হেঁইয়ো, মারাকাটি হেঁইয়ো,— জোয়ান চলে হেঁইয়ো।

৪র্থ কুলি। ওরে মদ্‌না! পাথরটা উপড়ান যাবেক নাই, ঐ দেখ্‌ত তল্‌বাটে নামাণ্ডে গেল।

১ম কুলি। তাইতো রে! কি হোবেক রে, (রাজকর্ম্ম চারি প্রতি) ও সরকার, আমরা উপড়াইতে লারবোক্। যত চোটপাট করছি তল বাটে সাঁধাণ্ডে গেল।

রাজকর্ম্ম। সে কিরে? তোরা পাথরটা তুলতে পারলিনে?

(জ্ঞানের প্রবেশ)

গীত।

ঐ পাথর তুলতে আছে সাধ্যকার,
গয়া গঙ্গা কাশী কৈলাস যুক্ত ত্রিসংসার,
উনি কৈলাসের ধন, করেন সাধন,
শোভে শিরে যাঁর শিখি পাখা। (প্রস্থান)

রাজকর্ম্ম। (স্বগতঃ) আমাদের মহারাজের কি দুরাশা প্রস্তররূপী কৈলাসনাথকে নিজালয়ে স্থাপন মানসে উত্তোলন ক'রতে অভিলাষ! ওঃ কি ভ্রান্তি! "শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ" এটাও কি তিনি ভাব্‌লেন না? এইতো ভগবান্ অন্তরীক্ষ হ'তে ব'ল্‌লেন, যে, ও পাথর তুল্‌তে কারো সাধ্য নাই,—গয়া গঙ্গা কাশী কৈলাস পর্য্যন্ত যোগ আছে; তবে আর উপায় কি? (কুলিগণ প্রতি) ওরে বাপু? সত্যই পাথরে দেবতার আবির্ভাব হ'য়েছে, তোলা যাবে না, চল্ মহারাজকে খবর দিইগে।

কুলিগণ। আমরা কে পয়সা দিবিক তো?

রাজকর্ম্মচারী। হাঁ, হাঁ, বেতন পাবি বৈকি, আমার সঙ্গে আয়।

কুলিগণ। চল্ চল্।

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম অঙ্ক।

রামনগর, রণভূমি।

(সশস্ত্রে উদয় সিংহের প্রবেশ)

উদয় সিংহ। বহুদিন কোষবদ্ধ আছয়ে কৃপান ;
অস্ত্রআদি পিপাসিত, ছেদীশত্রু শির—
পান করি রক্ত আজ মিটাবে পিপাসা।
রুধিরে রঞ্জিয়া দেহ প্রফুল্ল অন্তরে,
মাতাইব বীর বৃন্দে দিব উপদেশ ;—
"কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রোনা সমরে"।
যদ্যপি সম্মুখরণে যায় এ জীবন,
অন্তিমে পরমা গতি লভিব নিশ্চয় ;
কোথা গেল ফেরুসম বিপক্ষের দল ?
পলায়েছে ভয়ে বুঝি মম আগমনে।
রামনগরাধিপতি ভারামল্ল রায়,
অসামান্য-বলশালী মহাবীর্য্যবান,
রণদক্ষ ভীমবল বহু সৈন্য তাঁর ;
তন্মধ্যে উদয়সিংহ আমি সেনাপতি,
যুঝিবারে শত্রুসনে অগ্রেই উদয়।

দাঁড়াইয়া রণাঙ্গনে শমনের প্রায়,
প্রস্তুত হইয়া আছি নাশিতে অরাতি।

গীত।

প্রস্তুত উদয়সিংহ দাঁড়ায়ে শমন প্রায়।
ভীম পরাক্রম মম শমন হেরি শঙ্কা পায়।
শাণিত কৃপাণ করে, মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ শরে,
ছেদিব বিপক্ষ শীরে, রবে যশ কীর্ত্তি ধরায়।
দুর্জ্জয় উদয় সিংহ, শোভিত পুরুষ সিংহ,
শাকার পাইলে সিংহ, পরিহার কি করে তায়।

(সেনাপতি মিত্রসেনের প্রবেশ)

মিত্রসেন। মিত্রসেন সশঙ্কিত বলে কোনজন?
সম্মুখে সংগ্রামে নাহি লয়ে পরিচয়,
রণে ভীত ব'লে কর বৃথা আত্মশ্লাঘা?
অসীম প্রতাপশালী বঙ্গমানেশ্বর,
শিবানী সর্ব্বমঙ্গলা সহায়া তাঁহার,
যমোপম সেনাপতি আমি মিত্রসেন,
চিত্রসেনো থরহরি কাঁপে মোর দাপে;
মম কাছে তুই মূঢ় ক্ষুদ্র কীট সম,
জ্বলন্ত পাবক আমি কাছে বিদ্যমান,
সুনিশ্চয় ভস্মীভূত হইবি এখনি।

উদয়সিংহ। আরে রে বর্ব্বর মূঢ় হীন বীর্য্য বীর?
হেরিতেছি অহঙ্কার বৃথা আস্ফালন;
গর্ব্ব তব চূর্ণ হেতু আসিয়াছি আমি,
এখনি পাঠাব তোরে কৃতান্ত সদন।
কত অস্ত্র কত বল সমর কৌশল—
কি আছে সম্বল তব লব পরিচয়,
মঙ্গলা সহায়া ব'লি তাই আত্মশ্লাঘা?
রে মূর্খ! যে মা'র বলে বলীয়ান তোরা,—
সেই মা'র কৃপাবল পায় না কি কেহ?
স্নেহময়ী জগন্মাতা সে সর্ব্বমঙ্গলা,
সকল পুত্রেরে তাঁর সমান আদর;
নতুবা পূজিবে কেন জগতের লোকে—
দশভুজা চতুর্ভুজা কিম্বা অন্নপূর্ণা।
অবোধ অজ্ঞান তুই নাহিক সে বোধ—
সত্বরে এখন আয় নাশ দর্প তব।

মিত্রসেন। অগ্রসর হয়েই আছি কেবল তোর বিলম্বেই বিলম্ব।

উদয়। উলঙ্গ কৃপান হাতে, যমালয়ে পাঠাইতে,
পূর্ব্বহ'তে আছিরে প্রস্তুত।

মিত্রসেন। মুণ্ড তোর খণ্ড করি, সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ ধরি,
মিসাইব পঞ্চে পঞ্চভুত।

উদয়। আচ্ছা দেখা যাবে, ধর অস্ত্র !

(উভয়ের যুদ্ধ ; মিত্রসেনের
প্রস্থান, উদয় সিংহের পশ্চাৎ
আক্রমন ও পুনঃ প্রবেশ, যুদ্ধ
পরে মিত্রসেনের পতন)

উদয়। যা দুষ্ট চিরশান্তি লভ এইবার।

(গমনোদ্যত)

(সৌদাসের প্রবেশ)

সৌদাস। আরে আরে পাপমতি ঘৃণ্য রাজপুত ?
হইযাছে অহঙ্কার বধি মিত্রসেনে ?
সেই দর্প চূর্ণিবারে সৌদাস উদয় !
বৃথা বাক্য ব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন,
অবিলম্বে দুরাচার হও অগ্রসর।

উদয়। কেবা তুই ক্ষুদ্র তেজা মূঢ় নরাধম !
ফেরুসনে মৃগেন্দ্রের সাজে কিরে রণ ?
বাঁচিতে বাসনা যদি থাকে তব চিতে,।
রণস্থল হতে কর এখনো প্রস্থান ;
তোর প্রতি অত্যাচার না করিব আমি,
নহেত উদয় সিংহ এত লঘুচেতা।

সৌদাস। অসহ্য বচন তব সহ্য নাহি যায়,
পশিল বজ্রের সম হৃদয় কন্দরে;

বীরেন্দ্র হইয়া রণে হইব বিমুখ?
ছি, ছি, ছি লজ্জার কথা ক্ষত্রিয় সমাজে,
এহেন অনর্হবাক্য উচ্চারিয়া কেহ—
পায় নাই পরিত্রাণ সৌদাস নিকটে;
অবলীলা ক্রমে তুই-কাহলি আমায়,
কিন্তু মম করে তোর নাহি অব্যাহতি—
লঙ্ঘিতে সাগর যথা পঙ্গুর বাসনা—
বামনের সুধাকরে ধরিবারে সাধ—
তেমতি বাসনা তব হেরি অসম্ভব!
এখনি পড়িবে দেখ্ সে আশায় ছাই;
ঝটিতি সমরানল করি প্রজ্বলন,
দেহরূপ আজ্যে তোর দিব পূর্ণাহুতি—
পাঠাব শমনাগারে বধিয়া সত্বরে।

গীত।

তোরে বধি সত্বরে। পাঠাব শমনাগারে।
বামনে ধরিতে কিরে পারে সুধাকরে।
পঙ্গু হ'য়ে মহার্ণব, লঙ্ঘিতে বাসনা তব,
খর্ব্ব হবে গর্ব্ব সব, র'বি শবাকারে।
চূর্ণ আজ করি অহঙ্কার, দেখাব তোরে অন্ধকার,
কৃতান্তে দিব উপহার, কেবা রক্ষা করে।

উদয়। হাঃ হাঃ হাসির কথায় সকলেই হাসে,
আরে আরে লজ্জাহীন ক্ষত্র কুলাঙ্গার,
আগ্নেয় আয়ুধে তোর জীবিত শরীর,
দগ্ধকরি ঘুচাইব সকল জঞ্জাল,
করাল কৃতান্ত আমি হের দাঁড়াইয়া,
প্রাণপণে কর যুদ্ধ ধর অস্ত্র দেখি,
পিপীলিকা দংশে যদি কেবা ছাড়ে তায় ?
তুইও তদ্রূপ আসি দংশিলি শরীরে,
নিষ্পেশনে অনায়াশে নাশিব নিশ্চয়।

সৌদাস। আরে অত কথার শ্রাদ্ধ ক'রতে হবে না, ক্ষমতা থাকে ত অগ্রসর হও।

উদয়। ধর অস্ত্র। (উভয়ের যুদ্ধ, সৌদাসের প্রস্থান উদয়সিংহের পশ্চাৎ আক্রমন করিতে করিতে প্রস্থান)

(যুদ্ধ করিতে করিতে বিষ্ণুদাস ও কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রবেশ ও যুদ্ধ পরে ক্ষান্ত হইয়া)

কীর্ত্তিচন্দ্র। সাবাসি সাবাসি তোমা শুন বিষ্ণুদাস?
রণ দক্ষ তুমি বট শিখেছ কৌশল,—
শত শত ধন্য বাদ দিলাম তোমারে,
সাবধানে রক্ষাকর নিজ কলেবর।

বিষ্ণুদাস। যে কৌশলে অগ্নিদগ্ধ লৌহ দণ্ডধরি—
রণক্ষেত্রে বীরবৃন্দে দেখাই প্রতাপ,
যবনের কারাগারে উদ্ধারি স্বজনে—
যার শক্তি হেরি মুগ্ধ দিল্লির ঈশ্বর,—
যবন সম্রাট সেই বলী আরংজেব,
পুরস্কার দিয়ে তোষে পঞ্চ শত গ্রাম—
কি বুঝিবে তুমি রাজা তার গুণগ্রাম ?
রামনগরাধিপতি ভারামল্ল রায়,
তাঁহার অনুজ আমি প্রভঞ্জন রূপে,
তোমার জীবন দীপ করিব নির্ব্বাণ।

কীর্ত্তিচন্দ্র। বড়স্পর্দ্ধা মূঢ়মতি হইয়াছে তব,
কে কার জীবন দীপ করিবে নির্ব্বাণ,
এখনি হইবে মূর্খ তার পরিচয় ;
সারমেয় স্পর্দ্ধাপেলে নাচে শিরোপর—
দরিদ্র লভিলে অর্থ অতি দর্প তার—
শিখিয়া সুকৃতী বলে শস্ত্র বিদ্যা কিছু—
দর্পভরে বিষ্ণুদাস রাজ পুত্রাধম !
তৃণ সম তুচ্ছ জ্ঞান যাবতীয় বীরে—
অপদার্থ অতিহেয় ক্ষুদ্র চেতা তুই,—
তোর সনে বাক্যালাপে ঘৃণা বোধ করি।

বিষ্ণুদাস। ধন্যবাদ দিতে তবে কে সাধিল তোমা ?
অতি হেয় অপদার্থ ঘৃণ্য যদি আমি,
ধন্যবাদে তু'ষবারে কিবা প্রয়োজন ?
যুদ্ধে আসি কেবাকারে দেয় ধন্য বাদ ?
দাস যেবা তোষামোদ কার্য্যই তাহার ;
তবে কি আমার দাস তুমি কীর্ত্তিরাজ ?
হীনবীর্য্য ফেরুপ্রায় আমার নিকটে—
শোভিতেছ কাপুরুষ ক্ষত্র কুলাধম ?
তা নাহলে ভারামল্লে আদেশিবে কেন—
দাসবৎ তব পদে লইতে শরণ ?
সিংহ সম পরাক্রমে ভারামল্ল রায়,
কে আছে ধরায় তাঁর সমকক্ষ বীর ?
নিশ্চয় ক্ষত্রিয় কুলে তুমি কুলাঙ্গার,
তাই এ অশ্রাব্য বাক্য শুনি তব মুখে ;
আরে মূর্খ হীনতেজা দুর্ব্বল যে জন,
সে কি বুঝে পরাক্রম বীরেন্দ্র গরিমা ?
যদি বল থাকে যুঝি বীরত্ব দেখাও,
রণক্ষেত্রে তোষামোদে কিবা প্রয়োজন ?

কীর্ত্তিচন্দ্র। আরে আরে বিষ্ণুদাস অকর্ম্মণ্য বীর !
বুঝিলাম আয়ুশেষ সুনিশ্চয় তোর ?

বেগবতী নদীস্রোতে বরিষার কালে—
কখনো কি রয় দুষ্ট বালুকার বাঁধ?
সেইরূপ আশাবাঁধ ভাঙ্গিয়া এখনি,
দেহ হতে রক্ত স্রোত হবে বহির্গত।

বিষ্ণুদাস। তবে রে দুর্ম্মতি ভণ্ড! কার আশা বাঁধ—
ভাঙ্গিয়া রক্তের স্রোত বাহিরায় দেখ্।
জ্বলিল জ্বলিল হৃদে ভীম ক্রোধানল,
পতঙ্গ সমান তুই-হবি ভস্মী ভূত।
নিতান্ত কৃতান্ত তোরে ক'রেছে স্মরণ!
অবিলম্বে অগ্রসর হও রে পিশাচ!

কীর্ত্তিচন্দ্র। এখনি পরীক্ষা হবে কেবা কারে নাশে,
ধর্ অস্ত্র দেখা যাক্ কার কত বল।

(উভয়ের যুদ্ধ কীর্ত্তিচন্দ্রের পরাস্ত)

বিষ্ণুদাস। কি ভাবিছ মহাবলী বর্দ্ধমানেশ্বর?
এই তেজে ভারামল্ল রাজ্যজয় আশা?
সম্বল নাহিক কিছু শৌর্য্য বীর্য্যবল,
অতিশয় লোভী তুই নির্লজ্জের শেষ
লোভান্ধ মুষিক যথা খাদ্যলোভে আসি
লৌহ যন্ত্রে পড়ি শেষে হারায় জীবন,
সেই মত রাজ্যলোভে তুইরে অবোধ!

কৃপাণ যন্ত্রেতে মোর পড়িলি আসিয়া ;
এইবার সুনিশ্চয় যাবি যমালয়।
অসীম প্রতাপশালী ভারামল্লরায়,
এই বলে তাঁর রাজ্য জিনিতে বাসনা ?
আকাশ কুসুম সম সে আশা দুরাশা—
একবারো ভাবিলিনা ক্ষত্র কুলাঙ্গার ?
পঙ্গুর বাসনা যথা সাগর লঙ্ঘনে
সুধাকরে ধরিবারে বামণের সাধ !
সে আশা দুরাশামাত্র হয় কি পূরণ ?
সাক্ষাৎ শমন তব আমি বিষ্ণুদাস !
এখনি কৃপাণে পারি কেড়ে নিতে প্রাণ,—
কিন্তু তাহা করিব না ক্ষমিলাম এবে ;
কেবা তব রক্ষাকর্ত্তা ডাক্ এই বেলা,
স্মরিবারে ইষ্টদেবে দিলাম সময় ;
কিছুতে নিস্তার তোর নাহি দুরাচার। [প্রস্থান।

গীত।

নিস্তার তোর নাই দুরাচার !
সত্বরে, সমরে,—ধরাশায়ী ক'রে আজ পাঠাইব যমাগার।
কার পরামর্শে তুই আসিলিরে মরিতে,
আমি যে শমনরূপে এসেছি প্রাণ হরিতে,

স্মরণ কর, রে বর্ব্বর ইষ্টদেব ত্বরিতে,
উদ্ধারিতে একমাত্র ভবে যেবা মূলাধার।
জিনবি তারামল্লরাজ্য করিলি রে অভিপ্রায়,
এ দুরাশা হেরি তোর আকাশ কুসুমপ্রায়,
শুনে হায়, হাসি পায়, সে আশায় নিরুপায়
পঙ্গু হ'য়ে চাও মূর্খ হতে মহাসিন্ধুপার।

কীর্ত্তিচন্দ্র। তাইতো, ক্রমেই যে নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়লেন, আর যে আমার ভুজ যুগল অসিধারণে ক্ষমবান হ'চ্ছেনা, তবে কি মা সর্ব্বমঙ্গলা সন্তানের প্রতি বিরূপা হ'লেন? (উদ্দেশে) ও মা সর্ব্বমঙ্গলে! কিঙ্করের প্রতি নিদয়া কেন মা? যুদ্ধ যাত্রাকালে আপনিই তো ব'লেছিলেন যে "বৎস রে! তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি রণস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে তোমায় অভয় দান ক'রবো, 'জয়-লাভ অবশ্যম্ভাবী;" ও মা শৈলসুতে! তবে আজ সন্তানকে বঞ্চনা কেন মা,

(করযোড়ে) জয়, হর সোহাগিনী, দুর্গতি বারিণি,
প্রলয় কারিণি খড়গ ধরে।
জয়, ত্রিপুর নাশিনী, ত্রিগুণ ধারিণি,
ত্রিতাপবারিণি বিঘ্ন হরে॥
জয়, প্রকৃতি রূপিণি, ভুবন রঞ্জিনি
মহিষ মর্দ্দিনি মোক্ষপ্রদে।

জয়, ধরিত্রী নন্দিনী, সুরেন্দ্র বন্দিনী,
ব্রহ্মাণ্ড মোহিনী বরপ্রদে ॥
জয়, ত্রৈলোক্য জননি, দনুজ দলনি,
শঙ্কর ঘরণি—বিশ্বরূপে।
জয়, সর্ব্বত্র চারিণি, শঙ্কট হারিণি,
নিস্তার কারিণি অন্ধকূপে ॥
দেহি, কিঙ্করে চরণ, রক্ষ মা নন্দন,
নতুবা জীবন ধ্বংশ হবে।
দেহি, ঝটিতি দর্শন, আমি অকিঞ্চন,
ত্বন্নাম কীর্ত্তন করি ভবে ॥

(অসি হস্তে বর্ব্বমঙ্গলার প্রবেশ)

সর্ব্বমঙ্গলা। এসেছি সর্ব্বমঙ্গলা আমি রে তোমার ?
শঙ্কা ত্যজি সাবধানে কর বাপ রণ ;
ভয় কি পেয়েছ মনে মম অদর্শনে ?
আমি যে রে ভয়হরা অভয়া জননী ;
ভক্তিপাশে বাঁধি মোরে রেখেছ মন্দিরে।
পূর্ব্বকথা বাছাধন! ভুলেছ কি সব ?
কেন তবে হেরিতেছি মলিন বদন ?
ভয়ে রে দেখায়ে ভয় কর শত্রুক্ষয় ;
এই আমি খড়্গ ল'য়ে রহিনু পশ্চাতে।

যক্ষ রক্ষ সুরাসুর গন্ধর্ব্ব পিশাচ—
কার সাধ্য তব কেশ পারে পরশিতে!
শত শত বিষ্ণুদাস আসিলে এবার—
সুনিশ্চয় যমালয় করিবে গমন।
শঙ্কাত্যজি প্রাণাধিক যুঝ শত্রুসনে,
অচিরে বিজয় লক্ষ্মী লভিবে স্বকরে।

কীর্ত্তিচন্দ্র। এসেছ মা ভবরাণি রক্ষিতে সন্তানে?
জর্জ্জরিত হ'য়েছি মা-বিপক্ষের বানে ॥
তাই তোমা সকাতরে ডাকি গো জননী।
রাখ মা পুত্রের প্রাণ বিপক্ষ দলনি ॥
পদধূলি দাও মাতঃ প্রণমি শ্রীপায়।
অক্ষয় কবচরূপে ধরিনু মাথায় ॥

(প্রণাম ও রজঃ গ্রহণ)

এতক্ষণ পরাজিত হ'য়েছিনুরণে।
প্রভূত ক্ষমতা হ'লো তব আগমনে ॥

(উদ্দেশে)

কোথারে পাপীষ্ট দুষ্ট ভণ্ড দুরাচার?
অগ্রসর হ'য়ে যুদ্ধ কর কুলাঙ্গার ॥

(বিষ্ণুদাসের প্রবেশ)

বিষ্ণুদাস। সাবধানে কথাকও মূঢ় নরাধম!
এখনি পাঠাব তোমা ডাকিতেছে যম ॥
এত তেজ এত গর্ব্ব হেরি কি কারণে?
এইতো আহত তুমি হ'য়েছিলে রণে ॥
কি হেতু আবার তবে কর আস্ফালন?
বুঝিবা সহায় কেউ হ'য়েছ এখন ॥

(সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখিয়া)

ও—এই—যে——
মা আমার শত্রুপক্ষে আছেন দাঁড়ায়ে।
তাতেই দুষ্টের তেজ গিয়েছে বাড়িয়ে ॥

(কীর্ত্তির প্রতি)

কীর্ত্তিরাজ। মা সর্ব্বমঙ্গলা—তোমায় সহায়া হ'য়েছেন ব'লে অহঙ্কার ক'রোনা, উনি যে জগৎ প্রসবিনী, জগতের মা, তোমার একার মা ন'ন, যে স্তব ক'রে ডাক্‌লেই সদয়া হবেন, ঐমা তোমার যেমন মা, আমারো তেমনি মা, আমি ভাগ্যহীন ব'লে কি আমায় কৃপা করবেন না? তাহ'লে যে দয়াময়ী নামে কলঙ্ক হবে।

(সর্ব্বমঙ্গলার প্রতি)

ওমা—সর্ব্বমঙ্গলে! অধমসন্তান বিষ্ণুদাস তোমার

ঐ অভয়পদে কি স্থান পাবে না? ওমা—বিপদবারিণি! এ কিঙ্করের বিপদকালে অনুকূলা হ'য়ে ঐরূপ পদাশ্রয় দিয়ে অভয়দানে কি কৃতার্থ ক'রবিনে মা? কাত্যায়নি গো। তোর ঐ—অলক্তক রঞ্জিত রাঙ্গা-চরণ বৈ আর যে কিছু জানিনে মা?

ওমা, কালকান্তা কপালিনি, শানিত খড়্গ ধারিণি,
অট্টাট্টহাসিনী জয়ঙ্করি।
তুমি মা সর্ব্বমঙ্গলে, রেখগো বিপদ কালে,
সন্তানে শ্রীপদে শুভঙ্করি॥
এ দাসে ওমা অভয়া, হয়োনা যেন নিদয়া,
ডুবায়োনা দয়াময়ী নাম।
দিয়ে সুতে পদছায়া, বিপদে হ'য়ো সদয়া,
অন্তে যেন পাই শান্তিধাম॥

সর্ব্বমঙ্গলা। প্রাণাধিক বিষ্ণুদাস! তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়েছি, কিন্তু কি ক'রবো বৎস? বর্দ্ধমানেশ্বর কীর্ত্তিচন্দ্রকে পরিত্যাগ ক'রে যাবার উপায় নাই, প্রিয়ভক্ত কীর্ত্তিরাজ আমায় ভক্তিডোরে বন্ধন ক'রেছে, আমিও স্বীকার ক'রেছি যে, "তোমার মন্দিরে অবস্থান পূর্ব্বক বাধাবিঘ্ন দূর ক'রবো," কিরূপে তার অন্যথা করিবাপ্! তজ্জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, নৈলে অগ্নিদগ্ধ সুলোহিত—

লৌহদণ্ড ধারণ ক'রে দুর্জ্জয় আবংজেবের কারাগার হ'তে সকলকে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌তে কি? এক্ষণে অনুকুলে থাক্‌লেম না ব'লে—তোমার অভয়া মা'র প্রতি যেন কলঙ্কারোপ ক'রোনা, এসংসারে যে যেমন কর্ম্মকরে সে তদনুযায়ী ফল ভাগী হয়।

বিষ্ণুদাস। মাগো! আমি যে কি কর্ম্ম ক'রেছি আর সেই কর্ম্মের কিফল পাব তা তুমিই ব'লতে পার, তারা গো! তুমি আমায় যা করাচ্ছ আমি তাই ক'রছি, তার ফল সুফল কি কুফল ফ'লবে কিরূপে জানবো মা, চতুর্ব্বর্গ-ফলদায়িনী যদি সন্তানের প্রতি কৃপা করেন তাহ'লে অবশ্যই সুফল ফ'লবে; তোমার প্রতি কলঙ্কারোপ ক'রবো কেন? তুমি ভক্তের জননী, ভক্ত তোমায় ভক্তি শৃঙ্খলে বেঁধেছে; ভক্তপুত্রও পেয়েছ, সুতরাং তার অনুকুলে না থাক্‌লে সে বলবে কি? আমি তোমায় ভক্ত ত্যাগ ক'রতে বলি নাই; তবে মাগো! তোমার অভয়পদে এ অকৃতি পুত্রের একটি নিবেদন।

সর্ব্বমঙ্গলা। কি বলবে বৎস বল।

বিষ্ণুদাস। তুমি যখন প্রিয় ভক্ত কীর্ত্তিচন্দ্রের সাহায্যার্থিনী হ'য়ে যুদ্ধস্থলে এসেছ, তখন এ যুদ্ধের পরিণাম যা, তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি; আমার মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী, সেজন্য চিন্তা করি নাই, তুমি পতিতোদ্ধারিণী মুক্তি,

দায়িনী অভয়া, তোমার সাক্ষাতে মৃত্যু তো বাঞ্ছনীয়; কিন্তু মা! আমার যাবার সময় পাছে তোমার ঐ জন্ম মরণ বারণ-চরণ কমলে স্থান দিতে বঞ্চনা কর, শঙ্কাহারিনি গো—! এই ভয়ে আমি বড়ভীত হ'য়েছি, ওমা—কাল ভয় হারিনি! এ ত্রা:শত সন্তানেকে—; কালের হাতে রক্ষা ক'রে পদতরণী দিয়ে উদ্ধার ক'রো।

সর্ব্বমঙ্গলা। ভক্তরে! সেজন্য চিন্তা ক'রোনা, তোমার অন্তিম কালে আমরা হরপার্ব্বতী মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়ে বাসনা পূর্ণ ক'রবো; তুমি পরম সুখে শান্তিময় শিব-লোকে বাস ক'রবে, কৃতান্তের জন্য ভয় কি বাচ্ছা।

কীর্ত্তিচন্দ্র। দাঁড়ায়ে কৃতান্ত আমি শোন বিষ্ণুদাস?
পরিত্রাণ কোন ক্রমে নাহি তব আর,
এখনি জীবন বায়ু হবে বাহির্গত,
অবিলম্বে অগ্রসর হও নীচাশয়।

বিষ্ণুদাস। কীর্ত্তিরাজ; আর বৃথা আস্ফালন ক'রোনা, তোমার যত বল, যত শক্তি, তার পরিচয় অগ্রেই পেয়েছি, মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার সহায়া না হ'লে এতক্ষণ ঐ স্বর্ণ-কান্তি কলেবর এই সুতীক্ষ্ণ অসিতে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে শৃগাল কুকুরের উদরসাৎ হ'তো; কেবল শুভঙ্করীর শুভা-গমনেই নিরাপদ হ'য়েছ। এখন তুমি যে আমার

কৃতান্তরূপে সম্মুখে দাঁড়িয়ে, তা, কে, না ব'লবে! কেননা স্বয়ং জগৎ সংহারিণী যারে অনুকূলা, সে যে শমনরূপে শত্রুসংহার ক'রবে তার আর আশ্চর্য্য কি; কিন্তু বর্দ্ধমানরাজ? তাতে তোমার পুরুষত্ব কি আছে! বরং তোমাপেক্ষা আমার সৌভাগ্য দেখ? এই যুদ্ধে বিষ্ণুদাসের মৃত্যুই যদি ধাতার ধার্য্য হয়, তাতেই আর ভাব কি, বলি হাঁহে! মর্‌বার এই তো সুসময়; শান্তিদায়িনী মা অভয়ার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ক'র্‌তেক'র্‌তে নয়নকে জন্মের মত স্থির ক'রবো; আর ঐ মা'র মুখেই শুনলেম যে, "তোমার অন্তিমকালে আমরা হরপার্ব্বতী মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়ে বাসনা পূর্ণ ক'রবো, তুমি পরম সুখে শিবলোকে বাস ক'রবে; তবে আমার এমন সুখের মৃত্যুতে আশঙ্কা কি! এখন এস, অগ্রসর হও দেখা যাক্ মা সর্ব্বমঙ্গলা কি করেন!

কীর্ত্তিচন্দ্র। আচ্ছা অগ্রসর হও। (উভয়ের যুদ্ধ বিষ্ণুদাস পরাস্ত।)

বিষ্ণুদাস। উঃ দুরাত্মা কীর্ত্তিচন্দ্রের অস্ত্রাঘাত আর সহ্য হয়না শক্তি ক্রমেই হ্রাস হ'য়ে আস্‌ছে, তবে কি সর্ব্বশক্তিময়ী সর্ব্বমঙ্গলা হতভাগ্য বিষ্ণুদাসের সর্ব্বশক্তি হরণ ক'র্‌লেন? ও মা সর্ব্বমঙ্গলে! সামান্য অস্ত্রধারণ ক'রে বিপক্ষ পক্ষে বাধাদান ক'রবো, কিঙ্করের এমন ক্ষমতাও রাখ্‌লে না?

শক্তিদাত্রি গো! দাও শক্তি দাও, তোমার অকৃতজ্ঞ অধম সন্তানের অঙ্গে বল দাও, ওহো হো! অঙ্গ ক্রমেই অবশ হ'য়ে প'ড়ছে, আর দাঁড়াতে পারছিনে; জ্ঞান, বুদ্ধি সমস্তই লুপ্তপ্রায়; কীর্ত্তিরাজ! আর কেন, তোমার বাসনাই পূর্ণ হলো, তুমি যে সদর্পে ব'লেছিলে তোমার কৃতান্তরূপে অবস্থান কর্ছি, তা এতক্ষণে বুঝ্তে পারলেম, আর আমার জীবনের আশা নাই তাও জেনেছি। ওমা নিস্তারিণি! কৃপা ক'রে এই পতিত পুত্রকে তোমার রাঙাপদে স্থান দিয়ে নিস্তার ক'রো, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

গীত

নিস্তার ক'রো মা তারিণি!
যখন বিদ্যমান সম্মুখে, (মাগো)
(আমার ভয় কি ভানুজ-শাসনে, আমি চলে যাব ডঙ্কা মেরে)
ঐ নাম জপি মুখে, রাঙ্গাপদে মিশিব জননি!
কত যোগী যোগ সাধনে, ঊর্দ্ধপদে অনশনে,
লভিবারে তব চরণে; আমার নাহি যোগবল (মাগো),
(আমায় চরণ ছাড়া ক'রোনা মা,আমি মা বৈ কিছু জানিনে গো)
ভরসা কেবল, তারা তোমার চরণ দু'খানি।
অনুকূলা তোমা বিনে, কেহ নাই মা ত্রিভুবনে,
তাই তোমারে ডাকি সঘনে; পার কর ত্বরান্বিতে, (মাগো)

(আমার যাবার সময় হয়েছে মা,

পারের কড়ি কিন্তু নাই মা আমার)

লও তরণীতে, যোগীন্দ্র বক্ষঃবিহারিণি।

(সন্ন্যাসী বেশে ভারামল্লের প্রবেশ)

ভারামল্ল। (স্বগতঃ) এবার নিশ্চিন্ত হ'য়েছি, জ্বালাময় অনিত্য সংসারের সুখবিলাস পরিহার ক'রে অসার সংসার-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছি, এখন নিরাপদ্ ; কিন্তু বিষ্ণুদাসকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করায়ে স্বহস্তে রাজপদে অভিষেক ক'রবো, এ বাসনা আমার পূর্ণ হ'লো না ; তা না হ'ক, তার পিতৃরাজ্য সে নিজেই তা সম্পন্ন ক'রবে, আমার চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। তারকনাথের কৃপায় যদিও সংসার হ'তে অপস্থত হ'য়েছি, তথাপি মায়া মমতা প্রভৃতিকে তো ত্যাগ ক'রতে পারছিনে, এত চেষ্টা ক'রছি যে সংসারের কথায় আর থাকবো না, "কাকস্ত পরিদেবনা" তা জানি, তবুতো মায়া মোহান্ধকার দূর হ'চ্ছেনা! গড়বেষ্টীত মন্দির মধ্যে অনাদিলিঙ্গ তারকেশ্বর সংস্থাপন সংকল্পে উত্তোলন করবার জন্য কুলিদের খনন ক'রতে আদেশ করেছিলাম, শতসংখ্যক কুলি দ্বাদশ দিবস খনন ক'রেও কৃতকার্য্য হ'লো না; নিশা-মধ্যে বাবার স্বপ্ন হ'লো যে, এই স্থানেই আমার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করায়ে নিত্যপূজার ব্যবস্থা ক'রে দাও;

তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক মন্দির-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খননাদি বিবধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'রেছি, প্রত্যহ ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থাও হ'য়েছে। তিনি দয়ার সাগর, সদয় হ'য়ে দাসের সংসার-বন্ধন ছিন্ন ক'রেছেন বটে, কিন্তু চিত্তসংযম হ'চ্ছে কৈ? আবার যে মন চঞ্চল হ'লো! প্রাণাধিক বিষ্ণুদাসের জন্য বড় ব্যাকুল হ'য়েছি, এই তো রণক্ষেত্র ভাল, একবার দেখি, (গমন) এই যে ভ্রাতা আমার যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে সংজ্ঞাহীন! বিষ্ণুদাস! প্রাণের ভাই! একি! এমন ভাবে কেন ভাই?

বিষ্ণুদাস। দাদার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম নয়? কৈ তিনি? এই যে দাদাই তো বটে! দাদা! আর আমার জীবনের আশা নাই, কৃতান্ত কীর্ত্তিচন্দ্র প্রাণঘাতী অস্ত্র ল'য়ে ঐ দণ্ডায়মান; আবার করালবদনা বিকটদশনা লোল, রসনা চামুণ্ডা করাল বদন, বিস্তার ক'রে সংহারিণী মূর্ত্তিতে আমায় সংহার ক'রতে আস্‌ছেন। উনি এখন স্নেহময়ী মা ন'ন, পাষাণের মেয়ে পাষাণী, কীর্ত্তিচন্দ্রের সাহায্যার্থিনী; দাদা! আর আমার কিছুতেই রক্ষা নাই, আপনি শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ করুন, শ্রীচরণে জনমের মত বিদায় হই। একি দাদা! আপনার এমন বেশ কেন? সহসা সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করবার তাৎপর্য্য কি? আপনার ওরূপ ভাবান্তর দেখে প্রাণ যে

আমার ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো দাদা।

ভারামল্ল। ভাই ব্যাকুল হ'য়োনা, আমার সন্ন্যাসীর বেশ দেখে তোমার কাতর হবার কারণ কি ভাই। তারকনাথের কৃপায় আমি যেপথে অগ্রসর হ'য়েছি তার চরম সীমা দেখ্‌বো, আমার জন্য চিন্তা ক'রোনা; আর জগজ্জননী স্বয়ং যখন সম্মুখে বিরাজিতা তখন তোমারো কোন আশঙ্কা নাই, আমি তার প্রতিবিধান ক'রছি, (সর্ব্ব-মঙ্গলার প্রতি) ওমাঅপর্ণে! আর ভক্তের পশ্চাতে অসি করে দাঁড়িয়ে কেন? হ্যাঁমা, অসিপাশিনী ব'লেই কি পুত্রের কাছে ওরূপ ভয়ঙ্করী ভীমা মূর্ত্তি ধারণ ক'রতে হয়? ভক্তের নিকট তুমি বরাভয়করা; আর বীরাচারী দানবের কাছে খড়গধরা—এই তো জানি। জগদম্বে! এখানে দানব কৈ? এ যে তোমার প্রিয়ভক্ত বিষ্ণু-দাস, আর আমি পদপ্রার্থী চিরসেবক ভারামল্ল। এ কিঙ্করগণ তোমার পদে কি অপরাধ ক'রেছে মা? শবাসনা গো! যদি একান্তই দানব সংহার ক'রতে বাসনা হ'য়ে থাকে, তবে আমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মানস-সিংহাসনে পাপরূপ শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয় অবস্থান ক'রছে, তারা প্রবল প্রতাপশালী হ'য়ে ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্ত-বীজ প্রভৃতি ষড় রিপুর সাহায্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ অমর-গণকে সবলে জয় ক'রেছে; ওমা জগদ্ধাত্রি! জ্ঞান

বিবেক, নিবৃত্তি ও মুক্তি তোমার ঐ চতুর্ভুজের অস্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা ঘোর শত্রু ইন্দ্রিয়াদি দানবদলকে সংহার কর; তাহ'লেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ অমরগণের বাধা বিঘ্ন দূর হবে, তোমারো শুম্ভনিশুম্ভ ঘাতিনী নামের সার্থকতা রক্ষাপাবে।

সর্ব্বমঙ্গলা। সাধকচূড়ামণি বৎস ভারামল্ল! তোমার অমিয় বচনে হৃদয় বড় প্রফুল্ল হ'লো, বৎসরে! তোমাদের পবিত্র দেহে পাপস্পর্শ কি সম্ভব? পাপিগণ কি সহজে আমাদের দর্শন পায়? না, দর্শন দিলে চিন্‌তে পারে? এখনো তোমার চিত্তসংযম হয় নাই ব'লেই ওরূপ আক্ষেপ ক'রছো, আর আক্ষেপ ক'রতে হবে না, অবিলম্বে সে বাসনা পূর্ণ হবে, প্রাণাধিক বিষ্ণুদাসকেও বর দিয়েছি।

ভারামল্ল। প্রাণাধিক বিষ্ণুদাস্‌কে কি বর দিয়েছ মা?

সর্ব্বমঙ্গলা। তোমার তা জানবার প্রয়োজন কি বৎস!

ভারামল্ল। প্রয়োজন থাকলেও আর বিরক্ত ক'রব না, কিন্তু দেখোমা, বিষ্ণুদাসের যেন কোন অমঙ্গল না হয়, মাগো! সংসারে ভাই ভিন্ন আমার আর আপনার ব'লতে কেউ নাই, তোমার পদতলে সমর্পণ ক'রলেম, করুণা-নয়নে দৃষ্টিপাত ক'রো; ওমা সর্ব্বার্থসাধিকে! তারকনাথের মন্দিরে তোমার লীলাবতী মূর্ত্তি স্থাপন

ক'রে কৃতার্থ হ'য়েছি, তথাপি করুণাময়ি! আজ যে যুগল মূর্ত্তির দর্শন—পিপাসা বড় বলবতী মা!

সর্ব্বমঙ্গলা। দেবাদিদেব তারকনাথকে যখন ভক্তিশৃঙ্খলে বন্ধন ক'রেছ, তখন চিন্তা কি বাছা?

ভারামল্ল। চিন্তাহারিণী যদি সন্তানের চিন্তানাশ করেন, তাহলে আর চিন্তার বিষয় কি আছে মা, এই যে ভগবান্ তারকনাথও আসছেন, তবে তো মহেন্দ্র যোগ?

(ত্রিশূল হস্তে তারকনাথের প্রবেশ)

তারকনাথ। (সর্ব্বমঙ্গলার প্রতি) কাত্যায়ণি! বর্দ্ধমানেশ্বর কীর্ত্তিচন্দ্রের সাহায্যার্থিনী হ'য়ে যুদ্ধস্থলে এসেছ? তবে তোমায় করুণাময়ী জগদম্বা ব'লে কে ডাকবে? রণ-ক্ষেত্রে পক্ষপাতিনী হওয়া কি তোমার উচিত? কীর্ত্তিচন্দ্র প্রিয়ভক্ত, আর ভারামল্ল-অনুজ বিষ্ণুদাস কি তোমার ভজনা করেনা? চামুণ্ডে! তাই করালবদন বিস্তার ক'রে নরকর শ্রেণীতে কটিদেশ আবরণ পূর্ব্বক ভীষণা রাক্ষসীর বেশে এলোকেশে রুধিরপান আশে অসি করে সন্তান শিরশ্ছেদনে বাসনা হ'য়েছে? পাষাণি! পাষাণের মেয়ে ব'লে কি এত কঠিন হ'তে হয়? তা হও, কিন্তু ঐ ভিখারী শঙ্কর পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে—প্রতি-নগরে, প্রতি গ্রামে গৃহের জনে জনে মুক্তকণ্ঠে ব'লে বেড়াবে যে, আজ হ'তে তোমরা কেউ কখনো ভুলেও

শক্তিসাধনা ক'রোনা, এখন তার করুণাসাগর মরু-ভূমিতে পরিণত হ'য়েছে, দয়ার লেশমাত্র ও নাই; ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগৎজীব-প্রসবিনী হ'য়ে সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা সমস্তই কালস্রোতে ভেসে গেছে। তাহ'লে ভৈরবি! তোমার দয়াময়ী দুর্গানামের মহিমা আমা হ'তে নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হবে? ভক্ত বিষ্ণুদাস তোমার পদে কি অপরাধ ক'রেছে যে তাই নিরপরাধ ভক্তের বিরুদ্ধে রণ প্রিয়ে? রণে এসে পুত্রনাশ ক'রতে উদ্যতা হ'য়েছ? কিন্তু বিষ্ণুদাসের জন্য আজ যদি মহাপ্রলয় হয় তথাপি এ সংহার কর্ত্তা বিরূপাক্ষ তাতে পশ্চাৎপদ হবে না, আমি স্বয়ং বিষ্ণুদাসের রক্ষার ভার গ্রহণ ক'রলেম দেখি কে ওর বিনাশসাধনে সক্ষম হয়।

সর্ব্বমঙ্গলা। অকস্মাৎ এত ক্রোধ কেন হে শঙ্কর?
প্রভাতি মেঘের যথা নিষ্ফল গর্জ্জন?
সেইমত হেরি তব বৃথা আড়ম্বর;
সামান্য মালুর পত্রে সন্তুষ্ট যেজন?,
কি কারণ ক্রোধোন্মত্ত হয় সেই জন?
শক্তি ভিন্ন কোন কার্য্যে শক্তি নাই যার,
শক্তি প্রতি শক্তীশ্বর! বৃথা ক্রোধ তার;
সর্ব্বদা বিভোর যেবা গাঁজা সিদ্ধি ভাঙ্গে,

সে কেন বড়াই করে ভক্তে রক্ষিবারে ?
এখনো মঙ্গল যদি চাও শুভঙ্কর !
এই বেলা পলাইয়া যাও নিজস্থানে ;
নতুবা তোমার ভাগ্যে ঘটিবে অশিব ।

ভারামল্ল । (সর্ব্বমঙ্গলার প্রতি)

দয়াময়ি ! একি তব হেরি আচরণ ?
সতী হ'য়ে পতিনিন্দা করিছ কেমনে ?
দক্ষের দুহিতা তুমি পতিপ্রাণা সতি,
শিবহীন যজ্ঞে গিয়ে বিনা আবাহনে,
পিতৃমুখে শিবনিন্দা শুনি অকস্মাৎ
অভিশাপে অজামুখ করিয়া পিতার,
দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করি ত্যজেছিলে প্রাণ ;
তবে আজ ক্রোধবশে জ্ঞান হারাইয়া—
অবহেলে পতিনিন্দা করিছ শঙ্করি !
ছিছি দেবি ! শীঘ্র ক্রোধ কর পরিহার ;
জগজ্জীব পুত্র তব কি বলিবে তারা ?
পতিভক্তি পরায়ণা একমাত্র তুমি,
পুনর্ব্বার এই মত আচরিলে মাতঃ !
শিখিবে যতেক নারী নিন্দিতে পতিরে ;
তোমা হ'তে পতিভক্তি যাইবে উঠিয়া— ।
তেকারণ জগদম্বে ! পদে ধরি তব,

আশুতোষে তিরস্কার ক'রনা জননি!

(পদে পতিত)

গীত।

ক্রোধবশে আশুতোষে তিরস্কার কেন জননি
ত্যজ ক্রোধে আনন্দময়ি, ধরি চরণ দু'খানি ॥
পতিনিন্দা করি শ্রবণ, বিসর্জ্জন দিয়েছ জীবন,
সে ধনে নিজে কি কারণ, কটূক্তি গো কাত্যায়নি!
পতিভক্তি-আদর্শরূপা, কেন তবে হও বিরূপা,
কর মা সন্তানে কৃপা, সুস্থিরা হউক ধরণী।

সর্ব্বমঙ্গলা। বড় লজ্জা দিলি বাছা কেশবকুমার!
তব বাক্যে দূরে গেল সে অজেয় ক্রোধ;
আর কেন বাছাধন প'ড়ে পদতলে?
এখনি বাসনা তব করিব পূরণ।

তারামল্ল। ওমা বাসনা-ফলপ্রদে? তারকনাথের বামে এস, আমি যুগলমূর্ত্তি দর্শন ক'রে ধন্য হই। (শিবপ্রতি) প্রভো তারকেশ্বর! সন্তানের প্রতি প্রসন্ন হ'ন, ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে দাসকে আর বঞ্চনা ক'রবেন না, যুগল মূর্ত্তি-দর্শনবাসনা পূর্ণ করুন।

তারকনাথ। জীবনাধিক? তোমার বাসনা পূর্ণ ক'রতেই এসেছি; তবে শঙ্করীকে আমার বামভাগে উপবেশন ক'রতে বল তাহ'লেই যুগল মূর্ত্তি দর্শন করবে।

সর্ব্বমঙ্গলা। বৎস রে! এই আমি বামদেবের বামে এলাম, তোমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হ'ক।

(তারকনাথের বামে উপবিষ্ট)

তারামল্ল। অহো কি সৌভাগ্য! আজ আমার জন্ম সার্থক, কর্ম্ম সার্থক, সাধনও সার্থক হ'লো; চক্ষু! আর কেন এত দিন পাপময় দৃশ্য দর্শন ক'রে বৃথা মায়ার কান্না কেঁদে-ধরাকে প্লাবিত ক'রেছ, আজ অশ্রুদিয়ে ঐ রজত গিরি-জড়িত কনক বরনী শিব শিবার পদকমল ধৌত কর; হৃদয়! চিরকাল পাপিষ্ঠের সহযোগে ভূয়সী পাপার্জ্জন ক'রেছ, এখন হরপার্ব্বতীর যুগল মূর্ত্তি হৃদয়পটে চির-দিনের জন্য অঙ্কিত ক'রে রাখ; বাহুযুগল! তোমরাও বিরত কেন, কত অপরাধীর দণ্ডপ্রদান ও শত্রুশাসন ক'রেই কালক্ষয় ক'রলে, কিন্তু কালে যে কালের হাতে দণ্ডভোগ ক'রতে হবে, তা মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা কর নাই, সম্মুখে মহাকাল মহাকালী অভয়দান ক'রছেন, ঐ পদযুগে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অন্তের কণ্টক কালভয় দূর কর।

(করযোড়ে)

তারকেশ্বর ঈশ্বর দুঃখত্রাতা,
বামে শোভিত শঙ্করী দক্ষসুতা,
ত্রাহি অনিত্য সংসার সুখাস্বাদে,

প্রণমামি শিবশিবে যুগ্মপদে।
পাহি ত্রাশিতে ত্র্যম্বক শম্ভুকান্তে,
শিবসর্ব্বাণী শ্রীপদে রক্ষ অন্তে,
সুত পতিত সতত মত্ত মদে,
প্রণমামি শিবশিবে যুগ্মপদে।
মৃগপরশু অভীতি বর করে,
কত ভক্ত পূজি আশু মুক্তি ধরে,
তারো অজ্ঞানে অপর্ণে জ্ঞানপ্রদে,
প্রণমামি শিব শিবে যুগ্মপদে।
অসন্ধ্যারুণ কিরণ অঙ্ঘ্রিতলে,
যথা দামিনী বিরাজে শুভ্রাচলে,
এস করুণা বিতরি ভক্তহৃদে,
প্রণমামি শিবশিবে যুগ্মপদে।

গীত।

শঙ্কর বামভাগে শঙ্করমোহিনী, বিশ্বপ্রসবিনী,
কিবা মনোহর রূপ। রজত গিরির পাশে যেন স্বর্ণ-
লতা হাসে, দেখ সবে, জ্বালি জ্ঞানদীপ॥
ক'রেছি বহুসাধন, তাই লভি হেন ধন, জগত আরাধ্য
ধন,-যোগীন্দ্র যোগীন্দ্র তরে, ডাকিছে কাতরে,
নাশ প্রভু অজ্ঞানান্ধকূপ।

সর্ব্বমঙ্গলা। প্রাণের অধিক বাপ ভারামল্ল রায়!

বাসনা পূরিবে তব মম আশীর্ব্বাদে!

তারকনাথ। প্রাণাধিক ভারামল্ল! অচিরেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে, চিন্তা নাই; (দুর্গার প্রতি) পার্ব্বতি! দেখো যেন বিষ্ণুদাস-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত না হয়, আমি এখন আসি। (প্রস্থান)

সর্ব্বমঙ্গলা। উপস্থিত পাগলের বাক্য শিরোধার্য্য ক'রলেম; (কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রতি)

চল বৎস কীর্ত্তিরাজ! ফিরি নিকেতন।

পুনর্যুদ্ধে হ'বে তব বাসনা পূরণ॥

কীর্ত্তিচন্দ্র। মাতৃবাক্য সফল হইলেই মঙ্গলের বিষয়, তবে চলুন গৃহে যাওয়া যাক্।

(সর্ব্বমঙ্গলা ও কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রস্থান)

বিষ্ণুদাস। দাদা! আপনার সন্ন্যাসীর বেশ দর্শন ক'রে হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে, সন্ন্যাসীর বেশ কি আপনার শোভা পায়? শীঘ্র ওবেশ উন্মোচন পূর্ব্বক গৃহে যাই চলুন, রাজসিংহাসন শূন্যময় র'য়েছে, রাণী মাও কত ভাবছেন।

ভারামল্ল। জীবনাধিক! আমায় বাধা দিও না, সংসার-কারাগারে আবদ্ধ করবার বাসনা ত্যাগ কর, বহুকষ্টে শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রেছি, এখন সম্বন্ধশূন্যহ'য়ে যাতে সংসার্জায় নিস্কৃতি লাভ ক'রতে পারি, তার উপায় দেখিগে।

এ জগতে কে কার ভাই, পিতামাতা পুত্রকলত্র আত্মীয় স্বজন কেউ কারো নয়, এইসংসার রঙ্গমঞ্চে সংসেজে দুই দিনের জন্য অভিনয় ক'রতে এসেছি, অভিনয় শেষ হলেই—যেতে হবে, কারো রাখবার ক্ষমতা নাই,—তবে আমার আমার ক'রে মায়া মমতার ফাঁশে বাঁধা পড়বার কি প্রয়োজন ভাই? তাই বল্‌ছি আমায় গৃহে যেতে অনুরোধ ক'রো না। তুমি রাজসিংহাসনে উপবেশন ক'রে সকলকে সন্তান-স্নেহে প্রতিপালন ক'রো; আর সেই পতিপ্রাণা হৈমবতী পতিসেবায় বঞ্চিত জন্য কাতরা হ'লে, সেই জগৎপতির সেবায় তৎপর হ'তে ব'লো; আমি চল্‌লেম। (প্রস্থান)

বিষ্ণুদাস। (স্বগতঃ) তাই তো, দাদা যে সত্যই সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রস্থান ক'রলেন? তবে উপায় কি; না, আর তাঁকে ফিরাণ দুঃসাধ্য, কিন্তু মত্ত মাতঙ্গের ভার পতঙ্গে কিরূপে বহন ক'রবে, এই চিন্তায় বড় চিন্তিত হ'য়েছি; রাজার অদর্শনে রাণীমা হয়তো ছিন্ন মূলা লতিকার ন্যায় ভূলুন্ঠিতা হয়ে নয়ন জল বিসর্জ্জন ক'রবেন, হায় হায়, তখন কি ব'লে তাঁকে প্রবোধ দিব, সেই পতি প্রাণাহৈমবতী পতি ভিন্ন আর যে কিছু জানে না, হা ভগবান, এই ক'রলে দয়াময়! দুর্ভাগ্য বিষ্ণুদাসের ভাগ্যে যে এমন দুর্দৈব ঘটবে, তা স্বপ্নেও

ভাবি নাই, যাই হ'ক আর চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন, এখন গৃহে গমন করা যাক্।

(বিষ্ণুদাসের প্রস্থান)

নবম অঙ্ক।

উলুবন নিকটস্থ প্রান্তর।

(দুগ্ধপাত্র হস্তে জনৈক মুসলমানের প্রবেশ)

মুসলমান। (স্বগতঃ) ব্যাটা হ্যাঁদুর বাৎ শোনাই মোর বেয়াদবি হল, কয়লে, হ্যাঁদুর ত্থাবতা তাড়কনাথ বড্ডি জালিম, তেনারে দুধ মানি দেলে গাইর দুধ বাড়তি পারে,—গাই বাছুর বালো থাক্‌তি পারে, নজরেও ত্থাহেলাম ঠিক বাৎ মালুম হয়িছ্যালো, তাইতো মুই বদনা ভরি দুধ আনিছ্যালাম, খোদা যে লসিবে এত দুখ্ ল্যাক্‌চে মুই ট্যারো করতি পারলাম্ না, তাড়ক-নাথের দরগাতলায় দুধের বদনা লিয়ে যেই ডেঁড়িয়েছি, অম্নি কাফের বেমুন ব্যাটার দল আসি মোর দুগালে চার থাপ্পোড় লাগায়ে গলাধাক্কি দিয়ে দরগার বেইরে পেটিয়ে দেলো! সব লসিবের কাম! চাচাজির

বাৎ না শোনাই ঝক্‌মারি করছি; চাচাজি কয়িছ্যালো মোরা মুছলমানের ছাওয়াল, হ্যাঁদুর দ্যাবতাকে কিসের লেগে মানবি? ইতো ঠিক বাৎ, তেনার বাতকে গণ্ডা গণ্ডা ছ্যালাম, ভেগ্যি মানে মানে জান্ লিয়ে পেলিয়ে আলাম্ তাই বাঁচয়া, নৈলি মোর দপা রপা করি ফ্যালছ্যালো? কাফেরের দলকে কত স্যালাম করি কয়লাম, তাড়কনাথের লেগে বদনাভরি দুধ আনিচি তুমরা লিয়ে লও, হারামজাদ বেমুন কয়লে নেড়ের দুধ লেবনা তুই দূরহ; এই কয়ি দরগা হতি তেড়িয়ে দেলো, কি বেইমান! কি বেইমান! থুঃ, মুই বাদসা হলিতো আগে ঐ হ্যাঁদু ব্যাটাদের চৈতনডা কাটি ফেলায়ে কুটি কুটি জবাই করতাম, তবে মোর জানে ফুরত্তি ফাটি পড়তো, এহন মুই তাড়কনাথের দুধ লিয়ে কি করমু?

(রৌপ্যনির্ম্মিত পানীয় পাত্র হস্তে জনৈক সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

সন্ন্যাসী। আপনার মনে কি বল্‌ছো বাপু! তোমার ওরূপ বিষণ্ণ ভাব দেখ্‌ছি কেন?

মুসলমান। আর কও ক্যান, তাড়কনাথের দরগায় যাইয়ে গলা ধাক্কি খায়ে আলাম তাইতো মোর ফুরত্তি পেলিয়েছে।

সন্ন্যাসী। তারকনাথের দরগায় যাবার কারণ কি বাপু?

মুসলমান। তাড়কনাথকে দেবার লেগে দুধ আনিছ্যালাম।

সন্ন্যাসী। তারপর কি হ'লো?

মুসলমান। তারপর দরগায় যায়ে মোল্লাকে হাঁক্ মারি কয়লাম, মুই তাড়কনাথের লেগে বদনা ভরি দুধ আনিচি, লিয়ে পূঁজো কর, এই বাৎ যেমন বল্‌ছি, অম্নি মোল্লার সাতে বেমুন ব্যাটার দল ছুটি আল, আসি কয়লো তুই দেখ্‌ছি মোছলমান, তোর দুধ লিয়ে কি করমু, তুই দূর হ? মুই কত স্যালাম করি কয়লাম হ্যাঁদুর বাৎ শোনে তাড়কনাথকে দুধ দেবার মাননা করছি, তুমরা দুধ লিয়ে লও, এই বাৎ যেমন কয়ছি, অম্নি মোল্লা বেটা বেমুনদের পুছ করলো, তাবই, বেমুন বেটারা মোল্লাসুদ্দ পড়ি, মোরে বেইজ্জৎ করি পেহার লাগালো, মুই বদনা লিয়ে পেলিয়ে এসতে পথ পালাম না, মোল্লাটা বড্ডি হারামজাদ; দ্যাবতার মানন দুধ লিলেনে? য়্যাহন্ মুই কি করমু তাই ভাবনা করছি, তুমি কেডাগা! হ্যাঁদুর ফকির বলি মালুম হচেচ।

সন্ন্যাসী। আমি ফকিরই বটে, কিন্তু বাপু! পূর্ব্বে আমার ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না, এমন কি সকলে আমায় রাজ-রাজেশ্বর ব'লে ডাকৃতো, উপস্থিত সেই সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী সেজে পথে পথে বেড়াচ্ছি, তোমার দুরবস্থা দেখে আমি এখানে উপস্থিত হ'লেম,

পিপাসায় বড় কাতর হ'য়েছি ; বাপু হে ! তারকনাথের জন্য যে দুধ এনেছ, ঐ দুধ যদি আমায় প্রদান কর, তবে পান ক'রে পিপাসা নিবারণ করি, আর ফিরে লয়ে গিয়েই ক'রবে কি, আমায় দাও।

মুসলমান। তুমি হঁ্যাদু হয়ি দ্যাবতা মাননা ? তাড়কনাথের দুধ খাতি চাও ? তুমি কেমন হঁ্যাদু ?

সন্ন্যাসী। বাপু হে ! আমি যদি দেবতা না মান্‌বো, তবে আমার সন্ন্যাসী-বেশ ধারণ করবার তাৎপর্য্য কি ? স্বীয় বেশভূষা ও সংসারোপযোগী বিভবাদি সমস্তই যে সেই ভগবান্‌কে সমর্পণ ক'রেছি, তাঁর নাম ক'রেই আমার দিনপাত হয়, সেইজন্য তিনিও আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ; ফলতঃ উভয়ে একাত্মা ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না, তবে তাঁর দুগ্ধপানে আমার আশঙ্কা কি ? তোমাদের দেবতা খোদা, তাঁর নিবেদ্য দুগ্ধও আমি পান ক'রতে পারি, অথচ খোদা তাতে তুষ্ট বৈ রুষ্ট হবেন না, আর বৃথা চিন্তা ক'রছো কি জন্য ? আমায় দুগ্ধ দাও।

মুসলমান। (স্বগতঃ) এ ফকিরডা কয় কি ! মোদের খোদার সাতে এনার চেনা পরচোয় আছে, তাহ'লিতো সোজা লোক লয় ? না, না, দুধ খাবার লেগে মোর

সাতে তামেসা লেগিয়েছে (প্রকাশ্যে) ও কয়তা।
তোমারে দুধ দ্যামু কিসের লেগে? য়িজে তাড়কনাথের দুধ, তেনার নাম লিয়ে পানিতে ঢালি দ্যামু, তবু তোমারে দ্যামু না।

সন্ন্যাসী। দুগ্ধ জলে নিক্ষেপ ক'রে তোমার কি ফল হবে বাপু? তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যায়, তোমাব দুগ্ধ পানে আমার তৃষ্ণা দূর হবে, এবং তারকনাথও তৃপ্তিলাভ ক'রবেন, এরূপ অতিথি-সেবার জন্য তুমিও বিশেষ পুণ্য-লাভ ক'রবে, ভগবান্ তোমার মঙ্গল ক'রবেন, অচিরাৎ সকল দুঃখ দূর হবে, কোন চিন্তা নাই, দুগ্ধ দাও।

মুসলমান। (স্বগতঃ) য়্যাহন মুই কি করি, এনারে দুধ দেবার লেগে মোর দেলও জরুরি লেগিয়েছে, কিন্তু দ্যাবতার দুধ দ্যাবতা পাল না, কি যে লসিবে আছে খোদাই ট্যার করচে, যাই হ'ক দুধ দ্যামু, আসতো জি! দুধ খায়ি লও, গেলাস পাত, মুই ঢালি দেই।

সন্ন্যাসী। এই যে বাপু! (পাত্রে দুগ্ধ গ্রহণ ও পান) আ—সন্তোষ—সন্তোষ, মঙ্গল হ'ক তোমার; ভক্তরে! তোমার প্রদত্ত দুগ্ধ দানের ফল অনন্তগুণে বর্দ্ধিত হ'য়ে অক্ষয় হ'লো; যবনরাজ দরাপ খাঁ ম্লেচ্ছকুলে জন্ম-গ্রহণ ক'রলেও পতিতপাবনী গঙ্গামাহাত্ম্য রচনা করায় তার অন্তিমকালে সেই কলুষনাশিনী সুরধুনী

তথায় প্রবাহিতা হ'য়ে যেমন কৈবল্য দান ক'রেছিলেন, তদ্রূপ তুমিও আমার আশিসে নিষ্পাপ হ'য়ে চরমে পরমপদ লাভ করবে; এখন এক কাজ কর, এই পানীয় পাত্রটি মোহান্তকে দিয়ে গৃহে যাও, তোমার কোন আশঙ্কা নাই আমি চ'ল্লেম।

(সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্ধান)

মুসলমান। (স্বগতঃ) তাইতো, ফকিরডা যেন মোরে ভেল্কী লেগিয়ে দিয়ে পিট্টান দেলো! ওনাকে মানুষ বলি কিন্তু মালুম হয় না, গা দিয়ে চ্যাক্ নাই ফাটি পড়ছে, লিচ্যয় বুজরুক্! ত্থাবতা বলি লজরে আসে, আবার খোদার বাৎ লিয়ে আল, কেডা ও? সমজাইতেই পারলাম না, যাই হ'ক, পানি খাবার গেলাসটা তাড়কনাথের মোল্লাকে দিতে কয়ি গেল, ভাবি তো মুস্কিলে পড়লাম ত্থাখ্চি, য়িবার জান বাঁচান দায় হলো, সিবার পেহার লেগিয়ে ছ্যালো, য়িবার হয়তো জবাই করবে, আর ভাবি কি করমু, আল্লা ম-করে। (যাইতে উদ্যত)

(নগরপালের প্রবেশ)

নগরপাল। ঐ চোর ঐ চোর, ধর ধর ধর!

মুসলমান। এই বারেইতো মোর দপারপা! চোর ধর, চোর ধর বাৎকয়ি তাড়ি আস্ছে, মোরে ত্থাকাইত করলেই

তো আঁদার ছ্যাখ্‌বো।

নগরপাল। বেটা নেড়ে হারামজাদ! দিনে ডাকাতি ক'রতে আরম্ভ?

মুসলমান। তোবা! তোবা! তোবা!

নগরপাল। আর তোবা তোবা ব'ল্‌তে হবেনা, এইবার যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিব, বেটা নেড়ে চোর!

মুসলমান। চোর কও কারে, করতা চোর কও কারে?

নগরপাল। কেন, সাধু হ'তে চাস্‌ না কি?

মুসলমান। মোরে চোর ঠেউরেছ, কিসের লেগে?

নগরপাল। আমোলো, তোর কাছে ঐ যে বামাল র'য়েছে, তুই তারকনাথের গেলাস চুরি ক'রেছিস্‌।

মুসলমান। মুই চুরি করবো ক্যান্‌? তাড়কনাথের দরগায় দেবার লেগে যাইচি।

নগরপাল। তুই এ গেলাস কোথা পেলি?

মুসলমান। ফকিরের লায়েক একটা বুজরুক আসি মোর সাতে দুধ লিয়ে খালো, তেনার হাতে এইডা ছ্যালো, স্যাষে মোরে দিয়ে কয়ি গেল তুই এইডা তাড়কনাথের দরগায় দিয়ে ঘর যা, তাইতো মুই দেবার লেগে যাইচি মোর চোর ঠেউরে বেইজ্জৎ করতি চাও ক্যান্‌?

নগরপাল। কি, একটা ফকির তোর দুধ খেলে? আচ্ছা তাকে দেখাতে পারবি?

মুসলমান। দুধ খেয়ে লিয়েই পেলিয়ে গেল, কেমন ক'রে ছ্যাহাব।

নগরপাল। তুই বেটাই কি তারকনাথকে দুধ দিতে এসেছিলি?

মুসলমান। আর সি দুহ্যার কথা কও ক্যান্? আগে দরগায় যায়ে মোল্লাকে হাঁকমারি দুধ লিতে কয়লাম, সবাই ছুটি আসি মোরে পেহার লেগিয়ে তেড়িয়ে দেলো, কি করমু, দুধ লিয়ে ঘর যাচ্ছেলাম, মাঠের মদ্দি ফকিরডা দুধ খাতি চায়লো, মুই পানিতে ঢালি দেবার লেগে যাচ্ছেলাম; তেনার জরুরি ছ্যাহে থাক্‌তি পারলাম না, দুধ ছ্যালাম, সি অম্নি গ্যালাস পাতি খাতি লাগলো, দুহ্যার মদ্দি তাড়কনাথ দুধ পাল না।

নগরপাল। (স্বগতঃ) ওঃ বাবার লীলা বুঝা ভার, এতক্ষণে জান্‌লাম তারকনাথ দয়ার সাগর, নৈলে মুসলমানের দুধ খাবেন কেন? এই মুসলমান একমনে ভক্তিভাবে বাবাকে দুধ দিতে এসেছিল, ব্রাহ্মণেরা মুসলমানের দুধ অগ্রাহ্য বোধে তাড়িয়ে দেওয়ায়, অন্তর্য্যামী আর স্থির থাক্‌তে না পেরে মাঠে এসে তার দুধ খেলেন! ওঃ কি আশ্চর্য্য কৃপা! ধন্য বাবার লীলা খেলা! যাক্, আর নির্দ্দোষীকে কষ্ট দেওয়া মিছে। (প্রকাশ্যে) ওরে বেটা! আর চিন্তা করিস্‌নি,

স্বয়ং তারকনাথই তোর দুধ খেয়েছেন, তুই মুসলমান হ'য়ে কি ক'রে চিনবি ?

মুসলমান। যঁ্যা ! তাড়কনাথ ! তাড়কনাথ মোর দুধ খালো কি ভেগ্যি ! কি ভেগ্যি !

নগরপাল। আর ভাবনা কি, আমায় গেলাস দে, আমি নিয়ে যাই।

মুসলমান। এই লও. গ্যালাস ধর,—তবে স্যালাম।

(সকলের প্রস্থান)

দশম অঙ্ক।

উলুবন। (সরলা শায়িতা)

(বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। সরলা ! আমার কথা রাখ মা, আর ধন্না দিয়ে কাজনি, কত কবরেজ বদ্দি ভাল ভাল ওসুদ দিয়ে গেল তাতে যখন জামায়ের রোগ সারলো না, তখন কি তারকনাথ তাকে ভাল ক'রতে পারবে ? তার যে পূর্ব্ব জন্মের মহাপাপে গলিত কুঠ হ'য়েছে, এখন ধন্না দিলে আর কি ভাল হয় ? তুই উপোস করে প'ড়ে থেকে সারা হলি, আমি যে তোর কষ্ট দেখ্‌তে পারিনি মা।

সরলা। এদেহ থাকায় আর সুখ কি মা, আমি যাঁর সুখে সুখিনী, যাঁর আদরে আদরিণী হ'তেম তিনি যখন রোগের জ্বালায় কাতর হ'য়ে মৃত্যুকামনা ক'রছেন, তখন অভাগিনীর বাঁচায় ফল কি মা,—বাবার কাছে এসেছি, বাবা তারকনাথ যদি মুখতুলে চা'ন, স্বামীর গলৎকুষ্ঠ আরোগ্য করেন, তবে এ জীবন রাখবো, নৈলে অপ-ঘাতে প্রাণত্যাগ ক'রে সকল জ্বালা দূর ক'রবো।

বৃদ্ধা। ও কি কথা মা, অমন কথা কি ব'লতে আছে? ছি, বালাই, তুই মরবি কেন, জামাই কুঠে ব'লে কাঁদা-কাটায় কি ফল হবে মা, তুই পাগলি মেয়ে, আমার কথা না শুনেই তোর অত কষ্ট, যুক্তি শোন্, তোর সকল কষ্ট দূর হবে।

সরলা। মা, তুমি গর্ভধারিণী হ'য়ে যদি আমার চেষ্টায় বাধা দিতে চাও, তবে আমি দাঁড়াই কোথা, সতী রমণীর পতি বৈ আর যে গতি নাই মা, বালিকাকালে পিতা-মাতা পরম গুরু, বিবাহের পর স্বামীই একমাত্র গুরু। ভক্তিভাবে পতি গুরুর সেবা ক'রলে তাকে পুণ্যধর্ম্ম কার্য্যাদি কিছুই ক'রতে হয় না, বৃদ্ধদশাতে তোমার মতিভ্রম হ'য়েছে ব'লে কি, অমন সর্ব্বনাশের কথা মুখে আনতে হয়? এতে যে সতী রমণীর অন্তরে বড় আঘাত লাগে মা, যারা পরম গুরু স্বামীকে হতাদর

ক'রে, পরপুরুষ গামিনী হয়, তা'রা পরলোকে যে কত নরকযন্ত্রণা ভোগ ক'রে তা যদি জান্‌তে, তাহ'লে আমায় ওরূপ মর্ম্মভেদী অশ্লীল কথা বল্‌তে না। তোমার পায়ে ধরি মা, আমায় আর কোন কথা ব'লো-না, তুমি গৃহে যাও, আমি আর যাব না, যদি বাবার কৃপায় তিনি আরোগ্যলাভ করেন—অভাগিনীর সৌভাগ্য-রবি আবার যদি উদয় হয়, তবেই আমার সকল দুঃখের অবসান হবে, নৈলে তোমার সঙ্গে এই দেখাই আমার শেষ দেখা। (রোদন)

বৃদ্ধা। বলি, তুই মিছামিছি কাঁদতে লাগ্‌লি কেন সরলা! আমি তোকে কি অন্যায় কথা ব'লেছি বাছা, উঠ্‌ মা, উঠ, ছি, তুই আমার আবদারে মেয়ে ব'লে কি পায়ে ধ'রে প'ড়ে থাক্‌তে হয়? এখনো আমার কথা শোন্‌, জামায়ের রোগ সারবার আশা নেই, গাময় গলিত কুষ্ঠ, পোকার কামড়ে সারা হ'চ্ছে, পালঙ্কে গদিপাতা নরম বিছানা থাক্‌তে পাতার উপর শুয়ে; বাবার কাছে হাজার মাথা খুঁড়্‌লেও রোগ ভাল হবার নয়, তাই ব'লছি ঘরে চল্‌। কালীবাবু তোকে হাজার টাকা নগদ আর হাজার টাকার গহনা দিবে ব'লেছে, এমন দাঁও কি ছাড়ে? জামাই ম'রে গেলেও সুখে চ'লবে, তাহ'লে আর তোর কিসের দুঃখ, আয় আমার সঙ্গে আয়।

(ত্রিশূল হস্তে নন্দির প্রবেশ)

নন্দি। আরে দুষ্টে পাপীয়সি বৃন্ধা কলঙ্কিনি!

অনন্ত পাপের স্রোতে ভাসিয়া আপনি,

সেই পথে দুহিতারে লইতে বাসনা ?

কোথা আছ ভূতগণ! দাও শাস্তি এরে,

কিন্তু তায় প্রাণ যেন না যায় উহার।

যে রোগে গোকুল প'ড়ে করে ছটফট্!

সেই কুষ্ঠব্যাধি শীঘ্র গ্রাসিবে বৃন্ধারে;

ভুঞ্জিবে পাপের ফল অচিরে পাপিনী।

(সরলার প্রতি) এসমা সরলে! যাই পুজিতে শঙ্করে,

পতি তোর ব্যাধিহীন হইবে ত্বরায়।

(সরলাকে লইয়া নন্দির প্রস্থান)

বৃন্ধা। আম'লো! আমার সরলাকে মিন্সে যে নিয়ে পালিয়ে গেল গা? কি বিপদ্! দু-হাজার টাকায় জল পড়লো দেখ্ছি, যাঃ, সর্ব্বনাশ হ'লো! উপায় কি!

(ভূতগণের প্রবেশ)

আবার এ কি উৎপাত! ওমা কোথা হতে উপদেবতার দল এসে উপসর্গ বাধায় বুঝি! দেখ্ মড়াখেকো ভূত! ভাল চাস্তো শ্মশানে যা, নৈলে আঁসবঁটি দিয়ে নাক

কাটবো ;—গেরোস্তোর কচি বৌ ঝি পাওনি যে পেয়ে-
ব'সবে, এবুড়ি শক্ত মেয়ে, হাড়ে ভেল্কি হয়, ওমা, একি,
একেবারে দলশুদ্ধ যে গো! পালাই কোথা!

(ই'তস্ততঃ করণ)

১ম ভূত। (সুরে) বুড়ি তুই যাবি কোথা,—
বুড়ি তুই যাবি কোথা, ভাঙ্গবো মাথা,
কেবা রক্ষা করে।

২য় ভূত। ছিঁড়ে নাড়ী ভুঁড়ি, যমের বাড়ী,
পাঠাব আজ তোরে।
বুড়ি তোর আর রক্ষা নাই ;—

৩য় ভূত। বুড়ি তোর আর রক্ষা নাই, ব'ল্‌ছি তাই,
ছাই প'ড়েছে সুখে।

৪র্থ ভূত। তোর ধরলে কেশে, যম এসে,
বস্‌লো ঘেঁসে বুকে।
ছিনালি ঘুচ্‌লো এবার ;

১ম ভূত। ছিনালি ঘুচ্‌লো এবার, আশার প্রসার,
বজায় রাখা ভার।

২য় ভূত। তোর প্রেমতরঙ্গ, সম তুরঙ্গ,
ছুটছে চমৎকার।
সব ঘুচ্‌বে এবার ;

৩য় ভূত। সব ঘুচ্‌বে এবার, যত অহঙ্কার,
চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

৪র্থ ভূত। তোর ভেঙ্গে ঘাড়, ক'রবো সাবাড়,
উচিত সাজা পাবে॥

(সকলের আক্রমণ)

বৃদ্ধা। ও বাবা রে! মলামরে বাবা, যাই কোথা গা! আমায় মেরে ফেল্লে যে গা! হায়, হায় কি কুক্ষণেই পা বাড়িয়েছি, শেষে ভূতের হাতে পরাণ গেল।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা। (ভূতগণের প্রতি) আর নয় বাপ সকল! যথেষ্ট হ'য়েছে, এখন তোমরা স্বস্থানে যাও।

ভূতগণ। যে আজ্ঞা মা, আমরা চল্‌লেম্। (প্রস্থান)

বৃদ্ধা। আ—বাবা! এতক্ষণে পরাণ বাঁচ্‌লো, মা সরলা! তুই আমার শাপভ্রষ্টা মেয়ে জন্মেছিস্ বাছা! তোকে পাপপথে যাবার পরামর্শ দিয়ে ঘাটকাজ ক'রেছি মা, আগে তোমায় চিন্‌তে পারি নাই, এখন যা ক'রতে হয় কর, আমি কিছুই ব'লবনা।

সরলা। মা! তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি একমনে বাবার কাছে প্রার্থনা কর, স্বামী যেন আমার শীঘ্রই রোগমুক্ত হ'ন, আমিও ধন্না দিয়ে বাবা তারকনাথের পাদপদ্ম ভাবনা করি; দেখি—অভাগিনীর প্রতি তাঁর দয়া হয় কি না।

বৃদ্ধা। আমি তবে পূজার জন্য ফুল বিল্বপত্র নিয়ে আসি।

(বৃদ্ধার প্রস্থান)

সরলা। (করযোড়ে) তারকনাথ! দয়াময়! দয়া ক'রে আমার স্বামীকে ভাল কর, বড় দুঃখের জ্বালায় কাতর হ'য়ে তোমার পাদপদ্মে শরণ নিয়েছি, কৃপাময়! দাসীর প্রতি করুণা কর।

গীত।

করুণা কর কৃপাময়! (তারকনাথ) বুক বাঁধি বড়-
আশায়, কাতরে ডাকি তোমায়, নিজগুণে পতিধনে
দাও চরণে আশ্রয়।
ধন্বন্তরী বৈদ্যনাথ তুমি নাথ জেনেছি,
চরণকমলে আসি তাই শরণ লয়েছি,
স্বামী মোর শয্যাগত, ত্রাহি ত্রাহি ডাকে কত,
দাসী লুণ্ঠিত পতিত প্রসীদ হয়ে সদয়।
দয়াময় তুমি বাবা কাঙ্গালে কৃপা অপার,
রাখ কাঙ্গালিনীর স্বামী শরণাগত তোমার,
মহৌষধি করি দান, রক্ষ অবলার প্রাণ,
ভবে, নামের প্রভাব রবে, হলে আশু রোগ ক্ষয়।
কান্তের কাতরে কান্তার কাঁদে প্রভু প্রাণ মন,
দেখো কাত্যায়নী কান্ত কৃপায় হ'য়োনা কৃপণ,
চাওহে দাসীর পানে, কৃপা মহৌষধি দানে,
বাঁচাও পতি, পশুপতি, করিছে স্তুতি বিনয়।

কালে মহাকাল তুমি গ্রাস জীবে হ'য়ে কাল,
তাই ভাবি তারকনাথ একে মোর পোড়া কপাল,
এ দুর্দ্দিনে তোমা বৈ, আর অন্য গতি কৈ,
যোগীন্দ্র ভবভীষক! নাশ ব্যাধি সমুদয়।

(শয়ন)

(বৈষ্ণব দ্বয়ের প্রবেশ)

গীত।

১ম বৈষ্ণব। জয় বাবা তারকনাথ লইলাম শরণ।
২য় বৈষ্ণব। ওগো লইলাম শরণ।
১ম বৈষ্ণব। তোমা বিনে কেবা করে ব্যাধির দমন॥
২য় বৈষ্ণব। সদা শিবরাম শিবরাম॥
১ম বৈষ্ণব। পীড়া ব্যাধি নাশিবারে রাঢ়ে অবস্থান।
২য় বৈষ্ণব। রাঢ়ে অবস্থান।
১ম বৈষ্ণব। মুকুন্দের গাভিদুগ্ধ সুখে কর পান॥
২য় বৈষ্ণব। সদা শিবরাম শিবরাম॥
১ম বৈষ্ণব। মুকুন্দ গোপনে হেরি হইল বিস্ময়।
২য় বৈষ্ণব। হইল বিস্ময়।
১ম। একমনে ভক্তিভাবে পূজি ধন্য হয়॥
২য়। সদা শিবরাম শিবরাম।
১ম। রাখালবালকে ধান কুটিত মাথায়।

২য়। কুটিত মাথায়।
১ম। গহ্বর হইল হায় কাতর ব্যথায়॥
২য়। সদা শিবরাম শিবরাম।
১ম। রামনগরের রাজা ভারামল্ল রায়।
২য়। ভারামল্ল রায়।
১ম। স্বধামে রাখিব ব'লে তুলিবারে যায়॥
২য়। সদা শিবরাম শিবরাম॥
১ম। শতকুলি বারো দিন খুঁড়িয়া হারিল।
২য়। খুঁড়িয়া হারিল।
১ম। গয়া গঙ্গা কাশী যোগ তুলিতে নারিল।
২য়। সদা শিবরাম শিবরাম॥
১ম। নিশাযোগে স্বপ্ন দিতে পায় রাজা জ্ঞান।
২য়। পায় রাজা জ্ঞান।
১ম। মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজার বিধান॥
২য়। সদা শিবরাম শিবরাম॥
১ম। রামনগরের মাঝে মন্দিরেতে বাস।
২য়। মন্দিরেতে বাস।
১ম। কৃপা লভি ভারামল্ল মুক্ত ভব পাশ॥
২য়। সদা শিবরাম শিবরাম॥
১ম। ভিখারী ভিক্ষার তরে কাতরে বেড়াই।
২য়। কাতরে বেড়াই।

১ম। যাতায়াত জ্বালা নাশি পদে দিও ঠাঁই ॥

২য়। সদা শিবরাম শিবরাম বলরে আমার মন ॥

১ম। অন্তিমকালেতে হবে কৈলাসে গমন ॥

সরলা। বাপ সকল! তোমাদের মুখে বাবার মহিমাগান শুনে বড় তৃপ্তিলাভ ক'রলেম, যদি তারকনাথ দুঃখিনীর প্রতি দয়া করেন, তবে তোমাদের যথাসাধ্য সন্তোষ ক'রবো; আর একটি গান গাওনা বাছা।

বৈষ্ণবগণ। আচ্ছা মা ঠাকুরুণ তবে শুনুন।

গীত।

রাখরে হৃদি-মন্দিরে, তারকনাথ তারকেশ্বরে,
বামে সতী লীলাবতী দয়াবতী জননীরে ॥
অভ্র জিনি শুভ্র অঙ্গে বিভূতিভূষণ রে,
নরশির অস্থিমালা গলদেশে দোলেরে,
বেষ্টিত কাল ভুজঙ্গ, ফণা ধরি করে রঙ্গ,
ঐ চরণকমল মধু মনোভৃঙ্গ পিওরে।
রজত গিরির পাশে, অচলা চপলা হাসে,
আসে ভকতে উল্লাসে, শিবশক্তি পূজা আশে,
বারাণসী ধাম সম, বারাণসীপতিবাসে,
পূজি আশু আশুতোষে পাপতাপ রোগ নাশে,
কাতরে যোগীন্দ্র ভাষে, জ্ঞানদান কর দাসে,
পদপ্রান্তে রেখো শেষে, জন্মমৃত্যু নাশ করে ॥

সরলা। বাবা! তোমার অনন্ত মহিমা, আমি অবলা তোমার মর্ম্ম কি বুঝ্‌বো, স্বগুণে অনুকূল হ'য়ে আমার স্বামীর রোগ মুক্ত কর, তাহ'লে স্বামীর সহিত সন্ন্যাস-ব্রতাচরণ ক'রে গঙ্গাজল ভার এনে গঙ্গাধর! সেই গঙ্গাজলে তোমার অর্চ্চনা ক'রবো; (বৈষ্ণবগণ প্রতি) বাপ সকল? তোমাদিকে আর কি পুরস্কার দেব, আমার এই কণ্ঠহার ছড়াটা ল'য়ে যাও।

(কণ্ঠহার প্রদান)

বৈষ্ণবগণ। আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট হ'য়েছে মা ঠাকুরুণ! বাবার কৃপায় আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হ'ক, এখন আমরা আসি। (বৈষ্ণবগণের প্রস্থান)

(বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। অনেক খুঁজে গোটাকতক বিল্বপত্র এনেছি, এতেই তারকনাথের পূজা করা যাবে; (সরলার প্রতি) সরলা! ও সরলা! এ কি হ'লো? সরলা যে কথা কয়না, ম'লো না কি?

সরলা। আমার মৃত্যু হয়নি মা, মৃত্যুঞ্জয়ের পাদপদ্ম চিন্তা ক'রছিলেম, দাসীর প্রতি বাবার দয়া হ'য়েছে, প্রসন্নময় প্রসন্ন হ'য়ে ঔষধ দিয়েছেন!

বৃদ্ধা। অ্যাঁ! ওষুদ পেয়েছিস্? কৈ দেখি।

সরলা। এই দেখ অঞ্চলে বাঁধা, তিনিই বেঁধে দিয়েছেন।

বৃদ্ধা। বটে? আচ্ছা আমি খুলে দেখ্‌ছি, (অঞ্চল মুক্ত) (সহসা সর্পমূর্ত্তি দেখিয়া) ও মা? একি গো? সাপ যে গো? ও বাবা? কামড়ালে? কামড়ালে? পালা? পালা? (পলায়নোদ্‌যোগ) আমলো? এই বুঝি তোর ওষুঁদ? এখনি যে কাঁচা প্রাণটা গিছলো।

সরলা। মা! তোমার পক্ষে ওটা বিষধর সর্পই বটে, কিন্তু আমার চক্ষে কুষ্ঠব্যাধিনাশক পরম ঔষধ; এই দেখ একটি শিকড় ও শ্রীফল।

বৃদ্ধা। ওমা? তাইতো মা? কি আশ্চয্যি? ধন্নি তুই! বাবা তারকনাথ! আমার অপরাধ হয়েছে, আমি আগে তোমায় চিন্‌তে পারি নাই, তাই বুঝি প্রতিফল দিলে? কৃপা ক'রে আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর?

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। তারকনাথ! তোমার অপার করুণা! কেবল মাত্র পতিব্রতা স্ত্রীর গুণে তোমার কৃপালাভ ক'রেছি, আমার সর্ব্বাঙ্গে গলৎকুষ্ঠ, কৃমিদংশনে যাতনার সীমা ছিল না, সুকোমল শয্যা ত্যাগ ক'রে পত্রোপরি শুয়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রছি এমন সময় একজন সন্ন্যাসী—তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ভস্মমাখা, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটাজাল, ললাটে অগ্নি-মধ্যস্থ অর্দ্ধচন্দ্র, গলদেশে অস্থিমালা, কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, চরণযুগলে কোটি কোটি অরুণ কিরণ, হস্তে

প্রলয়ঙ্কর ত্রিশূল ; তিনি প্রসন্ন হয়ে আমার গলিতাঙ্গে পদ্মহস্ত বুলিয়ে ব'ল্লেন, "বৎসরে! আর যাতনায় ছট্‌ফট্‌ কর'তে হবে না, আমি স্বয়ং তারকনাথ এসেছি, তোর পত্নী আমার নিকটে হত্যা দিয়েছে, তার বস্ত্রাঞ্চলে ঔষধ দিয়েছি, কিন্তু ঔষধ প্রয়োগের বিলম্ব ভেবে অগ্রেই তোর কাছে এলাম, আজ হ'তে তুই নীরোগ হ'য়ে নিষ্কৃতি পেলি ; সর্ব্বাঙ্গে পদ্মহস্ত বুলিয়েছি, রোগের ধ্বংসও হ'য়েছে। এক্ষণে সস্ত্রীক আমার আরাধনা ক'রবি চল্" ইত্যাদি সান্ত্বনাবাক্যে সন্তোষ ক'রে কোথায় যে গেলেন, তার অবধারণ ক'রতে পারলেম না! আমরি, মরি! যথার্থই বাবা দয়ার সাগর! তাঁর কৃপাবলে আজ আমি নব-কলেবরে নবজীবন পেয়ে নব-অনুরাগে সস্ত্রীকে তারক-নাথ পূজা ক'রে ধন্য হবো ; কৈ, প্রিয়তমে সরলে! কৈ, আমার দুঃখময় সংসারের শান্তিময়ি প্রতিমে! আমি আরোগ্য হয়েছি দেখ, আর তারকনাথ পূজার আয়োজন কর, এমন আনন্দের দিন পাবনা।

সরলা। কে, তুমি অপরিচিত নবীন যুবক! পরিচয় না দিয়ে কারে প্রিয়তমে ব'লে ডাক্‌ছো? তোমায় যে চিন্‌তে পারছিনে।

ব্রাহ্মণ। প্রিয়ে! আমায় চিন্‌তে পারছো না? আমি

তোমার সেই গোকুল; বাবার কৃপায় আরোগ্যলাভ ক'রেছি, তাই আমার পূর্ব্বাকৃতির বৈলক্ষণ্য দেখ্‌ছো।

সরলা। সত্যই কি দয়াল তারকনাথ আমার হৃদয়নাথের গলিতাঙ্গ নূতন ক'রে দিয়েছেন? জীবিতেশ্বর! তোমার জন্য যে আমি পাগলিনীর মত পথে পথে কেঁদেছি, অবশেষে বাবার কাছে হত্যা দিয়েছি, ঔষধও পেয়েছি; এই দেখ বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধা আছে।

বৃদ্ধা। কে ও? বাবা গোকুল এসেছ? এস বাবা এস, বাবার কৃপায় তুমি আমার নীরোগ হয়েছ বাবা? তা বেশ হ'য়েছে, তোমায় দেখে বড় সুখী হ'লেম, তোমার জন্য বাবার কাছে কত মাথা খুঁড়েছি, তবে তাঁর দয়া হ'য়েছে, এখন চল বাবা, ঘরে যাই চল।

ব্রাহ্মণ। মা! আমি সেই গলৎকুষ্ঠী গোকুল! যার পাপজ রোগ দেখে গৃহ হ'তে দূর ক'রে দিয়েছিলেন এবং যার মৃত্যুর জন্য ভগবানের উদ্দেশে নিয়ত প্রার্থনা ক'রতেন, সেই কুষ্ঠী গোকুল আমি, প্রণাম ক'রছি, আশীর্ব্বাদ করুন।

বৃদ্ধা। য়্যাঁ বাবা! য়্যাঁ বাবা! আমি বুড়োমানুষ, মনের ঠিক নেই, কখন কি ব'লে ফেলি, সেজন্য দুঃখ ক'রো-না, তুমি আমার বেঁচে থাক, সরলার হাতের লোহা অক্ষয় হ'ক, পাকা মাথায় সিঁদুর পরুক, তোমাদের

রেখে যেন ম'রতে পারি।

ব্রাহ্মণ। এখন বাবার পূজা-দ্রব্য সংগ্রহের উপায় ?

সরলা। নিকটেই বাজার, কোন দ্রব্যের অভাব নাই।

ব্রাহ্মণ। চল তবে, বাজার হ'তে পূজাদ্রব্য উপকরণাদি ক্রয় ক'রে বাবার পূজা করা যাক্।

সরলা। চল যাওয়া যাক্। (বৃদ্ধার প্রতি) এস মা আমার সঙ্গে এস।

বৃদ্ধা। হ্যাঁ মা চল। (সকলের প্রস্থান)

একাদশ অঙ্ক।

রামনগর রাজসভা।

বিষ্ণুদাস আসীন।

(পার্শ্বে মন্ত্রী দণ্ডায়মান)

বিষ্ণুদাস। (স্বগতঃ) উঃ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা বিষ্ণুদাসের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর; অসংখ্য লোকের জীবন যার উপর নির্ভর, সে যে কত চিন্তায় ব্যাকুল তা বর্ণনা করা যায় না; দীন দরিদ্র ইতর ভদ্র সমস্ত লোকের ভাবনা ভাব্‌তেই সময় যায়, নিজের ভাবনার আর সময় কৈ ? এই জন্যই দাদা আমার অসার রাজ্য-

সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্তের কণ্টক দূর ক'রতে সন্ন্যাসি বেশে নিত্যধনের সাধনে অগ্রসর হয়েছেন; সকল চিন্তা ত্যাগ ক'রে চিন্তামণির চরণ-চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই, আমি তবে এ কি ক'রছি? দিন তো আর নাই, জীবনের শেষদিন যে আগতপ্রায়? সেই ভীষণ শাসন তপনতনয় আমার কেশাকর্ষণ করবার জন্য অদূরে ঐ যে অবস্থিত! তবে উপায় কি? হা হতভাগ্য বিষ্ণুদাস! তুই সংসারপাশে বন্দী হ'য়ে মায়াবিনীর কুহকে প'ড়ে করছিস্ কি? দাদাগো! কোথা তুমি? একবার এস, কিঙ্কর অনুজকে তোমার পবিত্রমার্গের সঙ্গী কর, এতদিন শ্রীপদে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলে, আজ কি অক্ষম হ'য়েছ দাদা! তোমা ভিন্ন আমি যে কিছু জানিনে, কৃপা ক'রে সঙ্গে লয়ে যাও, পূর্ব্বে পিতৃবৎ গুরুজ্ঞানে যেমন সেবা ক'রেছি, এখনও সেই মত সেবা ক'রবো; আমি সঙ্গে থাক্‌লে তোমার সাধনার কোন বিঘ্ন হবে না, পরম যত্নে সাধনার উপকরণাদি সংগ্রহ ক'রে দিব, কৈ দাদা এলেনা? পাপিষ্ঠ ব'লে কনিষ্ঠকে সঙ্গে নিলে না! তবে নিরুপায়; এই দারুণ বন্ধন হতে মুক্তিলাভের সহজ উপায় আর দেখ্‌ছিনে।

(জ্ঞানের প্রবেশ)

গীত।

সহজ উপায় আছে যে গো তার,
তুমি চিন্তার্ণবে কেন বৃথা দিতেছ সাঁতার,
আশ্রয় কর এই বেলা, ভবপদ ভেলা,
ঘুচে সব যাবে ধোঁকা।

বিষ্ণুদাস। (জ্ঞানের প্রতি) মহাত্মন্! আপনি গোলোকের ধন—না, ভূলোকের কোন সাধকেন্দ্র? কঠোর তপোনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ ক'রে পাপী-নিস্তার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন; সবিশেষ পরিচয় দানে ধন্য করুন।

মন্ত্রী। আর পরিচয় জিজ্ঞাসার আবশ্যক কি মহারাজ, বরং পুনরাগমনের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করুন। আপনি যখন শত্রুসংহার জন্য সসৈন্যে সমরক্ষেত্রে গমন করেন, তখন ঐ মহাত্মা ভারামল্ল মহারাজকে প্রবৃত্তিমার্গ হ'তে অপসারিত ক,রে জ্ঞানও ভক্তির সাহায্যে নিবৃত্তিমার্গে লয়ে গিয়ে মুক্তির সোপান দেখিয়েছেন, আবার আপনাকেও সেই পথগামী করবার সূত্রপাত ক'রছেন দেখ্‌ছি, ইনি যে শান্তিধামের শান্তিময়, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

(অদূরে হৈমবতাকে লইয়া কমলার প্রবেশ)

হৈমবতী। কমলে! আর আমায় ধরোনা, ছেড়ে দাও, পতি-

পাশে চলে যাই, পতি যার সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হ'য়ে তপস্যায় রত, তার সহধর্ম্মিণীর ভবনে কি প্রয়োজন? তুচ্ছ ধনরত্নে বা সুখসেব্য দ্রব্য উপভোগে সুখ কি? স্বামিসঙ্গে অরণ্যে পর্ণকুটীরবাস কি ভাল নয় কমলা? এতদিন তোমায় কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত স্নেহ ক'রে আস্‌ছি, আশীর্ব্বাদ করি চিরকাল যেন সীমন্তে সিন্দূর থাকে, পতিপুত্র ল'য়ে পরমানন্দে রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ কর, আমায় বিদায় দাও। হা বিধি! দাসীরে কেন নিদয় হ'লে? কোন্ গহন বনে আমার পতিধনে রেখেছ ব'লে দাও, অন্বেষণ ক'রে পতিসহবাসে স্বর্গসুখ ভোগ ক'রবো, এবং অন্তে অনায়াসে পীতবাসের পদপ্রান্তে স্থান পাব।

গীত।

বিধিরে! দাসীরে কেন নিরদয়।
কাঁদাইয়ে কিবা ফলোদয়॥
কোন্ গহন বনে, রেখেছ সে-ধনে,
দরশনে যুড়াই হৃদয়।
স্বর্গসুখ পতিসহবাস, বন কি ভবন অথবা প্রবাস,
পতিসেবা-গুণে পায় পীতবাস, স্বয়ং কৃত্তিবাস
সদা তায় সদয়॥

কমলা। বারম্বার এরূপ উন্মাদিনীর মত অধীরা হ'চ্ছো কেন

দিদি। পতি অদর্শনে এত সন্তাপিতা হ'লে ক'দিন বাঁচ্‌বে? তুমি বর্ত্তমানে এরাজ্য যে এখন তোমারি; রাজরাণীর মত এ যাবৎ তোমার সেবা ক'রে আস্‌ছি গর্ভজাত পুত্রের মত মাতৃজ্ঞানে স্বামী আমার, সতত ঐ চরণে প্রণত, তবে দিদি! কি অভিমানে, কোন্ দুঃখে সন্ন্যাসিনী হ'তে চাচ্ছ, পায়ে ধরি তোমার, বিজনগমনে ক্ষান্ত হও। (প্রবেশ)

বিষ্ণুদাস। (কমলার প্রতি) সহসা রাজসভায় আসার উদ্দেশ্য কি?

কমলা। উদ্দেশ্য কিছুই নয়, দিদি ব্যাকুল প্রাণে বনগমনে উদ্যতা হয়েছিলেন, কত অনুনয় ক'রে প্রবোধ দিয়ে এই দিকে নিয়ে এলেম, আপনি সান্ত্বনা করুন।

বিষ্ণুদাস। রাণী মা এসেছেন? ওমা রাজপুত-কুললক্ষ্মি রাজ্ঞি! চিরসেবক বিষ্ণুদাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

হৈমবতী। এস প্রাণের দেবর বিষ্ণুদাস! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পরমসুখে নিষ্কণ্টকে রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ কর, এবং দীর্ঘায়ু হও।

মন্ত্রী। ওমা রাজরাজেশ্বরি! এ চিরকিঙ্কর সচিব আপনাকে প্রণাম ক'রছে আশীর্ব্বাদ করুন।

হৈমবতী। এস বৎস! ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন;

প্রাণাধিক বিষ্ণুদাসকে রাজকার্য্যের সুমন্ত্রণা প্রদান ক'রে জনসমাজে যশোভাজন হও, ধর্ম্মে যেন অচলা মতি থাকে।

মন্ত্রী। মাগো, তোমার এ অধম পুত্র আর কিছু চায় না, অন্তে যেন দণ্ডপাণির দণ্ডে দণ্ডিত না হয়, এই প্রার্থনা! হ্যাঁমা রাজলক্ষ্মি! ঐ মহাত্মাকে চিন্‌তে পেরেছেন কি?

হৈমবতী। পরিচয় না পেলে কি ক'রে চিন্‌বো বাবা।

মন্ত্রী। ইনিই মহারাজ ভাবামল্লকে উপদেশ দিয়ে সংসার-বিরাগী ক'রে সন্ন্যাসী সাজিয়েছেন।

হৈমবতী। (জ্ঞান প্রতি) কেন বাবা! কি অপরাধে অভাগিনীকে পতিপদসেবায় বঞ্চিত ক'রলে? তেমন রাজাধিরাজকে কি প্রলোভনে সন্ন্যাসী সাজালে বাপ!

(জ্ঞানের গীত)

কেউ কি কারে সন্ন্যাসী সাজায়,
বিরাগ হ'লে বিবেক এলে আপনি চ'লে যায়,
শেষে তুইও যাবি মুক্তি পাবি,
জপ নাম সুধা-মাখা।
(সাধন-বলে সবে পায় দেখা)

হৈমবতী। পতি অন্বেষণে যাবার জন্য বড় আগ্রহ; শীঘ্রই যাব, কারো অনুরোধ শুন্‌বো না।

বিষ্ণুদাস। ওহো! কতদিনে যে এ পাপিষ্ঠ বিষ্ণুদাস তুচ্ছ রাজ্যৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়ে মায়ার বন্ধন ছিন্ন ক'রবে, সেই চিন্তায় সর্ব্বদাই চিন্তিত; (জ্ঞান প্রতি) ওহে বন্ধনহারিন্! আমার রাজরাজেশ্বর দাদাকে বনবাসী তপস্বী সাজিয়ে অসার চিন্তায় নিশ্চিন্ত ক'রেছ, তবে তাঁর অনুজের প্রতি বিরূপ কেন? দয়ার সাগর! কূলে ব'সে আর কতদিন কাঁদবো! ত্বরায় পরপারে নিয়ে গিয়ে কর্ণধারের কাজ কর, আমার সকল বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে যাক্।

(জ্ঞানের গীত)

বৃথা চিন্তা ক'রোনা কেউ আর,
ঐ উলুবনে আবির্ভাব যে ভবকর্ণধার,
কর তাঁর আরাধন, ঘুচ্‌বে বাঁধন,
দূরে যাবে পারের আশঙ্কা।
(সাধন বলে সবে পায় দেখা)

মন্ত্রী। তবে আর চিন্তা কি মহারাজ! সকলে মিলে উলুবনে গিয়ে তারকেশ্বরের আরাধনা করিগে চলুন, ভগবান্ নিশ্চয়ই সদয় হবেন।

হৈমবতী। তুমি যেই হও বাবা, আমি পুত্রহীনা হতভাগিনী তোমার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ সঞ্চারিত হ'চ্ছে, পুন্নাম নরকে পরিত্রাণ ক'রবে কি?

(জ্ঞানের গীত)

পুন্নরকে আর কি মা তোর ভয়,
পুত্রভাবে ভাব ভবে, ঘুচ্‌বে ভবভয়,
ডাক্‌লে পুত্র ব'লে, পাবি কোলে,
যদি ডাকার মত হয় ডাকা।

(জ্ঞানের প্রস্থান)

বিষ্ণুদাস। ইনি নিশ্চয়ই দেবাদিদেব তারকনাথ! তাতে আর সংশয় নাই; ওমা ভারামল্লদয়িতে! আপনারা অন্তঃপুরে গিয়ে তারকনাথ আরাধনার উপযোগী দ্রব্য সকল আয়োজন করুন গে, আমরা পশ্চাৎ গমন ক'রছি।

হৈমবতী। আচ্ছা তবে এস; (কমলার প্রতি) ভগ্নি কমলে! চল তারকনাথ পূজার আয়োজন করিগে।

কমলা। চল দিদি।

বিষ্ণুদাস। গর্ভাবস্থায় কমলার যে শিবপূজা নিষিদ্ধ দেবি!

হৈমবতী। পূজা না ক'রতে পারে, সঙ্গে যেতে বাধা কি, বাবার প্রসাদ-নির্ম্মাল্য ধারণ ক'রলে গর্ভস্থসন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দীর্ঘজীবন লাভ ক'রবে, সে জন্য চিন্তা কি?

বিষ্ণুদাস। মন্ত্রিন্! যা, যা, পূজোপকরণ প্রয়োজন, তুমি অবিলম্বে তার আয়োজন করগে।

মন্ত্রী। রাজ-আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়, তবে চ'ল্‌লেম।

(বিষ্ণুদাস ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

(বেগে দূতের প্রবেশ)

দূত। বাপ্‌রে! বাপ্‌রে! মেরে ফেল্‌লে! মেরে ফেল্‌লে! আঃ, বাবা, শালারা কি গো! যেন এক একটা যমদূত, যমের বাড়ী পাঠিয়েছিল আর কি? আমি কোথায় একটু জলযোগ ক'রে তাদের অক্কা পাইয়ে দিবার সুযোগ দেখ্‌ছি? না, আমার দিকে নজর প'ড়ে গেছে কি দুর্য্যোগ! অম্নি দলশুদ্ধ আমার দিকে? আমি তো। বাঁ—বোঁ ছুট্? গঙ্গাসাগরের পাড় দিয়ে একবারে ছোটদীঘির ধারে? আমলো! সেখানেও একদল খাপখোলা হেতের হাতে দাঁড়িয়ে? পলাবার পথ বন্ধ! বাঘে ছাগল ধরার মত ছুটে এসে গপ্‌ ক'রে আমায় ধ'রে ফেল্‌লে! ভয়ে প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হয়! চেঁচিয়ে উদয় দাদাকে কত ডাক্‌লেম, তা উদয়দাদা আমার ভাগ্যে অনুদয়! কি করি পরাণ যায়, বুকের ভিতর তুলোরাম বাবাজি ধড়াশ-ধড়াশ ক'রে খেলা জুড়ে দিলে! আমি আর নেই? যেটুকু ছিলাম, তাতেই কাঁদা কাটা ক'রে বল্‌লেম, বাপ সকল! এশরীর ছুঁচো মেরে হাতে দুর্গন্ধ কেন ক'রবে? আমায় ছেড়ে দাও, আর ল্যাজে গোবরে ক'রোনা। ও বাবা!

সেই কথা শুনে বেঙের থুড়িলাফ বাড়্‌লো? হাত দুটো শিকল দিয়ে বেঁধে হেঁচ্‌কা টান? আমারো হেঁচকি আরম্ভ? কাপড়ে চোপড়ে অপামাল? তাই দেখে এক শালার দয়া হ'লো, সে ব'ললে, "তোদের রাজা কোথায়, সৈন্যসামন্ত কত, অভিসন্ধি কি? সমস্ত ব'ললে ছেড়ে দিব,।" আমি ব'ল্‌লেম বড় বাহ্যে পেয়েছে, একবার ছেড়ে দাও, এসে সব ব'লবো, এই কথা ব'লতেই ছেড়ে দিলে। আর কে পায়, বাঁশবনের ভিতর দিয়ে ভোঁ দৌড়! বেটারা কত খুঁজছে? যা-হ'ক বাবা, পরাণটা যেন গুর গুর ক'রছে?

(উদয়সিংহের প্রবেশ)

উদয়সিংহ। হাঁরে দূত! শত্রুদল কি পুনরায় রাজ্যাক্রমণে উদ্যত হ'য়েছে?

দূত। উদ্যত ব'লছেন কি? এতক্ষণ বোধ হয় তা'রা সব ঘিরে ফেল্‌লে, শীঘ্র আসুন, আমি চ'ল্‌লেম।

(দূতের প্রস্থান)

বিষ্ণুদাস। কি সর্ব্বনাশ? রাজ্যতো এখন অরক্ষিত? তাইতো কি করা যায়, উপায় কি?

উদয়। উপায় আবার কি মহারাজ? যুদ্ধ; এ উদয়সিংহকে কি হীনবীর্য্য কাপুরুষ মনে করেছেন? যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ উদয়সিংহের প্রত্যেক শিরায় বিন্দু পরিমাণে রুধির-

ধারা প্রবাহিত হবে,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ভুজদ্বয় নিশ্চেষ্ট হ'য়ে না পড়বে, ততক্ষণ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীর্ত্তিচন্দ্রের কথা দূরে থাক্, অসংখ্য মহাযোদ্ধা সম্মিলিত হ'য়ে তারপক্ষ সমর্থন ক'রলেও, এ পুরুষসিংহ উদয়-সিংহ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হবে না।

বিষ্ণুদাস। (স্বগতঃ) বিধাতা আজ যে অদৃষ্টে কি লিখিছেন, তা সেই অন্তর্য্যামী ভিন্ন কে জানবে? মা সর্ব্বমঙ্গলা পূর্ব্বযুদ্ধে কীর্ত্তিচন্দ্রকে ব'লেছিলেন যে, "পুনর্যুদ্ধে তোমার বাসনা পূর্ণ হবে," তাহ'লে এই যুদ্ধে আমায় মৃত্যু অবধারিত; সেজন্য চিন্তা করি নাই, দুঃখের মধ্যে অনিত্য সম্পদে মত্ত হ'য়ে পাপসিন্ধুনীরে ডুবে রৈলেম কর্ণধারের দর্শন পেলাম না, সংসার-সাগর হ'তে কে আর পার ক'রবে? যাঁর নামে শমনভয় দূর হয়, সে ধন আমার উপার্জ্জন হ'লো কৈ? দণ্ডধর কৃতান্ত পাছে দারুণ দণ্ডে দণ্ডিত করে, সেই ভয়ে হৃদয় যে কম্পিত হ'চ্ছে! হায় রে! মোহমায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে পাপের স্রোতেই ভাসতে থাক্‌লেম্।

গীত।

মোহ মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে পাপের স্রোতে ভাসি।
প'ড়েছি বিষম বিপদে, মজি অনিত্য সম্পদে,
ভুলে আছি সেই শ্রীপদে, পদে যাঁর গঙ্গা কাশী॥

আমি জন্মেছি বৃথা সংসারে, রৈলাম কেবল অন্ধকারে,
কেমনে লভিব তাঁরে, আঁধার ঘুচিয়ে যে নিস্তারে,
অকূলের সেই কর্ণধারের দর্শন-প্রয়াসী।
দণ্ডধরের দণ্ড ভীষণ, ভয়ে কম্পান্বিত জীবন,
যাঁর নামে শমনভয়বারণ, সে ধন হ'লো কৈ উপার্জ্জন,
অন্তে যোগীন্দ্র নিত্যধন পেতে অভিলাষী॥

উদয়সিংহ। বীরকুলনিধে ভূপেন্দ্র! এতাদৃশ বিষণ্ণ ভাবের কারণ কি? সূর্য্যদেব সরোজিনীর মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শন ক'রে ফুল্লাননে হাস্য ক'রবেন, এইতো জানি, তা না হ'য়ে নলিনী-নায়ক আজ বিজয়লক্ষ্মীরূপা নলিনীর অঙ্গ স্পর্শ ক'রতে আশঙ্কিত? অঙ্গ কণ্টকাকীর্ণ দেখে ভয় হয়েছে? আপনি সমরক্ষেত্রে শত্রুজয় ক'রে কোথা হাসতে হাসতে বিজয়লক্ষ্মী লাভ ক'রবেন, তার বিনিময়ে শত্রুসংহারজন্য পাপভয়ে সংকুচিত হ'লেন? ছি, ছি, ছি! বড় উপহাসের কথা!

বিষ্ণুদাস। যে জন্য বিষণ্ণভাবে অবস্থান ক'রছি, তা যদি জানতে উদয়সিংহ! তাহ'লে আমায় ওরূপ উপহাস ক'রতে না; জীবগণ ইহসংসারে একা আসে একাই যায়, কিন্তু যাবার সময় হৃদয় বড় কম্পিত হয়; ইষ্টসাধনায় অবহেলা জন্য পাছে কঠোর দণ্ড ভোগ করে, এই আশঙ্কায় তার মর্ম্মের ভিতর অনুতাপের আগুন জ্বলতে

থাকে। সেনাপতে! সেই চিন্তারূপ দাবানলে আমারো হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে।

উদয়সিংহ। ক্ষিতীন্দ্র! আপনার মত সাধনশক্তিসম্পন্ন নরপতির চিন্তা করা কি উচিত? বৃথা চিন্তা ত্যাগ ক'রে চিন্তামণির চরণ-চিন্তা ক'রতে ক'রতে চলুন রণ-ক্ষেত্রে গমন করি। শত্রুগণ রাজ্য-আক্রমণে উদ্যত, আর আপনি নিরুদ্যম-নিশ্চেষ্ট ভাবে অসার চিন্তায় চিন্তিত? ছি! ছি!

বিষ্ণুদাস। না উদয়সিংহ! আর চিন্তা ক'রবো না, আজ নিশ্চয়ই রাজ্যলিপ্সু দুরাত্মা কীর্ত্তিচন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ণ ক'রবো, তুমি সত্বর সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওগে; আমি তারকনাথের আরাধনা ক'রে শীঘ্রই যাব। (সৈন্যগণ প্রতি) সৈন্যগণ! তোমরা সকলে বিষ্ণু-দাসের বিজয় ঘোষণা ক'রতে ক'রতে রণক্ষেত্রে যাও।

সৈন্যগণ। জয় রাজাধিরাজ রামনগরেশ্বর বিষ্ণুদাসের জয়।
জয় রাজাধিরাজ রামনগরেশ্বর বিষ্ণুদাসের জয়।
জয় রাজাধিরাজ রামনগরেশ্বর বিষ্ণুদাসের জয়।

উদয়সিংহ। সাজরে সৈন্যের দল, দেখাও বিক্রম বল,
কম্পান্বিত হ'ক ধরাতল।
জাঠা শেল শূল লয়ে, বদ্ধপরিকর হ'য়ে,
সংহারো সংহারো শত্রু দল॥

হুহুঙ্কারে দর্পভরে, তীক্ষ্ণ অস্ত্র ল'য়ে করে,
রণক্ষেত্রে চল সৈন্যগণ।
স্থিরভাবে করি লক্ষ্য, বিদারি বিপক্ষ-বক্ষঃ,
শত্রুক্ষয় কর সর্ব্বজন॥
বীরের কর্ত্তব্য যাহা, পরিচয় দিয়া তাহা,
নাম ধর বীরের সন্তান।
অদম্য উৎসাহে সবে, নাশ শত্রু ভীমরবে,
ছলে বলে করিয়া সন্ধান॥
মরিলে সম্মুখ রণে, স্বর্গে যাবে ফুল্লমনে,
রবিসুত-করে পাবে ত্রাণ।
জয়ী হ'লে ভাগ্যবশে, ক্ষিতি পরিপূর্ণ যশে,
তাহে সুখ আছেরে প্রধান॥

(প্রস্থান)

বিষ্ণুদাস। আজ ভগবান্ তারকেশ্বরের পূজাপূর্ব্বক তাঁর নির্ম্মাল্য অক্ষয় কবচরূপে ধারণ ক'রে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হবো, কোন্ দুরাত্মা বিজয়লাভে সক্ষম হয় দেখ্‌বো, তারকনাথের কৃপায় কুৎসিত কীর্ত্তিচন্দ্রকে সসৈন্যে সংহার ক'রবো, তবে আমার নাম বিষ্ণুদাস; এখন চ'ল্‌লেম। (প্রস্থান)

দ্বাদশ অঙ্ক।

রামনগর রণভূমিসন্নিহিত স্থান।

(সশস্ত্রে কীর্ত্তিচন্দ্র আসীন)

কীর্ত্তিচন্দ্র। (স্বগতঃ) আজ মহাসুযোগ, দুর্ব্বৃত্ত বিষ্ণুদাস সপরিবারে তারকনাথ আরাধনে গমন ক'রেছে, গৃহাদি লুণ্ঠনের এই প্রকৃত অবসর ; কিন্তু হীনবীর্য্যের ন্যায় দস্যুতাচরণ করা হয়, তাতে আর দোষ কি ; ছলে, বলে, কৌশলে যে কোন উপায়েই হ'ক শত্রুসংহার ক'রে রাজ্যগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। দুর্জ্জয় উদয় সিংহ যদি বাধা-দানে উদ্যত হয়, তবে নিরাপদে কার্য্যোদ্ধার না হ'ইলেও চিন্তার বিষয় কিছুই নাই, সে একাকী কতক্ষণ যুদ্ধ ক'রবে, না হয় কতকগুলো সৈন্যসংগ্রহ ক'রেছে, আরে,—এ বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের অসংখ্য সৈন্য দলেদলে ইতস্ততঃ বিচরণ ক'রছে, বিজয়লাভের চিন্তা কি ? চতুর্দ্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ ক'রেছি, তাইতো, এখনও যে কেউ ফিরে আস্‌ছে না।

(প্রথম অনুচরের প্রবেশ)

১ম অনুচর। মহারাজ।

কীর্ত্তিচন্দ্র। কে'ও অজয় সিং ? সংবাদ কি ?

১ম অনুচর। দুঃখের কথা আর কি ব'লবো মহারাজ !

দুই তিন শত সৈন্য মিলে আমরা রাজভাণ্ডার লুঠ্ করবার জন্য তোরণের দুয়ারে উপস্থিত হ'য়েছি, এমন সময় কোথা হ'তে দলেদলে কুলি সাঁওতাল এসে "এক কাঁড় বিঁধে লিব" ব'লে তীর ছুঁড়তে লাগলো, বাপ্‌রে বাপ্! সে তীর ছুঁড়বার কথা আর কি বল্‌বো, যার গায়ে তীর বিঁধ্‌ছে, সে তখনি কুপোকাৎ! যেন ঝড়ে কলাগাছ প'ড়তে লাগ্‌লো, আমি ভাগ্যে একটু তফাতে ছিলাম তাই রক্ষে; নৈলে গোকুল অন্ধকার ক'রে ছাড়তো।

কীর্ত্তিচন্দ্র। সে সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কেউ কি বেঁচে নাই?

১ম অনুচর। আজ্ঞে শর্ম্মা কাটাকাটি আরম্ভ হ'তেই প'য়ে আকার; কিরূপে জানবো হুজুর!

কীর্ত্তিচন্দ্র। দীর্ঘিকার পশ্চিমে যে পাঁচশত সৈন্য অবস্থান ক'রছে, তা'দের সংবাদ ব'ল্‌তে পার?

১ম অনুচর। আজ্ঞে না।

কীর্ত্তিচন্দ্র। তবে তুমি এখন যেতে পার, কিন্তু সাবধানে ছিদ্র অন্বেষণ ক'রবে।

১ম অনুচর। যে আজ্ঞা মহারাজ! (১ম অনুচরের প্রস্থান)

(দ্বিতীয় অনুচরের প্রবেশ)

দ্বিতীয় অনুচর। মহারাজ! অভিবাদন করি।

কীর্ত্তিচন্দ্র। কেও সোহান সিং! কুলি সাঁওতালদের সংবাদ কি?

২য় অনুচর। আজ্ঞে চিন্তা নাই, সাঁওতাল সকল হত হ'য়েছে, নির্ব্বোধ সাঁওতালগণ একদৃষ্টে লক্ষ্য ক'রে যখন আমাদের সৈন্যসংহার ক'রতে লাগ্‌লো, তখন সেনাপতি বিজয়সিংহ পশ্চাৎ হ'তে তাদের নির্ম্মূল ক'রেছেন, কিন্তু বিষ্ণুদাসের সেনাপতি উদয়সিংহ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে আমাদের অনেক সৈন্যসংহার ক'রেছে, ৫ই হাজার সৈন্যের মধ্যে মায় চুনোপুঁটি নিয়ে যদি শ' পাঁচ ছয় থাকে, মহারাজ!

কীর্ত্তিচন্দ্র। য়্যাঁ বল কি, সোহান সিং? প্রায় সমস্ত সৈন্যই সংহার হ'লো? বিজয়সিংহ কি তা'দের সাহায্যে অস্ত্রধারণ করে নাই? কাপুরুষ ক্লীবের ন্যায় লুকায়িত থেকে কেবল সৈন্যধ্বংস দর্শন ক'রছে।

২য় অনুচর। না, মহারাজ! অকারণ বিজয়সিংহের প্রতি দোষারোপ ক'রবেন না, যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন তাঁর কোষ্ঠীতে লেখেনি, কি কৌশলে শত্রুধ্বংস ক'রে প্রভুর প্রিয়পাত্র হবেন, এইটি তিনি জীবনের প্রধান ব্রত মনে করেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র। বিজয়সিংহ এখন কোথায়?

২য় অনুচর। আজ্ঞে, তিনি শত্রু সৈন্য সংহার ক'রে শিবিরে আস্‌ছিলেন, পথিমধ্যে উদয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ? প্রায় এক প্রহর কাল দুজনে যুদ্ধ। অবশেষে বিজয়সিংহ পিপাশায় কাতর হ'য়ে শুয়ে প'ড়লেন, তলোয়ারখানা হাত হ'তে খ'সে প'ড়লো, কিন্তু ধার্ম্মিক উদয়সিং আর তাঁকে

কিছু ব'ললেন না, বিশেষ ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত দেখে দয়া ক'রে ফিরলেন, আমিও বিজয়সিংহকে শিবিরে আন্‌লেম, এখনো তাঁর চৈতন্য নাই।

কীর্ত্তিচন্দ্র। কি, সেনাপতি বিজয়সিংহ পরাস্ত হ'য়ে এখন পর্য্যন্ত অচৈতন্য অবস্থায় আছে? তার সুশ্রূষার কোন উপায় হ'লোনা?

২য় অনুচর। আজ্ঞে চিন্তা ক'রবেন না, শিবিরে আনবা মাত্রেই তার বন্দোবস্ত হ'য়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা চল্‌ছে, কবিরাজ শয্যাপার্শ্বে স্বয়ং উপবিষ্ট থেকে ঔষধাদি প্রয়োগ ক'রছেন; ভয়ের কারণ কিছুই নাই, শীঘ্রই সুস্থ হবেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র। ভাল, কতকটা আশ্বস্ত হ'লেম, কিন্তু প্রাসাদ-লুণ্ঠনের কোন সংবাদ পাচ্ছিনে, চিত্ত বড় চঞ্চল হ'য়েছে।

২য় অনুচর। চঞ্চল হবারি কথা মহারাজ! কালরাত্রে আমরা প্রাসাদ লুণ্ঠন ক'রতে গিয়েছিলাম, কিন্তু লুণ্ঠন করাতো দূরের কথা, অবগুণ্ঠন দিয়ে পালিয়ে আস্‌তে হ'য়েছিল। আমরা পাঁচশতজনে গড়ের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি, পঞ্চাশ জন ভিতরে প্রবেশ ক'রে তালা ভেঙ্গে লুঠ্‌তে আরম্ভ ক'রলে, কিন্তু কেউ ফির্‌ল না, ঘরের মধ্যেই সাবাড়; আমরা হাঁক যুড়ে দিলাম, ছিতে

বিপরীত হ'লো, অসংখ্য লাঠিয়াল এসে প্রায় সকলকেই অক্কা পাইয়ে দিলে? আমরাও বেগতিক দেখে মেয়ে সেজে ঘোম্‌টা দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

কীর্ত্তিচন্দ্র। তাইতো সোহান্‌সিং! সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হ'তে লাগ্‌লো, শত্রুসংহার হ'লো কৈ? আচ্ছা, এখন তুমি যাও, সেনাপতি সুস্থ হ'লেই আমার নিকট ল'য়ে আস্‌বে।

২য় অনুচর। যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান)

কীর্ত্তিচন্দ্র। (স্বগতঃ) দুরাত্মা উদয়সিংহের কি অদ্ভুত পরাক্রম! পূর্ব্বযুদ্ধে আমার প্রধান সেনাপতি মিত্রসেনকে সংহার ক'রেছে, এবারেও সমস্ত সৈন্য নষ্ট হ'লো, সেনাপতি বিজয়সিংহও হতচেতন; আজ পাপিষ্ঠ উদয়সিংহের সমুচিত প্রতিফল প্রদান ক'রবো। জননী সর্ব্বমঙ্গলা যার প্রতি অনুকূলা, ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র রামনগর-রাজ বিষ্ণু-দাসকে সংহার ক'রতে তার আশঙ্কা কি? শীঘ্রই শত্রু-ধ্বংসপূর্ব্বক বিজয়লক্ষ্মী লাভ ক'রবো।

(উদয়সিংহের প্রবেশ)

উদয়সিংহ। লভিবে বিজয়লক্ষ্মী শত্রুধ্বংস করি?
সম্ভব সকল বটে কালের গতিতে।
কিন্তু হে তস্কররাজ! একি ব্যবহার?
পুনঃ পুনঃ পরাজিত হ'য়ে পূর্ব্বরণে

গুপ্তভাবে অন্তঃপুরে পশি বীরবর!
বিষধর ফণিমণি হরিতে বাসনা?
রাজ্যত্যাগী মহারাজ তারামল্ল রায়,
কনিষ্ঠ সোদর তাঁর রাজা বিষ্ণুদাস,
পূজিতে তারকেশ্বরে নানা উপচারে,
গিয়েছেন উলুবনে পরিজনসহ।
জনশূন্য কোষাগার রাজ-অট্টালিকা
বীরগণ ব্যূহমাঝে কেহ নাহি হায়!
অরক্ষিত দুর্গদ্বার রাজভবনাদি।
হীনতেজা রে কৃতঘ্ন বর্দ্ধমানরাজ!
সেই ছিদ্র হেরি দস্যু তস্করের ন্যায়
সাধিবারে চৌর্য্যবৃত্তি কেন অভিলাষ?
ছি! ছি! অভিজ্ঞ হয়ে তুই—পশুর অধম;
পুরুষত্ব কুলাঙ্গার নাহি কিছু তোর।

কীর্ত্তিচন্দ্র। তবে রে পাষণ্ড ষণ্ড ভণ্ড সেনাপতি?
অশেষ দুর্গতি ভোগ আছে ভাগ্যে তোর;
বায়স-শাবক হ'য়ে চঞ্চু আস্ফালিয়া—
বীরত্ব দেখাও আসি খগেন্দ্রের কাছে?
হুতশেষ ঘৃতে আশা কুক্কুর হইয়া?
দুর্জ্জয় বিজয়সিংহ সেনাপতি মম
একে ক্লান্ত পিপাসার্ত্ত পরাজিত তাই।

তাব'লে কি বীরজ্ঞানে বাখানিব তোরে?
ছলে বা কৌশলে শত্রু নাশে নৃপদল,—
শৃগাল হইয়া তুই মর্ম্ম কি বুঝিবি?

উদযসিংহ। ওরে শৃগালের কাছে তুই অজা ক্ষুদ্রাদপি।

কার্ত্তিচন্দ্র। বাঁচে কি শৃগাল, ব্যাঘ্র আক্রমে যদ্যপি॥

উদয়। এখনি পাঠাব তোরে কৃতান্ত-আলয়।

কীর্ত্তি। পাগলের চিত্ত যেরে সদা ভ্রমময়॥

উদয়। উড়ে কিরে হিমাচল মৃদু-সমীরণে?

কীর্ত্তি। ব্যাধেও সংহারে মূর্খ উন্মত্ত বারণে॥

উদয়। তোর পক্ষে উদয়সিংহ অনল দুর্জ্জয়।

কীর্ত্তি। কীর্ত্তিচন্দ্র জলনিধি কি দেখাস্ ভয়?

উদয়। জেনে শুনে কোন্ জন্ খায় হলাহল?

কীর্ত্তি। এ কীর্ত্তিরাজ নীলকণ্ঠ ডরে কি গরল?

উদয়। ওহো, আর নাহি সহ্য হয় নীচের বচন।

কীর্ত্তি। নীচের করেতে তোর নিশ্চয় মরণ॥

উদয়। দেখা যাবে অবিলম্বে পাপিষ্ঠ বর্ব্বর।

কীর্ত্তি। ধর অস্ত্র, কর যুদ্ধ, হও অগ্রসর।

(উভয়ের যুদ্ধ ও কীর্ত্তিচন্দ্রের অস্ত্রভঙ্গ)

উদয়সিংহ। কি কীর্ত্তিরাজ! এরূপ ভগ্নাস্ত্র ল'য়ে যুদ্ধ ক'রতে এসেছ? অস্ত্রাদির অভাব না কি? তবে প্রাণ ল'য়ে স্বস্থানে প্রস্থান কর, এ উদয় সিংহ এত কাপুরুষ নয় যে,

দুর্ব্বল অস্ত্রহীনের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রবে, আমিও অস্ত্র-
ত্যাগ ক'রলেম।

কীর্ত্তিচন্দ্র। আর তোর গর্ব্বিত বাক্য সহ্য হয় না, এই আমি
পুনর্ব্বার অস্ত্র গ্রহণ ক'রলেম, ক্ষমতা থাকেত অগ্রসর হ।

উদয়সিংহ। পরম আনন্দের বিষয়, আচ্ছা এস দেখা যাক্।

(পুনর্ব্বার উভয়ের যুদ্ধ ও কীর্ত্তিচন্দ্র পরাস্ত)

উদয়সিংহ। একি হে বীরাগ্রগণ্য বর্দ্ধমানরাজ!
পরিহার যুদ্ধ তুমি নির্লজ্জ্যের প্রায়,
অকস্মাৎ ভূপতিত হ'লে কি কারণ?
প্রবল প্রতাপশালী মহাবলীয়ান্—
বীরের সমাজে নিজে দিয়া পরিচয়,
সামান্য আঘাতে আজ অচৈতন্য হলে?
সেই দর্প আস্ফালন কোথায় এখন?
এখনি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করি—
দিতে পারি দেহ তব কৃতান্ত-কবলে;
কিন্তু তাহা করিব না, শোন দুরাশয়!
নয়রে উদয়সিংহ এত লঘুচেতা।
শুনিয়াছি রক্ষয়িত্রী তব, এক বামা,
ধরেন "সর্ব্বমঙ্গলা নাম" ভক্তপাশে;
জগৎজননী কিন্তু নাহি দয়ালেশ,
রাক্ষসী পিশাচী সম আচরণ তাঁর,

বিরাজেন খড়গকরে নাশিয়া সন্তান।
ডাক্ তাঁরে এই বেলা রাখুন আসিয়া,
মাতা পুত্রে হবে আজ ভাল পরিচয়।

(উদয়সিংহের প্রস্থান)

কীর্ত্তিচন্দ্র। (সংজ্ঞাপ্রাপ্তে) ওহো হো!—পাপিষ্ঠ উদয় সিংহের অস্ত্রাঘাত বর্ম্মভেদ ক'রে মর্ম্মভেদে উদ্যত! আর সহ্য ক'রতে পারছিনে, প্রাণ যায়; ওমা সর্ব্বমঙ্গলে! কোথা আছ—কিঙ্কর কীর্ত্তিচন্দ্র যমোপম উদয়সিংহের সমরে পরাস্ত; মা গো! তুমি ব'লেছিলে যে "পুনর্যুদ্ধে তোমার বাসনা পূর্ণ হবে," কৈ অভয়ে! সন্তানকে অভয় দিয়ে শত্রুসংহার কর; জগৎ জননীর আশ্রিত হ'য়ে জগদম্বে গো! সামান্য মূষিকে আজ কেশরীর কেশর-কর্ত্তনে উদ্যত! ওঃ, এ অপেক্ষা মৃত্যুই আমার সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

গীত।

পড়েছি ঘোর দায়, বুঝি প্রাণ যায়, এ বিপদে হায় কোথায় তারিণি! কৃপা-চক্ষে চাও, আসি দেখা দাও, আশঙ্কা ঘুচাও, শঙ্কাহারিণি! উদয়সিংহ-রণে পরাস্ত কিঙ্কর, এর চেয়ে মৃত্যু বড় শুভকর, আজ কাটিল মূষিকে কেশরী-কেশর, বিনা মেঘে গর্জ্জে অশনি। রাজ্যজয় আশে আসি রামনগর, জর্জ্জরিত মাগো মম

কলেবর, হ'য়েছি কাতর এস মা সত্বর, রক্ষ সুতে মোক্ষ-
দায়িনি !

(অসিহস্তে সর্ব্বমঙ্গলার প্রবেশ)

সর্ব্বমঙ্গলা।

কেবা হেন ধরামাঝে, বধে মোর কীর্ত্তিরাজে,
কার সাধ যেতে যমালয়।
জানেনা কি চণ্ডী তার, ল'য়েছে রক্ষার ভার,
ধন্য অরি নির্ভীক হৃদয় ॥
কেন চিন্তা নীলমণি, আমি মঙ্গলা-জননী,
দিতেছিরে তোমায় অভয়।
আর বাছা কিবা ভয়, এই লও তেজোময়,
ব্রহ্মঅস্ত্রে কর শত্রুক্ষয় ॥ (ব্রহ্মঅস্ত্র প্রদান)
কিন্তু মনে পাই ভয়, তারকনাথ হ'য়ে সদয়,
দিয়াছেন বিষ্ণুদাসে শূল।
কে রোধিবে গতি তার, সেই ভেবে প্রাণ আমার,
হইয়াছে বড়ই ব্যাকুল ॥
কি করি উপায় তবে, ভক্ত মোর ধ্বংস হবে,
তাহা আমি দেখিব নয়নে ?
নিশ্চয় সাধিব কাজ, সৃজিব মোহিনী আজ,
রণসাজে আসি ফুল্লমনে ॥

ফুলময় ধনু ধরি, বিষ্ণুদাসে মুগ্ধ করি,
শূল হরি করিবে প্রস্থান।
ইহা ভিন্ন কিছু আর, নাহি দেখি প্রতীকার,
সংহারিতে বিষ্ণুদাস-প্রাণ ॥
শোন বাছা এক কথা, নিক্ষেপ ক'রোনা বৃথা,
এই বাণ দুর্ব্বলের প্রতি।
প্রয়োগ নিয়ম তার, শুন বাপ বলি সার,
(কীর্ত্তিচন্দ্রের কর্ণে কথন)
সাধ কার্য্য, চলিনু সম্প্রতি।
(সর্ব্বমঙ্গলার কিছুদূর গমন)

কীর্ত্তিচন্দ্র। চলিলে মা কাত্যায়নি! তনয়ে ত্যজিয়া?
কে তবে সঙ্কটে মোরে রাখিবে সঙ্কটে?
(সর্ব্বমঙ্গলার পুনঃ প্রবেশ)

সর্ব্বমঙ্গলা। কেন বাছা পুনর্ব্বার ডাকিছ আমায়?
হ'য়েছে কি অন্তরেতে আতঙ্ক উদয়?
সঙ্কটা আমার নাম সঙ্কটহারিণী—
কেনরে সংশয় আর বর্দ্ধমানেশ্বর!
যে অস্ত্র দিয়েছি বাপ কারো নাহি ত্রাণ।
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে কর বিপক্ষ বিজয়,
স্বকার্য্য সাধিতে যাই আসিব আবার।
(সর্ব্বমঙ্গলার প্রস্থান)

কীর্ত্তিচন্দ্র। আর কিগো কাত্যায়নি? ডরে কীর্ত্তিরাজ?

(উদ্দেশে)

কোথারে উদয়সিংহ রাজপুতাধম!
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মঅস্ত্র দিয়েছেন মোরে;

(উদয়সিংহের প্রবেশ)

ত্রিলোক বিপক্ষ হ'লে অচল অটল
এই বর্দ্ধমানরাজ, দেবীর প্রসাদে;
এখনি কৃতান্তালয়ে করিব প্রেরণ,
এই দ্যাখ্‌ বাণ অগ্রে প্রাণঘাতী যম।

উদয়সিংহ। কি কহিলে কীর্ত্তিরাজ! যম বিদ্যমান?
ওহো, তাই সত্য বটে, ত্রাহি ভগবান্‌!
কিছুতে আমার আর নাহি পরিত্রাণ?
পাষাণী সর্ব্বমঙ্গলা নাশিবারে প্রাণ—
দিয়াছেন কীর্ত্তিচন্দ্রে প্রাণঘাতী বাণ;
জগৎ-জননী হ'য়ে নাশিবে সন্তান?
এই কি করুণাময়ী মায়ের বিধান!
না, না, আর সে মা নয় রাক্ষসী-সমান।
হৃদি হ'তে স্নেহ দয়া সব অন্তর্দ্ধান?

একি হ'লো? চতুর্দ্দিক্‌ যে ঘূর্ণমান? তার সঙ্গে আমার মস্তক পর্য্যন্ত কুলালচক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত! সহসা এমন হ'লো কেন? ও কি আবার? শত শত মেঘগর্জ্জন?

অশনিপাত ? ওহো বজ্রাঘাতে প্রাণ যায়, মলেম, আর নিস্তার নাই ; উঃ কি বিকটমূর্ত্তি ! ঐ—ঐ—ঐ— ভয়ঙ্কর দৃশ্য ? সম্মুখে, সম্মুখে, ঐ যে বিকটদশনা, লোলরসনা, করালবদনা কালী বদন বিস্তার ক'রে আমায় গ্রাস ক'রতে আস্‌ছে, ঐ যে,—

শোভে নরশির খর্পর ভীষণ !
করে তীক্ষ্ণ খড়্গ দানব দলন !
গলে মুণ্ডমালা বিকট দশন !
ভালে দপ্ দপ্ দীপ্ত হুতাশন !
সদা ধক্ ধক্ জ্বলে ত্রিনয়ন !
জিহ্বা লক্ লক্ ভীম দরশন !
তবে কি আমার নাশিবে জীবন ?
ওকি পুনঃ হেরি জ্বলে শরাসন ?
ব্রহ্মবাণ হ'তে অগ্নি-উদ্গীরণ ?
ওহো এইবার নিকট মরণ !

কীর্ত্তিচন্দ্র। মনে আর কি ভাবিছ ক্ষুদ্র নীচাশয় !
ব্রহ্মঅস্ত্রে এইবার যাও যমালয় ?

(ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ)

উদয়সিংহ। উহুঃ হুঃ প্রাণ যায়, মলেম, আর বিলম্ব নাই, অন্তিম-কাল উপস্থিত, ওহো হো ! বুক জ্ব'লে গেল ! পর্ব্বতোপম অগ্নিরাশি হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ ক'রে সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ ক'রলে !

আর কথা ক'বার ক্ষমতা নাই, মনের আশা মনেই মিশিয়ে গেল; যাই,—যাই,—ওঃ—একটু—জ—ল আ— (মৃত্যু)।

(বামহস্তে বিজয়সিংহের ছিন্নমুণ্ড ও দক্ষিণহস্তে ত্রিশূল লইয়া বেগে বিষ্ণুদাসের প্রবেশ)

বিষ্ণুদাস। যক্ষ সুরাসুর আদি নাগ নর,
যত জীব আছ ভূগর্ভ ভিতর,
গাও ফুল্লমনে গাও নিরন্তর,
জয় তারকনাথ কাশী বিশ্বেশ্বর।
যাঁর কৃপাবলে আজ এ কিঙ্কর,
লভেছে ত্রিশূল বিশ্বধ্বংসকর,
তিনি দয়াসিন্ধু ব্যাপ্ত চরাচর,
জয় তারকনাথ কাশী বিশ্বেশ্বর।
দলিতে অরাতি আর কিবা ডর,
শত কীর্ত্তিরাজ যাবে যমঘর,
বল বিষ্ণুদাস যুড়ি দুই কর,
জয় তারকনাথ কাশী বিশ্বেশ্বর।
ভণ্ড দুরাচার কোথা সে তস্কর,
শূল-অগ্রে মোর কৃতান্ত-কিঙ্কর,
খণ্ড খণ্ড তার হবে কলেবর,
জয় তারকনাথ কাশী বিশ্বেশ্বর।

ভগবান্ তারকেশ্বর পূজায় প্রসন্ন হ'য়ে ব'ললেন,—বিষ্ণু-দাস! সত্বর গৃহে যাও, শত্রুদল তোমার পুরী আক্রমণ ও সকলকে সংহারপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রছে। তোমায় এই ত্রিশূল প্রদান ক'রছি গ্রহণ কর,—এই ভীষণ ত্রিশূলে সামান্য কীর্ত্তিচন্দ্র কোন্ ছার, জগৎ-বাসী বিপক্ষ হ'লেও সমূলে ধ্বংস হবে। তাঁর বাক্যে প্রাণ চমকিত হ'ল! তৎক্ষণাৎ তাঁরে সাষ্টাঙ্গে প্রণামানন্তর বিদায় ল'য়ে এসে দেখি সত্যই কাপুরুষ বিজয়সিংহ সৈন্যসহ সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রছে, অমনি ত্রিশূলে খণ্ড খণ্ড ক'রে দুরাচারকে যমাগারে প্রেরণ ক'রেছি, পাপিষ্ঠের ছিন্ন মুণ্ড ধারণের উদ্দেশ্য স্বজনসমক্ষে পদাঘাতে চূর্ণ ক'রবো। পাপিষ্ঠ কীর্ত্তিচন্দ্রের অন্বেষণ ক'রছি, কোথা গেল—? একি ও? বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত কে ও? ও—চিনেছি,—উদয়সিংহ সেনা-পতি আমার। বীরবর! শত্রুহস্তে জীবনত্যাগ ক'রেছ? তুমি যে বিক্রমে সিংহসদৃশ! তোমার ভীম পরাক্রমে মহারাজ ভারামল্ল রাও পঞ্চশত গ্রাম নিষ্কণ্টক ক'রে-ছিলেন; আজ ভাই সামান্য ফেরুর হস্তে প্রাণ দিলে? ওঃ ক্ষুদ্র ফণাধর কর্ত্তৃক গরুড়ের প্রাণান্ত হ'লো? প্রাণের ভাই উদয়সিংহ! তুমি যে আমার দক্ষিণহস্ত ছিলে! কেবল তোমারি প্রতাপে রামনগর-রাজ্য অক্ষুণ্ণ! তোমা

অভাবে আজ যে আমি সহায় হীন, বাহুবল হীন দীনক্ষীণভাবে অবস্থিত; প্রাণাধিক! একবার কথা কও একবার বিষ্ণুদাস ব'লে ডাক। যে বিষ্ণুদাসকে বাল্যকাল হ'তে স্নেহ যত্ন ক'রতে—কোলে নিয়ে ভোজন করিয়ে দিতে,—কত সোহাগ ও ভালবাসা দেখাতে—সেই বিষ্ণুদাস আজ তোমার জন্য কেঁদে আকুল! উঠ দাদা, আমার! কি অভিমানে ধূলিশয়নে আছ ভাই! ছোট ভায়ের প্রতি কি তোমার অভিমান শোভা পায়? শীঘ্র এস,—

আমি শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত, এও দেখে তুমি নিশ্চিন্ত? হায়রে! আর কি আমার উদয়সিংহ জীবিত আছে? পিশাচের হেয় কীর্ত্তিরাজ তাকে হত্যা ক'রেছে; কৈ সে দস্যুরাজ! এই সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূলে তার প্রতিফল প্রদান ক'রবো, এই যে বর্ব্বর অন্তরালে দণ্ডায়মান;—

সাক্ষী হও চন্দ্র আর দিবাকর,
শূলে ভেদি আজ শত্রু কলেবর,
যাও যমালয়ে পাপিষ্ঠ সত্বর,
জয় তারকনাথ কাশী বিশ্বেশ্বর।

(শূলক্ষেপে উদ্‌যোগ)

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে মোহিনীগণের প্রবেশ)

গীত।

ঐ—ঐ—ঐ—নিঠুর নাগর বুকে মারে শূল।
আয় সবে আয়, ফুলশরে তায় করিগে ব্যাকুল।
কেন হে লম্পট শঠ, কাঁদাও অবলায়,
মেরনা আর হীরের ছুরি ও কমলকায়,
রাখ্‌বো বুকে, পরমসুখে, ধরি যুগল পায়,
নৈলে বাণে মন্মোহনে করিব আকুল।
প্রেমের রাজা ক'রে তোমায় পূজিব চরণ,
শূল ফিরে নাও, কটাক্ষে চাও, ক্রোধ কর বর্জ্জন,
আমরা ধনী মন্‌মোহিনী ক'রবো মন হরণ,
এ মোহন বাণ, করে সন্ধান কন্দর্প নির্ম্মূল।

বিষ্ণুদাস। কেবা এরা ধনু-করা যুবতী রমণী?
নিরখি রমণীগণ মোহিল অন্তর!
কি কারণ প্রাণ মন এত উচাটন?
এরা কি মোহিনী তবে মন প্রাণহরা?
ধনুকে যুড়িয়া বাণ হরিয়াছে মন?
কন্দর্পের শরে মোর আকুল জীবন!
কাজ নাই তবে আর বিপক্ষ নিধনে,
করিনু নিক্ষেপ ভূমে শিবদত্ত শূল;
(শূল ভূমিতে রাখিতে উদ্‌যোগ)
না, না, না, তারকনাথ দিয়েছেন শূল,

সৈন্যসহ শত্রুকুল করিতে নির্ম্মূল !
এমন সৌভাগ্য কার আছে ধরাতলে ?
একি ভ্রম ! ঘোর শত্রু দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
আর আমি বিমোহিত মোহিনী-কুহকে ?
ধিক্ মোরে শতবার, কাপুরুষ আমি,
মোহিনী-মূরতি হেরি তাই মুগ্ধ মন ;
শূলে আজ খণ্ড খণ্ড করিব অরাতি।

(শূলক্ষেপে উদ্‌যোগ)

(মোহিনীগণের গীত)

পদে ধরি শূলধারি ! হও হে প্রসন্ন,
ভীষণ মূর্ত্তি হেরি তোমার হই সবে ক্ষুন্ন,
প্রেমতুফানে হও হে নাগর, কাণ্ডারী তূর্ণ,
তরী কর ধন্য, তোমা ভিন্ন কেবা অনুকূল।
প্রেম-পিয়াসি তাই হে আসি কৃপা-চ'ক্ষে চাও,
শূল ত্যজিয়ে মন মজায়ে বাসনা পূরাও,
দাও হে নাগর, কেন কাতর, শূলটী মোদের দাও,

(শূল গ্রহণপূর্ব্বক যাইতে যাইতে)

জীবন হারাও, নরকে যাও, ব্যথা পাও অতুল ॥

(ত্রিশূল লইয়া মোহিনীগণের প্রস্থান)

বিষ্ণুদাস (সচকিতে)

শূল ল'য়ে সুধাননি! কোথা যাও সবে?
তরণী বাহিতে মোরে কত তোষামোদ?
পরিশেষে প্রবঞ্চিয়া কর পলায়ন?
এই কি লো মায়াবিনি! ধর্ম্ম তোমাদের?
কৃপা-নেত্রে চাও দাসে, ছল পরিহরি,
যথা যাবে অনুগামী হইব নিশ্চয়।

(গমনোদ্যত)

কীর্ত্তিচন্দ্র। (বাধা দিয়া)

কোথা যাও দুরাচার কামুক লম্পট!
মোহিনী-কুহকে মজি হারাইয়া জ্ঞান—
চঞ্চলা চপলা সনে প্রেমের বাসনা?
আচ্ছন্ন নয়নদ্বয় মোহ আবরণে—
কেমনে তাদের তুই পারিবি চিনিতে?
মায়াদেশে মোহিনীরা মুগ্ধ করি তোরে—
শিবদত্ত শূল হরি করিল প্রস্থান;
মরণ নিকট তোর কহিনু নিশ্চয়।

বিষ্ণুদাস। কিঃ—দেবী মহামায়া সন্তানকে বঞ্চনা ক'রবার জন্য মায়া-নারী সৃজন ক'রে তারকেশ্বর-শিব দত্ত শূল অপহরণ ক'রলেন? সেই ছলনাময়ীর লীলা-চাতুর্য্য বুঝতে পারলেম না। ওঃ—এতদিনে জানলেম যে, তাঁর হৃদয়ে স্নেহ-মমতার লেশমাত্রও নাই, নতুবা

এখনো পুত্রকে বঞ্চনা ? এখনো মায়াবরণে আবৃত ক'রে অজ্ঞান বিষ্ণুদাসকে বিমোহিত ক'রতে বাসনা ? পাষাণি ! তোমার হৃদয় বড় কঠিন ; বর্দ্ধমানেশ্বর কীর্ত্তিচন্দ্র পরম ভক্ত, আর আমি কি তোমার অনুরক্ত পুত্র নই মা ? প্রতিদিন এই হৃৎপদ্মাসনে স্থাপন ক'রে মানসোপচারে তোমার কি অর্চ্চনা করি নাই জননি ! তাই আজ পাষাণে বুক বেঁধে স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে শূল হরণ ক'রলে ? তা বেশ ক'রেছ, এইবার আমার প্রাণ হরণ ক'রলেই তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হয় ; সেটি তবে অপূর্ণ থাকে কেন ? শবাসনার বাসনাই পূর্ণ হ'ক।

কীর্ত্তিচন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ বিষ্ণুদাস ! আমার দ্বারাই আজ শবাসনার সে বাসনা পূর্ণ হবে, শীঘ্র যুদ্ধে অগ্রসর হও।

বিষ্ণুদাস। বিষ্ণুদাস না ডরায় তায় রে অজ্ঞান !
হৃতশূল হইয়াছি, কিন্তু পাপমতি !
এখনো বিরাজে কোষে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ ;
খণ্ড খণ্ড করি তোরে এই অস্ত্রাঘাতে,—
সকল সন্তাপ মোর নিবারিব আজ।
এস যুদ্ধে অগ্রসর হও ক্ষত্রাধম ?

(উভয়ের যুদ্ধ)

কীর্ত্তিচন্দ্র। (যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া)

যুড়িনু ধনুকে এই ব্রহ্মময় বাণ।
কিছুতে তোমার আজ নাহি পরিত্রাণ ॥

বিষ্ণুদাস। কীর্ত্তিরাজ! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমার অস্ত্রাঘাতে কাতর হ'য়েছ ব'লে ক্রোধান্ধ হ'য়ে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ ক'রনা, আমি তোমার অঙ্গে আর অস্ত্রাঘাত ক'রবো না। এই অস্ত্র ত্যাগ ক'রলেম, কিঃ শুন্‌বে না? সহায়হীন বিষ্ণুদাসের কথায় কর্ণপাত ক'রবে না? ওহো! তবে আর বৃথা চেষ্টা, এতক্ষণে জান্‌লেম আজ আমার জীবনের শেষ দিন ;—

দাবানল সম ঐ ব্রহ্মময় বাণ,—
যেন মোর চতুর্দ্দিকে জ্বলে ধক্ ধকে!
শিবের ললাট হ'তে নিঃসৃত অনল—
ভস্মীভূত করে যথা দুরন্ত মদনে,
জ্বলন্ত পর্ব্বতসম তেজঃপুঞ্জ বাণ,
বিষ্ণুদাসে ভস্মীভূত করিবে তেমতি ;
নিশ্চয় আমার আজ অন্তিম সময়।
কিন্তু ওকি হেরি আমি বাণের ভিতর?
নির্ব্বাণদায়িনী মাতা ইষ্টদেবী মম—
বিরাজিতা বরাভয় দিতে যেন দাসে ;
রূপেতে ভুবন আলো বিদ্যুৎবরণী।
সুতপ্ত কাঞ্চন যিনি অঙ্গের বরণ!

দশভুজে দশবিধ শোভে প্রহরণ।
কৃপাকরি যদি মাগো দিলে দরশন,
পদাশ্রয় দিতে যেন ক'রনা বঞ্চন ;
চরণে মিশিয়া যাই এই আকিঞ্চন।
পার্শ্বদেশে কেবা উনি প্রসন্ন বদন,
রজত অচল কান্তি বিভূতিভূষণ ?
বৃষোপরি পাঁচমুখে তত্ত্ব-আলাপন !
বরাভয় দিতে মোরে শুভ আগমন ?
ও, চিনেছি তারকনাথ সাধনার ধন,
অহো, যুগল মিলন হেরি সার্থক জীবন ;

(করযোড়ে)

আদিদেব ঈশং অনঙ্গবিনাশং।
বিভূতিভূষিত চর্ম্মজবাসং॥
ঢুলু ঢুলু নেত্রং মণিনিভগাত্রং।
হাস্যপূর্ণ পঞ্চ শোভনবক্ত্রং॥
করধৃত শূলং কণ্ঠে কালং।
অর্দ্ধ সুধাকরমণ্ডিত ভালং॥
বৃষে নিবাসং নির্ব্বাণ ভাবং
সুরধুনীমৌলি যমত্রাসনাশং॥
গৌরী সহিত গৌরীকান্তং,

বম্ বম্ বম্ বম্ বাদিতবস্তুং ॥
ত্র্যম্বকরমণী—পূর্ণেন্দু বদনা,
খঞ্জনগঞ্জিত চঞ্চলনয়না ॥
গণ্ড সুসংযুত কুণ্ডল শোভা,
সুতপ্ত কাঞ্চন নির্জ্জিত প্রভা ॥
জয় জগদম্বে করুণাপাঙ্গে,
শোভসি শঙ্করী শঙ্কর সঙ্গে।
বিধি হরি মান্যে ত্রিভুবন ধন্যে,
ত্বমসি গতির্ম্মম গিরিবর কন্যে ॥
ময়ি তব দাসে কর্ম্মজ পাশে,
মোচয় মাতর্ভব ভয় নাশে।

(নয়ন মুদিতপূর্ব্বক যোগাসনে ধ্যানস্থ)

গীত।

সগুণে সন্তানে হওগো সদয়।
কিছু নাই আর উপায়, বিনে তোমাদের যুগল পায়,
আমার মরণকালে হও হৃদে উদয় ॥
চাইনা আমি অন্য ধন, ঘুচাও আমার ভবের বাঁধন,
পদে মিশি যেন হইলে নিধন ;
"কর্ম্মডুরি কর ছেদন", আমি বিনয়ে করি নিবেদন,
অসার খলু সংসার, কেবল যাওয়া আসা হ'লো সার,
(অষ্টপাশ বাঁধনজ্বালা সহেনা—সহেনা দয়াময়)

আশু নাশ বাঁধনের বেদন (এসন্তানের)
কর কৃপা নেত্রপাত, দয়ারসাগর তারকনাথ,
হৃদে এস শুভঙ্করীসনে ; (দয়াময়)
যুগল মিলন হেরি, নয়ন সার্থক করি,
কি ভয় আর শমন-শাসনে। (দয়াময়)
(যদি শমনদমন রও সম্মুখে)
ত্রিতাপে দহিছে কায়, শান্তিবারি আশে ধায়,
আসি তাই শান্তিসিন্ধুতীরে ; (দয়াময়)
প্রবঞ্চনা মিছে সুতে, আশুতোষ গিরিসুতে !
পদে স্থান দাও অকৃতীরে। (দয়াময়)
(আমার সকল জ্বালা দূরে যাবে)
(পদে শোভে বারি শান্তিপূর্ণ—)
মাতৃ-কৃপা আছে দাসে, অন্তিমে যাব কৈলাসে,
যুগলরূপ হেরি হরিষে ;
আমার পূর সে সাধ, ঘুচুক বিষাদ,
হ'য়োনা যেন নিরদয় ॥

কীর্ত্তিচন্দ্র। সর্ব্বমঙ্গলার দত্ত ব্রহ্মময় বাণ !
বিষ্ণুদাসবক্ষঃ ভেদি শূন্য কর প্রাণ।

(ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ)

(বেগে তারকনাথের প্রবেশ)

তারকনাথ। আরে আরে পাপমতি বর্দ্ধমানেশ্বর !

বিষ্ণুদাসে নিঃসহায় ভাবি, গুপ্তভাবে ব্রহ্মঅস্ত্রে সংহারিবি ইহার জীবন? আমার পরম ভক্ত এই বিষ্ণুদাস, শক্তিসহ জীবাত্মায় ষট্‌চক্র ভেদি—যোগে রত সহস্রায় পরমাত্মা সনে; এমন সাধক-প্রাণ হরিতে বাসনা? এই ছাখ্ ব্রহ্মঅস্ত্র ব্যর্থ হ'লো তোর।

(শরভক্ষণ)

(সর্ব্বমঙ্গলার প্রবেশ)

গীত।

কেন ভ্রান্ত ক্রোধে কান্ত বিশ্ব-মূলাধার!
বিষ্ণুদাসে ভবপাশে বেঁধনাক আর।
ভক্তের কালপূর্ণ দয়াময়, কারাগারে আর রাখা নয়,
ধরি পদে হ'য়ে সদয়, কর হে উদ্ধার।
পাশবদ্ধ যত জীব, পাশমুক্ত সদা শিব,
সাধনে বাঁধন সব, ছিঁড়েছে এবার॥

তারকনাথ। আচ্ছা, তবে শবাসনার বাসনাই পূর্ণ হ'ক, আমি চ'ল্‌লেম। (প্রস্থানোদ্যত)

সর্ব্বমঙ্গলা। গীত।

দিয়েছি বর বিষ্ণুদাসে, অন্তিমে যাবে কৈলাসে,
হরগৌরী মূর্ত্তি শেষে হেরি অনিবার।

তারকনাথ। সত্যই বরদা তুমি ভক্তপ্রাণা সতি? বরদানে ভক্তবাঞ্ছা ক'রেছ পূরণ;

তবে বামে এস তুমি বামদেব-বামা,
ধন্য হ'ক ভক্ত মম হরগৌরী হেরি।

(হরগৌরীর যুগলরূপে অবস্থান)

(ভক্তগণের গীত)

আজ ভূলোক গোলোক কিম্বা কৈলাসধাম হ'লোরে।
বিষ্ণুদাসের কি সৌভাগ্য কর দরশন রে।
দক্ষিণে রাজরাজেশ্বর বামে রাজেশ্বরী রে,
রজত অচলে যেন সৌদামিনী শোভে রে,
মরি মরি কি অপরূপ রূপের বিকাশ রে।
বিরিঞ্চি পুণ্ডরীকাক্ষ যে পদ আরাধে রে,
হেরি সে পায় বিষ্ণুদাস আজ সমাধি সাধনেরে,
সালোক্য সামীপ্য ভক্ত সাযুজ্য লভিল রে।

তারকনাথ। আজ শিবভক্তের সৌভাগ্য দেখ, ঐ আমার প্রিয়ভক্ত বিষ্ণুদাস জীবাত্মাকে মূলাধারে ল'য়ে গিয়ে কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে সুষুম্না-পথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে শিরস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার ভিতর পরমাত্মাতে সংযোগপূর্ব্বক সহস্রার স্রবিত সুধাপানে উন্মত্ত হ'য়ে পরমাত্মার ধ্যানে তন্ময়; প্রাণাধিক সমাধি সাধনে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়েছে, এখনি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হ'য়ে বিষ্ণুদাসের প্রাণবায়ু আমাতে

বিলীন হইবে।

সর্ব্বমঙ্গলা। ভক্তের শবদেহ কৈলাসধামে ল'য়ে যাবার উপায় ?

তারকনাথ। স্মরণমাত্রেই শিবকিঙ্কর এসে পুষ্পবৃষ্টি ক'রতে ক'রতে ভক্তের পবিত্রদেহ কৈলাশে ল'য়ে যাবে, সেজন্য চিন্তা কি ; চিন্ময়ি ! ঐ দেখ বিষ্ণুদাসের প্রাণ-বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে আমার দেহে মিশে গেল, এখন ঐ দেহ শবদেহমাত্র, আর ক্ষণকাল পরেই পুতিগন্ধময় গলিতরূপে পরিণত হবে।

সর্ব্বমঙ্গলা। প্রিয়ভক্ত বিষ্ণুদাসের অস্থিমালা শিবশিবানীর আদরণীয় কণ্ঠভূষণ হবে।

তারকনাথ। বিশেষতঃ শঙ্করের বড়ই আদরের বস্তু ; বিষ্ণু-দাসের অস্থিমালা ধারণ ক'রে বৈষ্ণবগণের কাছে অথবা আমার সদাধ্যেয় বিষ্ণুসমীপে আমিও স্বয়ং বিষ্ণু-দাস ব'লে পরিচয় দিতে পারবো।

(সন্ন্যাসী ভারামল্লের প্রবেশ)

ভারামল্ল। এতদিনে বুঝি হায় হারালেম সব ?
পত্নী মোর হৈমবতী হৃদয়রঞ্জিনী—
পতিদরশনআশে গিয়েছিল বনে,
সংসারের সুখৈশ্বর্য্য দিয়া বিসর্জ্জন।
ভুলেছিল দুঃখক্লেশ নিরখি আমায়—
মম সনে বনে বনে ফিরিত দুখিনী ;
সাধনার উপযোগী দ্রব্য আদি দিয়ে—
প্রাণপণে প্রতিদিন তুষিত যতনে।
সে সাধে বঞ্চিত এবে হতভাগ্য আমি,
ফাঁকি দিয়ে হৈমবতী পলায়েছে মোর ?

গতকল্য গঙ্গাস্নানে গিয়ে পুণ্যবতী—
গঙ্গাজলে ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে—
হারায়েছে অকস্মাৎ আপন জীবন।
যথার্থই প্রাণাধিকে ধর্ম্মশীলা তুমি,
পতিভক্তিগুণে অগ্রে ক'রেছ প্রস্থান;
গঙ্গামা'র কোলে তাই লভিছ বিরাম।
যাও যাও একে একে ছাড়ি যাও সবে,
অবিলম্বে ছিন্ন হ'ক মায়ার বন্ধন;
ভারামল্ল কিছুতেই নহে বিচলিত।
পুনঃ আজ অলক্ষণ তর্পণের কালে!
অঞ্জলির জল যেন রুধিরের প্রায়!
ধ্যানস্থ হইয়া দেখি বড়ই বিপদ্?
প্রাণাধিক বিষ্ণুদাস ত্যজিয়াছে প্রাণ?
হায় রে! সন্তান-স্নেহে পালিয়াছি যায়—
যার প্রিয় দাদা-বাক্যে যুড়াত জীবন;
প্রাণোপম প্রিয় ভ্রাতা সেই বিষ্ণুদাস,—
জনমের তরে ওহো ছাড়িল আমায়।
দেখিবার আশে তায় আসি দ্রুতপদে,
কিন্তু হায় কিবা ফল হেরি মৃতদেহ!
ওহো, এই যে প্রাণের ভাই বসি যোগাসনে?
কেশব-হাজারী বংশ ধ্বংস ভাই এবে,
পিত্রাদির জলপিণ্ড হইল বিলোপ।
হা বিষ্ণুদাস! (পতন ও মূর্চ্ছা)

তারকনাথ। ওঃ কি ভ্রান্তি—কি ভ্রান্তি? বৎস ভারামল্ল! এখনো তুমি মোহমায়াচ্ছন্ন? ছি ছি তপস্যার কি

এই পরিণাম? উঠ, উঠ, তোমার মত সাধকের শোকে বিহ্বল হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

(ভারামল্ল গাত্রস্পর্শ)

ভারামল্ল। কে আপনি আমার চৈতন্য সম্পাদন ক'রলেন? য়্যাঁ তারকনাথ? এই যে মা আমারও উপস্থিত;—

(করযোড়ে)

নমঃ পিঙ্গলনেত্রায় শিবায় পরমাত্মনে।
জগৎ সংহার কর্ত্রে চ তারকেশ নমোঽস্তুতে॥

(তারকনাথকে প্রণাম)

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

(সর্ব্বমঙ্গলাকে প্রণাম)

(তারকনাথ প্রতি) ভগবন্?

এতদিনে কেশবহাজারীবংশ ধ্বংস ও পিত্রাদির জল-পিণ্ড লোপ হ'লো।

তারকনাথ। সে কি বৎস? কেশবের বংশ ধ্বংস হবে কেন? আমি পরম যত্নে বিষ্ণুদাসপুত্রকে তার জননী কমলার সঙ্গে বাহিরগড় গ্রামে নিরাপদে রক্ষা ক'রেছি, তথায় সকলের নিকট রাজসম্মান প্রাপ্ত হ'য়ে রাজপুত কুলের মুখোজ্জ্বল ক'রবে, চিন্তা কি?

(সর্ব্বমঙ্গলার গীত)

সর্ব্বমঙ্গলা। দারাসুত ধনজনঅনিত্য সংসার।
কাকস্য পরিদেবনা ভবে কেবা কার॥

ছেদিয়ে ভববন্ধন, লভিয়াছ নিত্যধন,
তবে কেন বাছাধন, ভাবনা অসার।

চল শান্তিনিকেতন, বিলম্বে কি প্রয়োজন,
জন্মমরণ বারণ, হইল তোমার ॥

তারামল্ল। ওমা নিস্তারিণি! যন্ত্রণাময় জন্মমৃত্যুর হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাব ব'লেই তো তোমাদের ঐ অভয়পদে আশ্রয় নিয়েছি; মাগো! কৃপা ক'রে শরণাগত সন্তান কে পদ-পল্লবে স্থান দাও, এই আমার বাসনা।

সর্ব্বমঙ্গলা। এখনি বৎস, তোমার বাসনা পূর্ণ হবে, আমি কুল-কুণ্ডলিনী তোমার জননী সম্মুখে থাক্‌তে চিন্তা কি বাপ! যোগাবলম্বনে শীঘ্র স্বকার্য্য সাধন কর।

তারামল্ল। করুণাময়ী মায়ের বাক্য শিরোধার্য্য; পিতামাতার যুগলরূপ দর্শন ক'রতে ক'রতে যোগাবলম্বনে প্রাণ-ত্যাগই শ্রেয়স্কর।

(যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ)

তারকনাথ। এরা ভ্রাতৃদ্বয়েই বেশ তো মানবলীলা সম্বরণ ক'রলে! যোগবলে বলী, না হইলে এরূপ প্রাণত্যাগ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? তাই বলি যোগবলই সকল বলের শ্রেষ্ঠ; (সর্ব্বমঙ্গলার প্রতি) ঐ দেখ দেবি! কৈলাসধাম হ'তে শিবকিঙ্করগণ ভক্তদেহ ল'য়ে যাবার জন্য মনানন্দে গান ক'রতে ক'রতে আস্‌ছে; এখন চল, আমরা স্ব স্ব ধামে যাত্রা করি।

সর্ব্বমঙ্গলা। তবে চল যাওয়া যাক্; (কীর্ত্তিচন্দ্র প্রতি) বৎস কীর্ত্তিচন্দ্র! এই তো রামনগর রাজ্য জয় হ'লো, এখন বর্দ্ধমানে যাই চল।

কীর্ত্তিচন্দ্র। যে আজ্ঞা জননি! চলুন যাওয়া যাক্।

(তারকনাথ, সর্ব্বমঙ্গলা ও কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রস্থান)

(শিবকিঙ্করগণের প্রবেশ)

গীত।

ঐ বাবার তুল্য দয়াময় আর কেহ নাই ধরায়।
অনুরক্তি ফলে, ভক্তি মিলে, মুক্তি ফলে শেষদশায়।
বাবার যদি কৃপা হয়, ভক্ত সদা সুখী রয়,
যাবার কালে অবহেলে ঘুচে ভব ভয় ;—
ভবমাঝি ব'লে ভবের কূলে, ডাক্‌লে পার করেন ত্বরায়।
জ্ঞানদাতা শুভঙ্কর, ঐ দয়াল তারকেশ্বর,
জ্ঞান দিতে অবনীতে উদয় মহেশ্বর,—
তাঁর কৃপাতে লোক, পায় জ্ঞানালোক,
শিবলোকে চ'লে যায়

শিবকিঙ্করগণ। (বিষ্ণুদাসের ও ভারামল্লের দেহ লইয়া) বন্ধুগণ সবাই একবার বদনভ'রে প্রাণখুলে হরি হরি বল। (অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

(যবনিকা পতন)

:o:—

সমাপ্ত।